পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 357 Friday, 21 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫৭ সংখ্যা ❋ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিএলওদের উপর অমানবিক চাপ, এসআইআর থামান!

নির্বাচন কমিশনকে কড়া চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ এসআইআর নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অবিলম্বে এসআইআর স্থগিত করে বিএলওদের প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পরিকল্পনাহীন ভাবে কর্তব্যরত আধিকারিকদের ও মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। এমন এসআইআর প্রক্রিয়া বিপজ্জনক। কমিশনকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সংশ্লিষ্ট চিঠির একদম শেষ অংশে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি লাইন উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করুন। কারও উপরে জবরদস্তি বন্ধ করুন। যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা দিন।' এখানে জবরদস্তির অর্থ হচ্ছে, মমতা বোঝাতে চেয়েছেন, ক্রমবর্ধমান চাপ দেওয়া হচ্ছে বিএলও-দের উপরে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এসআইআর-এর কাজ শেষ করতে যেখানে সময় লাগা উচিত তিন বছর। সেখানে বিএলওদের উপর জোর খাটিয়ে তিন মাসে কাজ শেষ করতে চাইছে কমিশন। একই সঙ্গে তিনি ধান কাটার মরশুমের কথা উল্লেখ করেন। লিখেছেন, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের কাটাই পুরোদমে চলছে, যা চলবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পাশাপাশি রবি শস্য-বিশেষ করে আলুর-রোপণও চলছে, যা সময়সীমা-নির্ভর কৃষিকাজ। লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমিক মাঠে ব্যস্ত থাকায় এই সময় সাধারণ মানুষকে ঘরে পেয়ে এসআইআর-এর কাজ

করা কার্যত অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।' একই সঙ্গে জলপাইগুড়ির মাল এলাকার যে বিএলও আত্মহত্যা করেছেন, তিনিও যে ক্রমবর্ধমান চাপের জন্য এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ''এই সঙ্কটময় সময়ে নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'' মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি প্রকাশ্যে আসার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল জানিয়ে দিলেন, এসআইআর এর কাজ ভালভাবে চলছে। তিনি বলেন, ''এসআইআর স্থগিত করা হবে কিনা, এটা ইসিআই দেখবে, সিও তো স্রেফ নির্দেশ পালন করে মাত্র। তবে এটুকু বলছি, কাজ খুব ভাল ভাবে হচ্ছে।'' যা প্রকারন্তরে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগকেই খণ্ডন করার শামিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেই কমিশনকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছেন বুথ লেভেল অফিসাররাই। তাঁর দাবি, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ফর্ম বিষয়ক পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। এই তাড়াহুড়োয় বিএলও-রা চাপের মুখে ভুল ফর্ম আপলোড করতে বাধ্য হতে পারেন, যার পরিণতিতে প্রকৃত ভোটারদেরই বিপাকে পড়তে হবে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, বিএলও-দের ওপর অমানুষিক কাজের চাপ দেওয়া হচ্ছে। সময়সীমা মেনে সব কাজ শেষ করতে গিয়ে যে কোনও ভুলের দায় তাঁদের ঘাড়েই চাপানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের সিইও-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন করেন মমতা। তাঁর মন্তব্য, নির্বাচন কমিশন মাঠের বাস্তব পরিস্থিতি দেখতে চাইছে না। সাহায্য করা তো দূরে, বরং শো-কজ নোটিশ দিয়ে কর্মকর্তাদের আরও বিব্রত করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একের পর এক বিএলও-দের অসুস্থতার খবর সামনে এসেছে। আবার জলপাইগুড়ির মালবাজারে এক বিএলও আত্মহত্যা করেন। আজ আবার কোন্নগরে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যান বিএলও তপতী বিশ্বাস। হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসক জানান, সেরিব্রালে অ্যাটাক হয়েছে তাঁর। শরীরের বাম দিক নিঃসাড়। আপাতত কোন্নগর পৌরসভা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

'সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি হোক টেলিভিশনের মাধ্যমে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ সামাজিক চেতনা বৃদ্ধিতে কীভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে টেলিভিশন? টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চ থেকে ধারাবাহিক নির্মাতাদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে 'ধন ধান্য' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সম্মানিত হলেন ছোট পর্দার তারকারা। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে, এই মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। আমি সেই মাটিটাকে চেনানোর জন্য বলছি। এটা একটা পরিবার।'' পাশাপাশি টেলিপাড়ার শিল্পী কলাকুশলীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন, ''অনেক নতুন শিল্পীরা আসছেন, ট্রেনিং নিচ্ছেন। পুরাতনরাও রয়েছেন। আমি মনে করি, টেলিভিশন হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের দর্পণ। সমাজশিক্ষা। সমাজের আলোড়ন। ভাষার সংকলন,

মন্তব্য, টেলিভিশন চ্যানেলের সবথেকে বড় দিক হোক মানবিক, সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি। টেলিভিশনকে বরাবরই সামাজিক দর্পণের আখ্যা দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রেক্ষিতে অতীতেও সিরিয়াল নির্মাতাদের বিশেষ পরামর্শ দিয়ে এসেছেন তিনি। ধারাবাহিকের চিত্রনাট্য থেকে কূটকচালি, বহুবিবাহের মতো প্লট বর্জনের কথা বলেছিলেন তিনি। পঁচিশ সালের টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারের আসরেও তার ব্যতিক্রম হল না। তবে দর্শক টানার কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''টেলিভিশন চ্যানেলের সবথেকে বড় দিক হোক মানবিক, সামাজিক চেতনা, সুশিক্ষা বৃদ্ধি। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়তো ঠিকভাবে পৌঁছচ্ছে না। টেলিভিশনের মাধ্যমেই কখনও কখনও সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি করতে হবে।'' মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিলেন, ''আমাদের এই মাটিই কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। সঙ্গীতের সুরধ্বনি। সবকিছু নিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে এই জগৎটা না থাকলে মানুষের বিনোদন থাকত না। আমি নিজেও সিরিয়াল দেখি। পরের অংশে কী দেখানো হবে সেটাও বলে দিতে পারি। কোনওটা বাড়াতে গিয়ে কাউকে মেরে দেয়। আবার প্রয়োজনে একটু কূটকচালি হয়ে গেল। প্রত্যেকটা সিনে তিন-চারটে চরিত্র তো থাকেই। কেউ ভালো, কেউ নেগেটিভ চরিত্রে। সবই ভালো। টিআরপিও বাড়াতে হবে। গল্পও বানাতে হবে। আমাদের টেলিভিশন জগতের শিল্পী, কলাকুশলীরা দিনরাত এক করে কাজ করে। তাঁদের জীবনে ছুটি নেই। উৎসবে যাওয়া নেই। এটাই যেন তাঁদের জীবনের উৎসব। পুজোর সময়ও তারকাদের ব্যস্ততা বেশি থাকে।'' উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে সিনে টেকনিশিয়ানস-এর কল্যাণ তহবিলে রাজ্য সরকারের তরফে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হল। সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের হাতে চেক তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর মানেই গোপনীয়তা। সেই নম্বরেই যুক্ত থাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে আধার, প্যান, বিমা-অগণিত সংবেদনশীল তথ্য। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাঁর মোবাইল নম্বর ছড়িয়ে দেওয়া শুধু অবিবেচনায় নয়, সরাসরি ঝুঁকিরও কারণ। ঠিক এই কারণেই এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে নতুন বিতর্কে তেতে উঠেছে রাজ্য। সমস্যার কেন্দ্রে রাজ্যের প্রায় ৮১ হাজার বিএলও। গত ৪ নভেম্বর থেকে দিন-রাত একটানা তাঁদের ব্যক্তিগত নম্বরে আসছে ফোন। ভোটার তালিকার ইনিউমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে এখন ফর্ম সংগ্রহের ব্যস্ততম পর্ব-সবকিছুতেই ফোনে প্রশ্নের ঝড়। শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর। তারপর প্রকাশ হবে খসড়া ভোটার তালিকা। তার আগে এই ফোন-সুনামি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন মাঠের কর্মীরা। বিপদের আশঙ্কা আরও তীব্র মহিলা বিএলওদের ক্ষেত্রে। সমাজে তাঁদের নিরাপত্তা, মর্যাদা, গোপনীয়তায় আলাদা নজর-এ সবের মধ্যেই ব্যক্তিগত নম্বর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বেগ বাড়ছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বা ভুল ফর্ম জমা হলে কেউ হুমকি দেবে কি না, কিংবা অসৎ উদ্দেশ্যে বিরক্ত করা হবে কি না-এই আতঙ্ক পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছেন না অনেকেই। উপরন্তু প্রলোভনের ফোন, প্রতারণা, পুরস্কারের টোপ-এসব তো এখন নিত্যসঙ্গীই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া অপরাধ। আজ রাজ্যের যে-কোনও জায়গা থেকে বিএলওদের নম্বর পাওয়া যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, নির্বাচন কমিশনের বড় পদাধিকারীদের নম্বর কি ওয়েবসাইটে আছে? নেই। তাহলে কেন বিএলওদেরই সামনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, কমিশনের উচিত ছিল এসআইআর কাজের জন্য অস্থায়ী আলাদা মোবাইল নম্বর দেওয়া। কাজ শেষ হলে সেই নম্বর নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তাও টিকত, ঝামেলাও কমত। এসআইআর প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে, ততই পরিষ্কার হচ্ছে-গোটা চাপটাই মাঠের কর্মীদের কাঁধে গিয়ে পড়ছে।

সেরিব্রাল অ্যাটাক হওয়া হুগলির সেই বিএলওকে কাজ থেকে অব্যহতি দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২০ নভেম্বরঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কাজ করতে গিয়ে সেরিব্রাল অ্যাটাক হওয়া বিএলওকে কাজ থেকে অব্যহতি দিল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর এর কাজ করার সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন হুগলির কোন্নগরের বিএলও তপতী বিশ্বাস। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, প্রৌঢ়ার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটেছে, অর্থাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। বাঁ দিকের শরীরের অংশ 'অবশ' হয়ে গেছে। তপতীর স্বামী প্রবীর বিশ্বাস জানিয়েছেন, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রীকে বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তপতী কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর

ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন। নবগ্রামের বাসিন্দা তপতী পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। পরিবারের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর বয়স ৬০ বছরের কাছাকাছি। শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক শম্ভুদীপ সরকার বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গিয়ে তপতী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং সমস্তরকম সাহায্য করার আশ্বাস দেন। উত্তরপাড়া থানার পুলিশও হাসপাতালে গিয়ে তপতীর খোঁজখবর নেন। প্রাথমিকভাবে তপতীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও, পরিবারের সদস্য সমীরণ বিশ্বাস জানিয়েছেন, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পরিমাণ বোঝার জন্য এমআরআই রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হবে। প্রবীর বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, ফর্ম বিলি, জমা নেওয়া এবং তথ্য অ্যাপে আপলোডের কাজের চাপ সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না তপতীর পক্ষে। ইন্টারনেট সমস্যা ও ঘন ঘন ফোনের কারণে তপতী নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। সেই মানসিক চাপেই শেষমেষ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

'নিশ্চুপ সম্মতি'র সংবিধানে কোনও জায়গা নেই

রাজ্যপালের বিল আটকানো মামলা নিয়ে স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বরঃ বিল আটকে রাখতে পারবেন না রাজ্যপাল। 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ আদালতের। এদিন প্রধান বিচারপতি বিআর গবাই নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে চলছিল এই রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির বিল আটকে রাখার মামলা। প্রধান বিচারপতি ছাড়া বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি এএস চন্দরকর। এদিনের শুনানি পর্বে একদিকে যেমন রাজ্যপালের বিল আটকে রাখার প্রসঙ্গে অসম্মতি প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। ঠিক তেমনই এই বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না বলেও পর্যবেক্ষণ সাংবিধানিক বেঞ্চের। এই ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪৩ উদ্ধৃত করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কোনও বিল নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবার শীর্ষ আদালতের মতামত চাইতে হবে, এমনটা হয় না এবং তা বাধ্যতামূলকও নয়। পাশাপাশি, একটি বিল পাশ বা খারিজ করার জন্য সংবিধান রাজ্যপালকেও বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে বলেই পর্যবেক্ষণ আদালতের। উল্লেখ্য, কোনও বিল আইনসভায় পাশ হওয়ার পর রাজ্যপালের কাছে গেলে তাঁর কী করণীয়, সেই ব্যাখ্যাও শুনানি পর্বে

তুলে ধরেছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সাংবিধানিক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, একটি বিলের নিরিখে রাজ্যপালের সামনে তিনটি সাংবিধানিক বিকল্প রয়েছে। (১) বিলটিতে সই করতে পারেন তিনি। (২) সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো যেতে পারে। (৩) সম্মতি না দিয়ে বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠানো যেতে পারে। (৪) এই তিনটির মধ্যে কোনও সাংবিধানিক বিকল্পটি তিনি বেছে নেবেন, তা তাঁর সিদ্ধান্ত। এখানে আদালত কিছু বিবেচনা করতে পারে না বলেই মত বেঞ্চের। এই 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলার প্রথম থেকেই একটি প্রসঙ্গ জুড়ে গিয়েছিল, তা হল 'ডিমড অ্যাসেন্ট' বা নিশ্চুপ সম্মতি। যার অর্থ হল, দিনের পর দিন বিল আটকে রাখা মানে বুঝে নিতে হবে আদালতের হস্তক্ষেপে বিলগুলিতে সম্মতি প্রদান করানো যেতে পারে। তবে বুধবার দেশের শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই 'তত্ত্ব' সংবিধান পরিপন্থী। এমনটা হতে পারে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ''আমাদের বলতে কোনও দ্বিধা নেই, এই তত্ত্বের অর্থ আদালত নিজেদের রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালের জায়গায় বসাচ্ছে। কারণ, তাঁরা সময়সীমা লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু এমনটা হতে পারে না এবং সংবিধানেও এমন কিছু বর্ণিত নেই।'' বিচারপতিরা আরও বলেন, ''রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে বিল প্রসঙ্গে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সংবিধান পরিপন্থী।'' তবে কোনও বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতি যদি বিনা কারণেই বাড়তি সময় নেন। তখন আদালত তাঁর সীমিত ক্ষমতার ভিত্তিতে রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতিকে সেই নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য একটা সময় বেঁধে দিতেই পারে। তবে এই প্রক্রিয়া সব ক্ষেত্রেই হবে, এমনটা নয়।

'কমিশনের আইন ভেঙে বিএলওদের ওপরে চাপ', সিইও দফতরে চিঠি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ কয়েকটি জেলা থেকে বিএলওদের ওপর বেআইনি চাপের অভিযোগ উঠল। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান-এই জেলাগুলিতে জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকরা বিএলওদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈরি অ্যাপের ব্যক্তিগত ওটিপি জমা দিতে বাধ্য করছেন। বিজেপির বক্তব্য, ওটিপি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং শুধুমাত্র লগইন-সংশ্লিষ্ট পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেটি অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের চাওয়া বা ব্যবহার করা নির্বাচন কমিশনের নিয়মবহির্ভূত, এমনকি ভোটার ডেটার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার পক্ষে বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিতে 'ভয় ও জবরদস্তির মধ্যে' বিএলওদের কাজ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করে সিইও-র কাছে জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েছে বিজেপি।

বাংলার ৫ জেলা নিয়ে রিপোর্ট যাচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হতেই সীমান্তে দেখা গিয়েছে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। বিএসএফ-এর তরফে চলছে পুশব্যাক। প্রতিদিন মালদহ, মুর্শিদাবাদ,উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তে লোটা-কম্বল নিয়ে জমায়েত করছেন বাংলাদেশিরা। ফিরছেন নিজের-নিজের দেশে। এই পরিস্থিতি ঠিক কতটা উদ্বেগজনক? ভিড়ের পরিমাণই কী? তা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডকে সর্বদা সতর্ক থাকতে বলল। আর সেই নির্দেশ পাওয়ার পরই বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের বর্তমানে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত সীমান্তবর্তী অংশের থেকেও দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এলাকাগুলি নিয়ে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড। কারণ নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনা সীমান্তের অংশগুলি দিয়েই বাংলাদেশিদের ওপারে যাওয়ার প্রবণতা সবথেকে বেশি। তবে, এই সুযোগে যাতে কোনও ভাবেই অনুপ্রবেশ না হতে পারে এবং অরক্ষিত অংশের সুযোগ উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যরা না নিতে পারে, তার জন্য ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বিএসএফ পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরে নির্দেশ

আইজি অনীশ প্রসাদ বিএসএফের হেলিকপ্টারে আকাশপথে গোটা সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা- এই পাঁচটি জেলা মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে মোট ৯১৫.৮ কিমি রয়েছে। সম্পূর্ণ এই সীমান্তবর্তী অবস্থা আকাশপথ থেকেই ঘুরে দেখলেন দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি। বিএসএফ সূত্রে খবর, গোটা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠানো হবে। এসেছে বলে সূত্রের খবর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সম্প্রতি পেশ করা রিপোর্ট বলছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য পশ্চিমবঙ্গে ২২১৬.৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে এখনও ৫৬৯ কিমি বেড়াহীন। যার মধ্যে ১১২ কিমি অংশ নদী নালার উপর দিয়ে রয়েছে। সেই অংশে কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাকি ৪৫৭ কিমি অংশে কোন কাঁটাতার নেই। আর সেই কাজ আটকে রয়েছে রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় জন্য, দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের।

'মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি ও হতাশা চরমে', জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি পাঠাতেই মমতার পদত্যাগ চাইলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিতের অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রক্রিয়া পরিকল্পনাহীন বলে উল্লেখ করে মমতা চিঠিতে বিএলও-দের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিতের কথাও বলেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য-রাজনীতিতে আলোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি শুনে চুপ করে নেই বিরোধীরা। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মমতার পাঠানো চিঠির ছবি পোস্ট করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়ে এবং তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি তুলে আজ পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'মহাশয়া নির্বাচন কমিশনকে তিন পৃষ্ঠার একটি পত্র পাঠিয়েছেন। একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে তিনি বারবার এক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থাকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশন ও তার আধিকারিকদের প্রতি লাগাতার হুমকি-হুশিয়ারি ছুড়ে দিয়েছেন। অথচ এই সব ভয় দেখানো এবং চাপ সৃষ্টির কোনো ফলই হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত নাটক, ধমক ও উন্মত্ততার পরও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই এসআইআর প্রক্রিয়া এগোচ্ছে এবং তা সম্পূর্ণ হবেই।' সুকান্তর কথায়, 'প্রকৃতপক্ষে গত কয়েকদিনে মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি ও

হতাশা চরমে পৌঁছেছে। কারণটি এই মুহূর্তে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট, অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা, যারা এতদিন তৃণমূলের আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নিশ্চিন্তে মহাসমারোহে বসবাস করছিল, তারা এখন বিভিন্ন সীমান্তে বর্ডার খুলে যাওয়ার অপেক্ষায়। এই দৃশ্যগুলো মুখ্যমন্ত্রীর আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এখন মরিয়া হয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, 'তবে কি আপনি এতদিন এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই জয়ী হয়ে এসেছেন? দয়া করে বিষয়টি অবিলম্বে জনসমক্ষে পরিষ্কার করুন। তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকি, হুশিয়ারি, মিথ্যাচার এবং অসংখ্য গুন্ডামির মধ্যেও ভারতের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছে। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে এই বাস্তবতাকে মানতে না পারেন, তাহলে তাঁর উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা।' বস্তুত, মমতার এই দাবি নতুন নয়। দিন কয়েক আগেও শিলিগুড়ির সরকারি মঞ্চ থেকে এসআইআর প্রক্রিয়াকে অবাস্তব পরিকল্পনা বলে দাবি করেন তিনি। সেই একই বক্তব্য তুলে ধরে কমিশনকে এ বার চিঠি দিলেন। চিঠিতে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রক্রিয়া শুধু পরিকল্পনাহীন বা বিশৃঙ্খল নয়, বরং বিপজ্জনকও। এসআইআর প্রক্রিয়াকে হটকারি সিদ্ধান্ত বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেপালে উত্তেজনা তুঙ্গে, জেন-জি আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে থমথমে কাঠমাণ্ডু

সংবাদ সংস্থা, কাঠমাণ্ডু, ২০ নভেম্বরঃ নেপালে যেন শান্তি ফিরছে না কিছুতেই। গত এক বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, তরুণ সমাজের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এবং ক্ষমতাসীনদের প্রতি অবিশ্বাস-সব মিলিয়ে দেশজুড়ে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা আরও একবার সামনে এসে পড়ল বৃহস্পতিবারের ঘটনায়। বারা জেলার সেমরা অঞ্চলে 'জেন-জি' আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল সিপিএন-ইউএমএল-এর সমর্থকদের সংঘর্ষ আবারও প্রমাণ করল, নেপালের রাজনৈতিক সংকট দূর হওয়ার নামই নিচ্ছে না। গত সেপ্টেম্বরে দেশজুড়ে তুমুল আলোচিত 'জেন-জি' বিক্ষোভ নেপালের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। মূলত তরুণ সমাজ-বিশেষ করে ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সি যুবক-যুবতীরা তখন রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। দুর্নীতি, বেকারত্ব, উন্নয়নহীনতা, রাজনৈতিক দুর্নীতির চক্র-এই সবই ছিল তাঁদের বিক্ষোভের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সেই আন্দোলনের জেরে নড়বড়ে হয়ে পড়ে ওলি-সরকার। লাগাতার বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও চাপের মুখে অবশেষে পতন ঘটে ওলির সরকার। নেপালের রাজনীতিতে এমন যুব-নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলন নজিরবিহীন বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হলেও ক্ষোভের আগুন নিভে যায়নি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের হতাশা আরও বেড়েছে। নতুন সরকারও পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই পটভূমিতেই বৃহস্পতিবার নতুন করে মাথাচাড়া দেয় অশান্তি। সেমরায় সেই পুরনো 'জেন-জি'

আন্দোলনের কর্মীদের একটি অংশ স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার প্রতিবাদে সমাবেশ করে। অভিযোগ, এই সমাবেশকে ঘিরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ওলির দল সিপিএম-ইউএমএল-এর স্থানীয় সমর্থকেরা সেই বিক্ষোভকে 'সরকর-বিরোধী উস্কানি' বলেই দাবি করে। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তা রূপ নেয় হাতাহাতি এবং পরে পূর্ণাঙ্গ সংঘর্ষে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি, স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতা এবং যুবকদের কর্মসংস্থানহীনতা নিয়ে। তাঁদের অভিযোগ, পুরনো অদক্ষতা ও দুর্নীতির ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। অন্যদিকে, সিপিএম-ইউএমএল-এর সমর্থকদের অভিযোগ, এই বিক্ষোভ ইচ্ছাকৃতভাবে ওলি-সমর্থিত শক্তিকে দুর্বল করার জন্য সাজানো হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২০ নভেম্বর ঃ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। সকালে কংগ্রেস ভবনের সামনে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তাঁকে স্মরণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, রাজ্য মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা।অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন জাতীয় সংহতি দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তিনি আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে জাতীয় সংহতি বিপন্ন, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে-এ অবস্থায় ইন্দিরাজির ত্যাগ ও নেতৃত্ব দেশবাসীকে আজও পথ দেখায়।শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা কংগ্রেস ভবন থেকে মৌন মিছিল শুরু করে গান্ধী-ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে প্রয়াতা নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফলদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় লিখেছেন , এবার লাখখানেক তরুণ - তরুণী রাজ্য জয়েন্ট্রান্স - এর বিভিন্ন পরীক্ষায়. সদ্য সফলভাবে পাস করে এই মুহূর্তে কাউন্সেলিং - এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, নার্সিং ও প্যারামেডিকেল শিক্ষার নানা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য। আমি এই প্রায় এক লক্ষ সফল তরুণ - তরুণীকে ও তাদের শিক্ষক - শিক্ষিকা তথা অভিভাবক - অভিভাবিকাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।ANM, GNM ইত্যাদি পেশায় এই সফল পরীক্ষার্থীরা যুক্ত হবেন বাংলার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে আরও দক্ষ ও কুশলী করার উদ্দেশ্যে।পেশাগত শিক্ষা, লক্ষ চাকরি এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি এই ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

আপার মুস্তাং ভ্রমণে বন্ধ এককালীন পারমিট

কাঠমান্ডু, ২০ নভেম্বর ঃ আপার মুস্তাং ভ্রমণে আর বাধ্যতামূলকভাবে ১০ দিনের জন্য এককালীন ৫০০ ডলার দিয়ে পারমিট নিতে হবে না। পরিবর্তে প্রত্যেক বিদেশিকে এখন থেকে প্রতিদিন ৫০ ডলার করে দিতে হবে। বুধবার এ খবর জানান নেপাল সরকারের মুখপাত্র ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী জগদীশ খড়লে।সরকারি নয়া সিদ্ধান্তে পর্যটকদের সুবিধা হলেও আপার মুস্তাংয়ের বিশেষ মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকছে। আগে সেখানে যেতে হলে ন্যূনতম ১০ দিনের পারমিট বাতামূলক ছিল। অতিরিক্ত দিন থাকলে প্রতিদিন আরও ৫০ ডলার করে বা।তি দিতে হতো। নতুন নিয়মে কে কত দিন থাকবেন, তার উপরই নির্ভর করবে মোট খরচ। অর্থা নতুন নিয়মে পর্যটকদের খরচ দিনপ্রতি নির্ভর হবে।প্রশাসনের মতে, ফি-র কাঠামো বদলে বিদেশিদের আগ্রহ বাড়বে। এককালীন বেশি পারমিট ফি-র জন্য এতদিন খুব কম পর্যটকই পৌঁছাতে পারতেন। নতুন ব্যবস্থায় সেই পরিস্থিতি বদলাতে পারে বলেই আশা স্থানীয় প্রশাসন ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহারে এনডিএ-র ঐতিহাসিক বিজয়কে সম্মান জানাতে পাটনায় অজিত পওয়ার, নীতীশের দশমবার শপথে উৎসবের আবহ

পাটনা, ২০ নভেম্বর ঃবিহারের রাজনীতিতে বৃহস্পতিবারের দিনটি যেন নতুন অধ্যায় রচনা করল। রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীনভাবে দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। আর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার নিজে এসে হাজির হলেন পাটনার গান্ধী ময়দানের মঞ্চে। শপথগ্রহণের ঠিক আগেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলে দিলেন-বিহারে এনডিএ-র সাম্প্রতিক বিজয় শুধু একটি নির্বাচনজয় নয়, এটি ছিল ঐতিহাসিক এক সিদ্ধান্ত, যা দেশের রাজনৈতিক দিকনির্দেশকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।অজিত পওয়ার বলেন, বিহারের মানুষের রায় এই নির্বাচনে স্পষ্ট করেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং নীতীশ কুমারের প্রতি তাঁদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। দেশের মানুষ এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখেছে এবং তা জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। তাঁর গলায় ছিল প্রশংসার সুর, ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। যে এনডিএ-র জোটকে তিনি মজবুত রাজনৈতিক পরিবার বলে অভিহিত করেন, সেই পরিবার আবারও বিহারে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করেছে-এই ছিল তাঁর বার্তা।গান্ধী ময়দানের প্রশস্ত প্রান্তরে সকাল থেকেই উৎসবের পরিবেশ। বিশাল মঞ্চ, নিরাপত্তার কড়া বলয়, উচ্ছ্বসিত কর্মী-সমর্থকদের ভিড়-সব মিলিয়ে যেন এক রাজনৈতিক মহোৎসব। বছরের পর বছর ধরে নীতীশ কুমার বিহারের রাজনীতিতে একটি স্থির ছায়ার মতো থাকলেও দশমবারের শপথ নেওয়া নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই নজির দেশের ইতিহাসেও বিরল। শপথের মঞ্চে সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে যেন এক সরাসরি জবাব দিলেন নীতীশ-বিহারের মানুষ এখনও নীতীশকে ভরসা করতে চান।এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-সহ এনডিএ জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব। কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন জোটের বিভিন্ন শরিক দলের প্রতিনিধিরা। বিজেপির পক্ষ থেকে উপস্থিত নেতারা নীতীশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার অঙ্গীকার পুনরায় ঘোষণা করেন। তাদের দাবি, বিহার এখন এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যেখানে কেঃদ্র-রাজ্যের সমন্বয়ে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব।শুধু নীতীশ কুমারই নন-এদিন শপথ নিলেন নতুন দু'জন উপ মুখ্যমন্ত্রীও। প্রথমজন সম্রাট চৌধুরী, দ্বিতীয়জন বিজয় কুমার সিনহা। দু'জনেই বিজেপিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখ। রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে তাঁদের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। শপথ মঞ্চে তাঁদের আত্মবিশ্বাসও ছিল স্পষ্ট-তারা বলছেন, বিহারের উন্নয়নই হবে আগামী দিনের একমাত্র লক্ষ্য।নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক যাত্রা বিহারের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। কখনও এনডিএ-র সঙ্গে, কখনও মহাজোটে-মিত্র-শত্রুর বদল ঘটলেও ভোটারদের মনে তাঁর উপস্থিতি অটুট থেকেছে। বারবার তিনি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, উন্নয়নমুখী ভাবনা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার দৌলতে নিজের অবস্থানকে মজবুত করেছেন। দশমবার শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি শুধু নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচয়ই দিলেন না, বরং দেখালেন জনগণের পুনরাবৃত্ত বিশ্বাসের প্রতীক তিনি।সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে লক্ষ করা গিয়েছে যে পাটনার রাজনৈতিক আবহে এই নির্বাচন ও শপথগ্রহণ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। এনডিএ-র শক্তিশালী অবস্থান, বিরোধীদের দুর্বল সমন্বয়, আর নীতীশের অভিজ্ঞ নেতৃত্ব-সব মিলিয়ে বিহারে এক নতুন রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরি হচ্ছে। সেই রূপরেখার কেন্দ্রে আছে স্থিতিশীলতা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার। অজিত পওয়ারের মন্তব্যেও সেই বার্তা স্পষ্ট। তিনি জানান, বিহারের এই জয় শুধু বিহারের নয়-এটি এনডিএ-র সার্বিক সাফল্যের প্রতীক। তাঁর মতে, এই জয় প্রমাণ করেছে যে দেশের ভোটাররা এখনও উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতাকেই অগ্রাধিকার দেন। তিনি আরও বলেন, নীতীশ কুমার দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া শুধু তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতার স্বীকৃতি নয়, বরং বিহারের মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থনের প্রতিচ্ছবি।তবে বিহারের রাজনৈতিক দুনিয়ায় এই সাফল্যের পাশাপাশি রয়েছে চ্যালেঞ্জও। কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা-নতুন সরকারের সামনে রয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কিন্তু এনডিএ নেতৃত্বের দাবি, তারা সমন্বয়ের মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করে দ্রুত এই সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবে। সেই লক্ষ্যেই শপথ নেওয়ার পরপরই শুরু হয়েছে বৈঠক ও পরিকল্পনার আলোচনা।গান্ধী ময়দানের অনুষ্ঠান যত এগিয়েছে, ততই স্পষ্ট হয়েছে মানুষ এই জয়কে কতটা উসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, এনডিএ-র কর্মী-সমর্থক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা-সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবারের শপথগ্রহণ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে উসবে পরিণত হয়েছে। বহু মানুষের মতে, বিহারে যে স্থায়িত্বের প্রয়োজন ছিল, তা আবারও ফিরে আসতে চলেছে।নীতীশের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা বিতর্ক থাকলেও এদিনের ছবির মধ্যে ছিল নতুন করে শুরু করার উচ্ছ্বাস। নতুন উপ মুখ্যমন্ত্রীরা দায়িত্ব পেয়েছেন, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে-সব মিলিয়ে আগামী কয়েক মাসে বিহারের রাজ্যনীতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাক্ষী হতে চলেছে।এনডিএ-র এই জয়ের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বারবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। জোট পরিবর্তন, দলবদল, রাজনৈতিক বোঝাপড়া-বহু ঘটনাপ্রবাহের পরে অবশেষে স্থিতিশীলতার দিকে এগোচ্ছে রাজ্য। এই প্রেক্ষাপটে নীতীশের দশমবার ক্ষমতায় ফেরা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।অজিত পওয়ারের উপস্থিতি সেই বার্তাকেই আরও দৃ। করল-এনডিএ-র জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব বিহারের রাজনীতিকে এখন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। পওয়ারের বক্তব্য শুধু সমর্থনের ইঙ্গিত নয়, বরং রাজনৈতিকভাবে এনডিএ-র ঐক্য ও শক্তি প্রদর্শনের প্রতীকও বটে।দিনের শেষে স্পষ্ট-বিহারের রাজনীতি একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল। জনগণের রায়, রাজনৈতিক জোটের দৃঢ়তা, আর নীতীশের অভিজ্ঞতা-এই তিন শক্তির ওপর ভরসা করেই এগিয়ে চলবে আগামী দিনের বিহার। এই শপথ শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং ভবিষ্যতের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার। এবং এই অঙ্গীকারই বৃহস্পতিবার গান্ধী ময়দানকে পরিণত করল এক ঐতিহাসিক সাক্ষীতে কথা বলতে পারেন বলে জানা যায়।

এসআইআর ইস্যুতে সীমান্ত রাজনীতির উত্তাপ, বাংলাদেশের সব চেকপোস্ট খুলে দেওয়ার দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃরাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে যখন উত্তেজনা চরমে, তখন সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে দেখা যাচ্ছে ভিনরাজ্য ও ভিনদেশি বাসিন্দাদের বড়সড় নড়াচড়া। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা, স্বরূপনগর-সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে এসআইআর শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশগামী মানুষের ভিড় চোখে পড়ছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি নিয়ে তপরতা বাড়ানো হলেও রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত। আর এই আবহেই বৃহস্পতিবার সকালে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা ও সাংসদ দিলীপ ঘোষ।সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে তিনি বলেন, এসআইআর তো দেশজুড়ে চলছে। কিন্তু কোথাও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এখানেই মানুষ মারা যাচ্ছে, বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে। এরপরই তিনি সীমান্তে বিএসএফ-কে নিয়ে তাঁর পরামর্শে ফের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তাঁর কথায়, আমার মতে বিএসএফ-এর উচিত বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত চেকপোস্ট খুলে দেওয়া। যারা বাংলাদেশে যাচ্ছে, তাদের সেখানেই রেখে আসা উচিত। কিন্তু আর ফিরে আসতে দেওয়া উচিত নয়। এখনই বাংলার জনসংখ্যা ১০ থেকে ২০ লক্ষ কমানোর সুযোগ।বিজেপি নেতার এই মন্তব্য মুহূর্তে রাজনৈতিক তরঙ্গ তুলেছে। কড়া নিরাপত্তায় আবদ্ধ আন্তর্জাতিক সীমান্তে চেকপোস্ট খুলে দেওয়ার দাবি এবং মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণে এমন কঠোর অবস্থান-উভয়ই নতুন করে বিতর্ক বাড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় হঠাৎ মানুষের ভিড় এবং বাংলাদেশগামী প্রবণতা এসআইআর-কে কেন্দ্র করে ভয়ের পরিবেশকেই স্পষ্ট করছে। এদিকে, তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করছে এবং বিভাজনমূলক ভাষায় সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করতে চাইছে।রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসআইআর কার্যক্রম চললেও পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতি যে অন্য রূপ নিয়েছে, তার ইঙ্গিত মিলছে স্থানীয় প্রশাসনের নথিপত্রে। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে নথিবিহীন ব্যক্তিদের কার্যত সীমান্তের দিকে পাড়ি দিতে। স্বরূপনগর সীমান্তে সম্প্রতি এমন ঘটনা নজরে আসে, যেখানে বহু মানুষ বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এই পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে বরাবরই অভিবাসন, জনসংখ্যা কাঠামো এবং সীমান্ত নিরাপত্তা-এই তিন ইস্যু নিয়ে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, যা জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। তাদের মতে, এসআইআর সেই বাস্তবতাকে নতুনভাবে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। অপরদিকে, শাসক দল তৃণমূল এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে এসেছে এবং বলেছে-এটি বিজেপির পুরনো রাজনৈতিক কৌশল, ভোটের আগে আতঙ্ক তৈরির রণনীতি।দিলীপ ঘোষের কড়া মন্তব্যে সেই রাজনৈতিক উত্তাপ অনেকটাই বে।ছে। তাঁর বক্তব্য যে শুধুই রাজনৈতিক প্রতীকী মন্তব্য নয়, বরং প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকেও চাপ তৈরি করছে, তা বলাই বাহুল্য। বিএসএফ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকলেও চেকপোস্ট খোলা বা বন্ধ করার মতো সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। তাই তাঁর এই বক্তব্য কতটা বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর হতে পারে, সে প্রশ্নও উঠছে।তবে দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে রয়েছে আরও গভীর রাজনৈতিক বার্তা। জনসংখ্যা কমানোর মতো মন্তব্য রাজনৈতিক ভাষ্যে বেশ অভূতপূর্ব এবং তাতেই বিরোধীদের তোপ আরও তীব্র হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এসআইআর-কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক ছড়ানো রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষের স্বাভাবিক চলাচল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে।অন্যদিকে, বিজেপির একাংশ মনে করছে, এসআইআর-এর আবহে যে বাস্তব চিত্র সামনে এসেছে, তা years of unchecked infiltration-এর ভয়াবহতা দেখিয়ে দিয়েছে। তাদের মতে, সীমান্ত এলাকায় জনসংখ্যা পরিবর্তন এবং ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে, যা এবার আরও স্পষ্ট হয়েছে। দিলীপ ঘোষের বক্তব্যকে তারা বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন হিসেবেই দেখছেন।বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলির একটি। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আইনানুগভাবে চেকপোস্ট ব্যবহার করেন। দুই দেশের বাণিজ্য, চিকিসা, পারিবারিক যোগাযোগ-সব ক্ষেত্রেই চেকপোস্টগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে চেকপোস্ট ' খুলে দেওয়া' এবং ' আসা বন্ধ' করার মতো প্রস্তাব নিঃসন্দেহে নীতি ও আইন উভয়ের দিক থেকেই অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রশাসনিক দিক থেকে এমন সিদ্ধান্ত কীভাবে সম্ভব-সেটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। এসআইআর-এর কাজ চলবে আরও বেশ কয়েক সপ্তাহ। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নথিবিহীন বাসিন্দাদের পরিচয় যাচাই, ঠিকানা মিলিয়ে দেখা, অভিযোগ নিষ্পত্তি-এসব চলবে। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপ যে এর মধ্যেই চরমে পৌঁছেছে, তা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিল। এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বাংলার সীমান্ত রাজনীতি যে আরও তীব্র ও জটিল হতে চলেছে, তার ইঙ্গিত বৃহস্পতিবার সকালেই দিয়ে গেল এই বিতর্কিত মন্তব্য বলে জানা গিয়েছে খবর সূত্র থেকেতা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিল। ।

ভারত-বিরোধী প্রতিবেদনের অভিযোগে কাশ্মীর টাইমসের জম্মু অফিসে এসআইএ-র অভিযান

জম্মু, ২০ নভেম্বর ঃকাশ্মীরের সংবাদমাধ্যম অঙ্গনে বৃহস্পতিবার তৈরি হল তীব্র চাঞ্চল্য। ' কাশ্মীর টাইমস'-এর জম্মু অফিসে হানা দিল স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এই বিশেষ তদন্তকারী শাখা অভিযোগ করেছে, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিএকে বা পাক অধিকৃত কাশ্মীর) থেকে পাঠানো ভারত-বিরোধী বহু প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদপত্রে। শুধু তাই নয়, সেই প্রতিবেদনগুলির লেখকের নামও স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে বলে জানানো হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রচারের মামলা দায়ের করেছে এসআইএ।বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জম্মুর প্রীতিনগর এলাকায় কাশ্মীর টাইমস অফিসের সামনে বা।তে থাকে জোরদার পুলিশি কার্যকলাপ। এরপরই এসআইএ-র একটি বিশেষ দল অফিসে ঢুকে পা। এবং দীর্ঘ সময় ধরে শুরু হয় তল্লাশি। আধিকারিকরা জানান, দেশবিরোধী কার্যকলাপকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পিএকে থেকে প্রচারিত লেখাকে প্ল্যাটফর্ম দেওয়া-এই দুই অভিযোগ এই তদন্তের মূল ভিত্তি। এসআইএ-র দাবি, এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।একজন সিনিয়র তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা অত্যন্ত গুরুতর। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করছি। অফিসের নথি, কম্পিউটার, ডিজিটাল রেকর্ড-সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কাশ্মীর টাইমস ছাড়াও সমস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং লেখকদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।তল্লাশির সময় অফিসে উপস্থিত কর্মীরা প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ ও এসআইএ আধিকারিকদের নির্দেশে তারা স্থানের বাইরে চলে আসেন। তদন্তকারীরা একাধিক কম্পিউটার হার্ডড্রাইভ, ফাইল এবং নথিপত্র

বিহারে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নীতীশ, ডেপুটি হলেন সম্রাট ও বিজয়

পাটনা, ২০ নভেম্বরঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। এই নিয়ে ১০-বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন জেডিইউ প্রধান। বৃহস্পতিবার পাটনার গান্ধী ময়দানে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। এছাড়াও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় কুমার সিনহা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ এনডিএ-র শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে জমজমাট ছিল পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দান। বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সবাই নীতীশ কুমারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।নীতীশ ছাড়াও মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ২৫ জন বিধায়ক। শপথগ্রহণ করেছেন আগের মন্ত্রিসভায় নীতীশের দুই ডেপুটি, বিজেপির বিজয় সিন্হা এবং সম্রাট চৌধুরি। একটি সূত্রের দাবি, এ বারও এই দু'জনকেই উপমুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ এনডিএ-র ছবি তুলে ধরতে শপথ গ্রহণের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু, এলজেপি (আর) নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম)-র নেতা জিতনরাম মাঝি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপিশাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা প্রমুখ।বৃহস্পতিবার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন জেডিইউ-র বিজয়কুমার চৌধুরি, বিজেন্দ্রপ্রসাদ যাদব, শ্রেয়ান কুমার, অশোক চৌধুরি, লেসি সিং, মদন সাহনি, সুনীল কুমার এবং মহম্মদ জামা খান। বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে সম্রাট এবং বিজয় ছাড়াও শপথগ্রহণ করেন দিলীপ জয়সওয়াল, মঙ্গল পান্ডে, সঞ্জয় সিংহ টাইগার, রমা নিষাদ, অরুণশঙ্কর প্রসাদ, রামকৃপাল যাদব, নীতিন নবীন এবং সুরেন্দ্রপ্রসাদ মেহতা। জিতনরামের দল হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার তরফে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন সন্তোষ সুমন।

অনির্দিষ্ট কাল বিল আটকে রাখা ঠিক নয়, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ কোনও বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না-দিলে সেটি ফের বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে। রাজ্যপাল বিল আটকে রাখতে পারবেন না। ' প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই পর্যবেক্ষণের কথা জানাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি ছাড়াও সাংবিধানিক বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি এএস চন্দরকর। প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, রাজ্যপালকে কত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেই সময়সীমাও আদালত নির্ধারণ করে দিতে পারে না।রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কত দিনের মধ্যে কোনও বিলের অনুমোদন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা আদালত ঠিক করতে পারে না বলে বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টি আদালতের বিচার্য নয় বলেও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। প্রধান বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের সামনে তিনটি বিকল্প রয়েছে। প্রথমত, বিলে সই করা। দ্বিতীয়ত, বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। তৃতীয়ত, বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া।

যাত্রীদের অননুমোদিত লেভেল ক্রসিং অতিক্রমে সতর্ক থাকার আহ্বান

কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ শিয়ালদা বিভাগ যাত্রীদের অননুমোদিত লেভেল ক্রসিং অতিক্রমে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। কলকাতা, সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করতে এই আবেদন।রেলের তরফে বলা হয়েছে, রেল লাইন পারাপারের অননুমোদিত, ক্রমাগত এবং বিপজ্জনক অভ্যাস সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেখা গেছে যে কিছু ব্যক্তি অননুমোদিত লেভেল ক্রসিং ব্যবহার করছেন, যা সরাসরি জীবন ও সম্পত্তির জন্য হুমকিস্বরূপ।রেল লাইনে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ আপনাকে দ্রুতগামী ট্রেনের সরাসরি ধাক্কার আশঙ্কার মুখে ফেলে দেবে। এই অভ্যাসে মৃত্যু এবং গুরুতর আহতও হতে পারেন, যার ফলে সরাসরি মূল্যবান মানব জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।উদ্ভূত ঘটনাগুলি রেলওয়ে অবকাঠামো এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে, পরিষেবা ব্যাহত করতে পারে এবং হাজার হাজার অন্যান্য যাত্রীকে প্রভাবিত করতে পারে।অবৈধভাবে রেল লাইন পার হওয়া কেবল একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ নয় এটি আইনের একটি গুরুতর লঙ্ঘন। ভারতীয় রেল আইনের অধীনে অননুমোদিত প্রবেশ বা রেল লাইন পার হওয়া কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কুনোয় পাঁচটি চিতা শাবকের জন্ম

ভোপাল, ২০ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো অভয়ারণ্যে পাঁচটি শাবকের জন্ম দিল ভারতে জন্মানো মুখী নামের একটি চিতা বাঘ। কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ঐতিহাসিক মাইলফলক! ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিতা মুখী পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছে।মা ও শাবকদের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-ও। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ভারতের চিতা পরিবার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে আমাদের মধ্যপ্রদেশের গর্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে! প্রথম ভারতে জন্মগ্রহণকারী চিতা বাঘ মুখী কুনোয় পাঁচটি শাবক জন্ম দিয়েছে। এটি প্রজেক্ট চিতার জন্য একটি গর্বিত পদক্ষেপ। এটি একটি সুন্দর, অভূতপূর্ব সাফল্য, যা আমাদের দেশের বন্যপ্রাণের ঐতিহ্যকে মজবুত

মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপঃভারতের কাছে হারলো বাংলাদেশ

মিরপুর, ২০ নভেম্বর ঃ বুধবার মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত বাংলাদেশকে ৪৩-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়েছে।থাইল্যান্ডকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপের মিশন শুরু করে ভারত। তাদেরকে ৬৫-২০ পয়েন্টে হারায় ভারতীয় মেয়েরা। এবার স্বাগতিকদের ব। ব্যবধানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল ভারত।ভারতের বিপক্ষে শুরু থেকেই চাপে ছিল বাংলাদেশ। ১০ মিনিটের মধ্যে ভারতের মেয়েরা ব্যবধান করে ফেলে ১৬-৬ পয়েন্টে। এরপর বাংলাদেশ কিছুটা প্রতিরোধ গ।লেও ২৯-৮ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারতের মেয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ। এ অর্ধে ভারত তুলে নেয় ২৪ পয়েন্ট , বাংলাদেশ সেখানে তুলতে পারে মাত্র ১০ পয়েন্ট। বাংলাদেশকে বড় ব্যবধানে হারানোর পর ভারত অধিনায়ক ঋতু নেগি বলেছেন, 'ঢাকা থেকে ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।'

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার জীবনে, বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। এই সময়টি একটু অস্পষ্ট, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন করে তুলতে পারে। ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আপনার অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃষঃ আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। এরফলে আপনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মানসিক উত্তেজনা দিতে পারেন। মাঝে মাঝে শিশুসুলভ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়াই আপনার প্রধান উদ্বেগ এবং চাপের কারণ হবে।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক পরিবর্তন এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। একটি আনন্দময় পরিবেশ আপনাকে ঘিরে থাকবে, যা সামাজিক সংযোগ জোরদার করতে উৎসাহিত করবে। ব্যবসায় উন্নতি।

কর্কট রাশি ঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, যা আপনার দৈনন্দিন উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কন্যা ঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি খুব ইতিবাচক হবে। আপনার চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি সতেজ হবে, যা আপনাকে আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে চমকার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ঠ তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট - বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। সামাজিক জীবনেও অবহেলা করবেন না।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস চারপাশে একটি জাদুকরী পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি আপনার সম্পর্কের মধ্যে সুখ এবং সন্তুষ্টি অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ।

মকরঃবন্ধু বান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। ব্যবসায় উন্নতি হবে

কুম্ভঃ নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা।

মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে যা আপনার মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি কিছুটা

আবহাওয়া

শীতের আমেজ রয়েছে, বুধবারও স্বাভাবিকের নীচেই থাকল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিন ভোরে ভালোই ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, সকাল থেকেই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় এমনই আবহাওয়া। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছে ১৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ৭ দিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ফলে ঠান্ডাও কমবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, উত্তর ভারতের ঠান্ডা হাওয়ার প্রভাব কমেছে। কলকাতার বাতাসে ঢুকেছে জলীয় বাষ্প। ফলে বাড়তে পারে গরম, সে কারণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য হলেও বাড়বে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৪মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৪মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মিনিটে হতে পারে।

মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্লু লাইনে ব্যাহত যাত্রী পরিষেবা !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা মেট্রোয় ভরদুপুরে ফের বিপত্তি। বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটার দিকে কুঁদঘাট এলাকার নেতাজি মেট্রো স্টেশনে এক ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এর ফলে ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা দীর্ঘক্ষণ আংশিকভাবে বন্ধ থাকে। আপ ও ডাউন দুই লাইনে আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল সচল থাকে। তবে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে রবীন্দ্র সদন স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে ১০ মিনিটে নেতাজি স্টেশনে আপ লাইনে একটি চলন্ত মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন ওই ব্যক্তি। তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু এই ঘটনার পরেই বিরাট অংশে মেট্রো চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সক্রিয় রাখা হয় ব্লু লাইনের পরিষেবা। তবে ঘণ্টাদেড়েক পরে আবার স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবা। মেট্রোয় আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তা ঠেকাতে মেট্রোর তরফে একাধিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রচার চালানো হচ্ছে। নতুন লাহঙ্গনে স্টেশনে বসানো হয়েছে গেটও। কিন্তু এরপরেও আত্মহত্যার ঘটনা যে ঠেকানো সম্ভব হয়নি, এই ঘটনাই প্রমাণ। বলে রাখা প্রয়োজন, গত পাঁচ বছরে কলকাতা মেট্রোয় কতজন আত্মহত্যা করেছেন? তা মার্চ মাসে কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাংসদ মালা রায়। পরিসংখ্যানে রেল মন্ত্রক জানিয়েছিল, ২০২০ সালে কলকাতা মেট্রোয় আত্মহত্যা করেছিলেন এক জন। ২০২১ সালে কোনও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি। ২০২২ সালে পাঁচ জন আত্মহত্যা করেছিলেন মেট্রোয়। ২০২৩ সালে চার জন। ২০২৪ সালে এই আত্মহত্যার সংখ্যাটা সর্বাধিক হয়ে দাঁড়ায়। ২০২৪ সালে মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ৭ জন। ২০২৫ সালের দুমাসেই (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) দু'জন আত্মহত্যা করেছেন। তারপরেও কলকাতা মেট্রোতে চলতি বছরে একাধিকবার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

এস.আই.আর. ক্যাম্পে ধস্তাধস্তি ! 'বিজেপি-সিপিএমের উস্কানি'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর। আমজনতার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা দেখতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প খোলা হয়েছে। অভিযোগ, সিউড়ির এসআইআর ক্যাম্পে সাংসদ শতাব্দী রায়ের সামনেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। উড়ে আসে জুতোও। ফলে পরিস্থিতি মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে সাংসদের দাবি, এই অশান্তির নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘাত। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংটে গ্রামের ক্যাম্পে এসআইআর নিয়ে আলোচনা সভা ছিল। অভিযোগ, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর একাংশ একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তৃণমূলেরই ২ পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাংসদ অভিযুক্ত বলরাম বাগদিকে নিজের গাড়িতে তুলে নেন। এতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। লাঠি, বাঁশ নিয়ে ছুটে যায় একদল। ছোড়া হয় জুতো, যা গিয়ে পড়ে সাংসদের গাড়িতে। সব মিলিয়ে ধুন্ধমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও সাংসদের দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি ও সিপিএম। বিরোধী দলের কর্মীরাই এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ভোটে এর প্রভাব পড়বে না বলেও সাফ জানিয়েছেন শতাব্দী। উল্লেখ্য, সিউড়ির ২ নম্বর ব্লকে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব নতুন নয়। ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের ঘনিষ্ঠ, আর অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদি দীর্ঘদিন ধরে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ এক নেতার রাজনৈতিক সান্নিধ্যে ছিলেন। গত কয়েক বছরে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলেই জানা গেছে।

এসআইআর আতঙ্কে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা বৃদ্ধের !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এসআইআর আতঙ্কে রেল লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক বৃদ্ধ। বুধবার রাতে বেলঘরিয়ার সিসিআর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটে এই ঘটনা। গুরুতর আহত অবস্থায় অশোক সর্দারকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁর একটি পা কেটে দিতে হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা রীতিমতো সঙ্কটজনক। পরিবারের দাবি, ৬৩ বছর বয়সী অশোক সর্দার এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল না। এটি জানতে পেরে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কী করবেন বা কোথায় যাবেন তা বুঝতে না পেরে মানসিক চাপে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দাবি পরিবারের। বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলায় এসআইআর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ঘোষণার পর থেকেই জনমানসে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিণতি মর্মান্তিক। দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কে ইতিমধ্যেই অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বিএলওরা কাজের চাপে আত্মহত্যা করছেন, এমন অভিযোগও উঠছে। এর মধ্যেই এই ঘটনা। জানা যাচ্ছে, কামারহাটি পুরসভার প্রফুল্ল নগর লো ল্যান্ডের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা অশোক সর্দার। পেশায় একজন রিক্সাচালক। এস. আই. আর. ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আতঙ্কে ছিলেন। অশোক সর্দারের মেয়ে চৈতালি সরকার বলেন, 'কদিন ধরেই বাবা বারবার বলছিল, আমার কোনও নথি নেই। দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে না তো। সেই চিন্তার থেকেই এমনটা করতে পারে।'

'অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন' ক্যামেরা উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ তহবিলের অর্থানুকূল্যে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে 'অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন' ক্যামেরা এবং সিসিটিভি'র উদ্বোধন হলো হাওড়ায়। প্রায় ৫০ লক্ষ (৪৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৩০ টাকা) টাকা ব্যয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে 'অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় নম্বর-প্লেট স্বীকৃতি প্রযুক্তির ১৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং শহরে আরও নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরার শুভ সূচনা হলো। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার শরৎ সদনে হাওড়া সিটি পুলিশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এর ডিজিটালি সূচনা করেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা। জানা গেছে, নিরাপত্তা জোরদার করতে যেমন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, তেমনই এর পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় নম্বর-প্লেট স্বীকৃতির ক্যামেরার মাধ্যমে ট্র্যাফিক আইন প্রয়োগ, অপরাধমূলক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ, পার্কিং নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে। এই ক্যামেরাগুলো ছবি থেকে গাড়ির নম্বর প্লেট সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাওড়া সিটি পুলিশ যেভাবে শহরের নিরাপত্তা জোরদার করতে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। সিটি পুলিশের এই উদ্যোগে সবসময় পাশে থাকব।

এক বছরেরই পক্সো মামলার রায়; যৌন নির্যাতনে অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ড !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফের আদালতের সাফল্য। এক বছরের মধ্যেই পক্সো আইনে অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় আদালত যুবককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছেন। এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা এবং সেই প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে দোষী যুবক। ঘটনাটি ঘটে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পারুলিয়া কোস্টাল থানা এলাকায়। যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ এবং পুলিশি সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং সরকারি আইনজীবীর তৎপরতায় আদালত অল্প সময়ের মধ্যেই এই সাজা ঘোষণা করেছে। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, দোষী সাব্যস্ত ওই যুবকের নাম রহিদুল আদলদার। পারুলিয়া কোস্টাল থানা এলাকার এক নাবালিকাকে বছরখানেক আগে প্রলোভন দেখিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে রহিদুলের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়। রহিদুলের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, নির্যাতনের কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে রহিদুল ওই নাবালিকাকে একাধিক পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করে। ওই নাবালিকার বাবা বাইরে থাকেন। গৃহ পরিচারিকা মা পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানান। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার ৫২ দিনের মাথায় ডায়মন্ডহারবার আদালতে চার্জশিট জমা করে পুলিশ। আদালত এক বছরের মধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছর সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে। পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নিগৃহীতাকে ৩ লক্ষ টাকা সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অপরাধীর বিচার সম্পন্ন হওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনার তদন্তে যুক্ত সকল পুলিশ কর্মকর্তা এবং সরকারি আইনজীবীদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জীবিত মেয়ের নামে 'ডেথ সার্টিফিকেট' বের করেছেন তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই অদ্ভুত সব অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। ১০০ বছর বয়সী ব্যক্তি, যিনি দেশের বা রাজ্যের প্রায় সব নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, সেই ব্যক্তিরও নাম নেই তালিকায়! এবার সামনে এল এক অদ্ভুত অভিযোগ। জীবিত থাকা সত্ত্বেও 'মৃত' বলে এনুমারেশন ফর্ম পাননি এক মহিলা। এমন অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলার বাবা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোপালগঞ্জের ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা শাহদুল লস্কর। ওই এলাকারই এক তৃণমূলকর্মীর নামও শাহদুল লস্কর। মামলাকারী শাহদুলের অভিযোগ, তৃণমূল নেতা শাহদুল তাঁর মেয়ের নামে একটি ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়েছে। মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখিয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে ওই তৃণমূল নেতা, এমন অভিযোগের কথাই জানিয়েছেন আইনজীবী। এখন সমস্যা হল, ওই তৃণমূল নেতার মেয়ের আধার কার্ড, রেশন কার্ড সবই বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় বাবা। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। ইস্যু করা ডেথ সার্টিফিকেট বাতিল করে পুরনো ভোটার কার্ড সহ বাকি নথি চালু করার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট।

মিডডে মিলের খাবার পরিদর্শনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়াদের হাতে খাবার তুলে দিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। তারা নিজে ও রাধুনীদের রান্না করা খাবার খেলেন। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারী আধিকারিক দের বারবার বলেছেন ঘরে বসে থাকলে হবেনা। স্কুল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শন যান। তাদের সমস্যার কথা শুনুন। সঠিকভাবে পরিষেবা পৌঁছে দিন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সাথে নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের মিডডে মিলে পড়ুয়াদের রান্না করা খাবার পরিদর্শনে যান। রান্না করা ভাত তরকারী খাবার পড়ুয়াদের মধ্যে নিজ হাতে বিলি করেন। রাধুনীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। রান্নাঘর ও স্টোর রুম ঘুরে দেখেন। খাবারের গুনগতমান বিচার করতে নিজে আহার করেন পড়ুয়াদের সাথে। প্রতিদিনের রান্না করা খাবারের ভালো মন্দ কথা শোনেন পড়ুয়াদের কাছে থেকে। সবাই হতবাক বিদ্যালয়ের মিডডে মিলে রান্না আচমকাই পরিদর্শনে। ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় সহ মিডডে মিলে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকরা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুকুমার সিং, শ্যামল দে, প্রমুখ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলিতে মিডডে মিলে রান্নার গুনগতমান পরীক্ষা করতে এই আচমকাই পরিদর্শন। সারা বছরই ব্যারাকপুর ২ ব্লকের ছয়টি পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলিতে মিডডে মিলে রান্না পরিদর্শনে যাওয়া হয়। সেই মোতাবেক লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলে মিড ডে মিলের রান্না পরিদর্শন। বিদ্যালয়ের প্রচুর ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। প্রতিদিন ই গড়ে প্রায় সাড়ে চারশ ছেলে মেয়েদের মিডডে মিলে রান্না করে খাবার দেন দায়িত্ব প্রাপ্ত রাধুনিরা।বাড়ির খাবারের মতো উৎকৃষ্ট মানের সুস্বাদু খাবার। রাধুনীদের রান্না যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের। সবাই তৃপ্তি করে সুস্বাদু খাবার খেয়েছেন। রাধুনীদের সাথে কথাবার্তা বলেছি। কোন সমস্যা নেই। সকলের খাবারে কোন অসুবিধা আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তারাও প্রতিদিনের খাবার খেয়ে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সজাগ এই বিষয়টির প্রতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেটা চাইছেন স্বপ্নটা সফল হয় দলের সৈনিক হিসেবে সেই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছি মাত্র। সবাই মিলে কাজ করে পরিষেবাটা পরিপূর্ণ ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করে চলেছি।

ভোটের আগে কাজ নয় ! ঠিকাদারদের সতর্ক শুভেন্দুর, পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টেন্ডারের নথি সামনে রেখে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী;নির্বাচনের আগে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে না। তাঁর পরামর্শ, ঠিকাদাররা এই সময়ে নতুন কোনও কাজ না নেওয়াই ভালো, কারণ কাজ করলেও টাকা মিলবে না। তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হবে, ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি থমকে যাবে এবং ঠিকাদাররা এক টাকাও পাবেন না। শুভেন্দু বলেন, ''রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ৯,১১৪টি স্কিমে টেন্ডার চলছে। ২১দিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার বেরোবে। ৭ হাজার কোটি টাকা রাজ্যের তহবিল রয়েছে বলে বলা হলেও বাজেটে এজন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ নেই। ভোটের আগে জোর করে কাজ করাতে চাইছে। তাই ঠিকাদারদের বলছি কাজ নেবেন না। কোনও পেমেন্ট পাবেন না।'' এরপরই বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, ''বিজেপি আসছে। রাজ্যের পুনর্নির্মানের দায়িত্ব আমাদের।'' রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে ঠিকাদারদের নিষেধ করা নিয়ে বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কুণাল বলেন, ''রাজ্য সরকার উন্নয়ন-পরিকাঠামোর কাজ করবে। মানুষের উপকার হবে। সেখানে বিরোধীদের কাজ হচ্ছে দিল্লিতে গিয়ে ১০০দিনের কাজের বরাদ্দ বন্ধ করে আসা। টাকা না এলে কার ক্ষতি। সামনে ভোট আছে বলে কি উন্নয়নের কাজ হবে না।'' বিরোধী দলনেতার এহেন মন্তব্য নিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ''পুরসভা যদি ঠিকাদারদের মাধ্যমে চলে উনি (শুভেন্দু) বলে থাকেন, তাহলে উনিও তো সাংসদ ছিলেন। ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করাতেন?'' অন্যদিকে, শুভেন্দুর অভিযোগ, হাজার হাজার কোটি টাকার কাটমানি নিয়ে ঠিকাদারদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্রোকারদের ছবিও বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন। এদিন এসআইআর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফের রাষ্ট্রপতি শাসনের হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। স্বচ্ছভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া হতে না দিলে আগামী দিনে রাজ্যে যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে, এই হুঁশিয়ারি ফের দিয়ে তাঁর বক্তব্য, ''আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন দাবি করছি না। আমরা শুধু ফ্রি আর ফেয়ার নির্বাচনের কথা বলছি। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন না হলে সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ হবেই।'' এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''যতবার রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা মুখে আনবেন এরা জানেন গো-হারা হারবেন। বঞ্চনা-প্রতিহিংসার প্রশ্নে হারবে বিজেপি। সে কারণেই রাষ্ট্রপতি শাসন করতে হবে। তৃণমূল এসবে ভয় পায় না। যেদিন ভোট হবে আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে ফিরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' এদিকে, বিজেপির রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু অধিকারী আরও দাবি করেন, তৃণমূলের হাতে পৌঁছনো রিপোর্ট অনুযায়ী এস. আই. আর. প্রক্রিয়ার ফলে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ নাম বাদ পড়তে পারে। সেই আশঙ্কাতেই সরকার পুলিশকে ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তাঁর। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, আগামী ৭ ডিসেম্বর পুলিশের বদলির তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। পরে বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়ার দাসনগরে 'একতা যাত্রা'-য় যোগ দেন শুভেন্দু।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দ্বিতীয় হুগলি সেতু ফের বন্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যাত্রী সুরক্ষায় কেবল পরিবর্তন সহ অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতু আরও এক দফায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এই সেতুর উপর দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করবে না বলে কলকাতা পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এই সময়ে সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান হয়েছে।

সুতি থেকে উদ্ধার পরিমাণ কাশির সিরাপ, গ্রেপ্তার ১

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ নাকা তল্লাশি চালানোর সময় বিপুল পরিমাণ কাশির সিরাপ উদ্ধার করল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার গভীর রাতে সুতি থানার অন্তর্গত চাঁদের মোড়ের কাছে টোল প্লাজায় নাকা তল্লাশি চালায় পুলিশ । সেখানে একটি ছোট চার চাকার গাড়িকে আটক করে তাতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ১১৯২ বোতল কাশির সিরাপ। তখনই পুলিশ গাড়ি চালক মহম্মদ হাকিম শেখকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তি মালদার কালিয়াচক থানার যদুপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার ওই ব্যক্তিকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। এসডিপিও (ফরাক্কা) শেখ শামসুদ্দিন বলেন,' বুধবার সুতি থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণ কাশির সিরাপ পাচারের চেষ্টা করছে। সেই খবরের উপর ভিত্তি করে সুতি থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল বুধবার গভীর রাতে চাঁদের মোড়ের কাছে টোল প্লাজায় নাকা তল্লাশি চালায়। সেখানে একটি ছোট চার চাকার গাড়িতে তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় মোট ১১৯২টি বোতলে কাশির সিরাপ। এই বিপুল পরিমাণ কাশির সিরাপ একসঙ্গে মজুত করার অপরাধে ওই গাড়ির চালক মহম্মদ হাকিম শেখকে গ্রেপ্তার করেছে সুতি থানার পুলিশ।।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নামকরা কোম্পানির তৈরি এই কাশির সিরাপ বাংলাদেশে বহু ব্যক্তি নেশার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

সড়ক নিরাপত্তার দাবিতে রাস্তা অবরোধ

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান ঃ বেপরোয়া গতির জেরে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত পূর্ব বর্ধমানের মেমারী। প্রাণহানির ঘটনাও বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। সেই পরিস্থিতিতে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার রাস্তা অবরোধে নামে গন্তার এলাকার ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার মেমারী থানার শংকরপুর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক যুবকের। আজ সকালে গন্তার স্কুলের এক ছাত্রও অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। এর পরই উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। গন্তার বি.এম. হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে স্থানীয় গ্রামবাসী; সকলেই মেমারি, মালডাঙ্গা রোডে বেঞ্চ বসিয়ে অবরোধ করেন। তাদের দাবি, এলাকায় ছোট ছোট স্পিড ব্রেকার বা হাম্প তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্পিড ব্রেকারের দাবি জানানো হলেও প্রশাসনের তরফে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই আজকের এই পথ অবরোধে নামতে হলো তাদের। সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা কমাতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে গন্তারবাসী।

এস.আই.আর.-এর কাজ ভালোভাবে চলছে ঃ আধিকারিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে এস আই আর এর কাজ ভালোভাবে চলছে এবং তা নিদৃষ্ট সময়েই শেষ হবে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরঅয়াল জানিয়েছেন। এস আই আর এর কাজ স্থগিত করতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নির্বাচন কমিশনারের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে তিনি আজ মালদায় বলেন এটা স্থগিত করা হবে কিনা সেটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। সিইও শুধু নির্দেশ পালন করে মাত্র।

সুন্দরবনের কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র সাজিয়ে তোলা হচ্ছে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি ঃ শীত পড়ে গেছে, আর শীত মানেই বেড়ানো।আর সুন্দরবনে বেড়ানোর মজাটাই আলাদা। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার কুলতলি। আর এবার কুলতলির বিধায়কের উদ্যোগে সেজে উঠছে কুলতলি। সুন্দরবনের কুলতলির কৈখালি রাজ্যের অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র। প্রায় সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে এই কৈখালিতে। কিন্তু জামতলা থেকে কৈখালি যাওয়ার যে ১২ কিলোমিটার রাস্তা আছে তা দীর্ঘ বেহাল অবস্থায় ছিলো। যার কারণে পর্যটক থেকে শুরু করে সুন্দরবনবাসীদের কাছে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ রাস্তা দিয়ে শীতের ভরা মরশুমে বহু পর্যটকের আনাগোনা হয়। তার উপরে শীত পড়তে শুরু করেছে এই রাস্তা দিয়ে চলবে নানা ধরনের গাড়ি থেকে পর্যটকদের আশা শুরু হবে। তার ঠিক আগেই স্থানীয় বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের প্রচেষ্টায় এই পিচের রাস্তাটি নবরূপে সজ্জিত হচ্ছে। কুলতলির কৈখালি যেমন আকর্ষণীয় পর্যটকদের কাছে, তেমনই মানুষের মন কাড়ছে দিনের পর দিন। কংক্রিটের নদী বাঁধ গভীর অরণ্য, ভিন্ন প্রজাতির পাখির কুজন সকালে সন্ধ্যায়। অরণ্য, নদীবক্ষে বিলাসবহুল নৌকা নিয়ে ঘোরা এবং আর কী নেই এখানে। এখানে রামকৃষ্ণ আশ্রম আছে। এখানে একাধিক গেস্ট হাউসে বাইরের পর্যটকদের থাকার মনোরম পরিবেশ আছে। তেমনই সন্ধ্যাকালীন এই আশ্রমের সন্ধ্যারতি সত্যি মানুষকে টানে। তার উপরে বারে বারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের লুকোচুরি আলাদা মাধুর্য। দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে তাই উচ্ছ্বসিত পর্যটক থেকে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা খুবই আনন্দিত। নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে কৈখালির স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কৈখালির পর্যটক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। এ ব্যাপারে বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, কুলতলির কৈখালি সুন্দরবনের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। তাই এই এলাকাকে সাজিয়ে তুলছি যাতে পর্যটকদের ভ্রমনে কোনো অসুবিধা না হয়। আমরা মানুষের পাশে থেকে এই ধরনের কাজ করি। আমি চাই কৈখালির মনোরম পরিবেশে আসুন সকলে, ভ্রমণ করুন, আনন্দ উপভোগ করুন।

পাথরপ্রতিমায় দুষ্কৃতী তাণ্ডবে পুড়ল বিডিওর গাড়ি সহ একাধিক গ্রামবাসীদের বাড়ি !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাতের অন্ধকারে পাথরপ্রতিমা এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব! একের পর এক দোকান ও বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্থানীয়দের দাবি, পাথরপ্রতিমার বিডিওর গাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি, এই ঘটনা একজন দুষ্কৃতীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ফলে দুষ্কৃতীদের খোঁজে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে তল্লাশি। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা। তিনি জানান, দপাথরপ্রতিময় এমন ঘটনা ঘটা বিস্ময়কর। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা কারা ঘটালো তার কোন সূত্র মেলেনি। পুলিশ তদন্ত করছে।দ স্থানীয়দের দাবি, তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত একটা। হঠাৎ করেই তাঁরা দেখতে পান দুর্গা গোবিন্দপুর স্কুল মোড় এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকান একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলছে। যা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরমধ্যে স্থানীয় মানুষজন দেখেন, কিছুটা দূরে বিডিওর গাড়িচালক অমরেশ গিরির বাড়ির সামনে থাকা বিডিওর গাড়িটিও পুড়ছে। স্থানীয় মানুষজনই প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি প্রায় একাংশ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়। ঘটনার কিছুটা দূরে গ্রামের ভিতরে স্থানীয় মানুষের একাধিক বাড়িতেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গোয়ালে থাকা দুটি গরু এবং দুটি মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে। এই ঘটনার কারণে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং মানুষজন আতঙ্কে রয়েছেন। তবে হামলার পেছনে কে বা কারা আছে তা নিয়েও পুলিশ আধিকারিকরা ধন্দে রয়েছেন।

চার দিনের জেলা নাট্য মেলা শুরু হলো জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ বিনোদনের এক অন্যতম মাধ্যম নাটক। আধুনিকতার যুগে মোবাইল নির্ভর, কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর কাজের তাগিদে মানুষ বইপত্র পড়া, নাটক দেখা থেকে সরে যাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় বৃহস্পতিবার থেকে চারদিনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা নাট্য মেলা শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী আয়োজনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার সহযোগিতায় পঞ্চবিংশ নাট্য মেলা শুরু হয়েছে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে। যার শেষ হবে রবিবার। চারদিনের এই নাট্য মেলায় ছটি নাটক মঞ্চস্থ হচছে। প্রথম দিন নষ্ট নটী, দ্বিতীয় দিন তুরস্কের রূপকথা ও নীল সোনা, তৃতীয় দিন নষ্ট তারার গল্প ও পান্থ পাখি এবং শেষ দিন হৃদপিণ্ড নাটক মঞ্চস্থ হবে। বৃহস্পতিবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা থেকে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে আয়োজনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই নাট্য মেলার শুভ সূচনা হয়। এদিনের এই শোভাযাত্রা পা মেলালেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে গিয়ে এই শোভাযাত্রা শেষ হয় এবং তারপরে প্রদীপ জ্বেলে এই নাট্য মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এদিন এই নাট্যমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, তপন কুমার মন্ডল, বন্দনা লস্কর, জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক অনন্যা মজুমদার, পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল সহ একাধিক কাউন্সিলার সহ একাধিক আধিকারিকগণ। এদিন সাংসদ বলেন, নাটকের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা বাড়ে ,জ্ঞান বাড়ে, নাটকের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। সবাই এগিয়ে আসুন নাটক দেখুন। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, মোবাইল আসক্ত সমাজে নাটকের শ্রোতা কমে গেছে। লাইব্রেরি আছে পাঠক নেই। জুতো থাকছে এসি রুমে আর বই পড়ে আছে ফুটপাতে। আসুন নাটক দেখুন, নাটককে ভালোবাসুন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫৭, সংখ্যা, শুক্রবার ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

শতবর্ষে সলিল চৌধুরী

সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরী নীল ধ্রুবতারা'- সুরকারের জন্মদিনে স্মৃতিচারণে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কিংবদন্তী সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার সলিল চৌধুরীর আজ ১০০ তম জন্মবার্ষিকী। ১৯২৫ সালে আজকের দিনেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে জন্ম হয় তাঁর। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তাঁর নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ভারতবাসীর মনে। সলিল চৌধুরী প্রায় ৭৫টির বেশি হিন্দি চলচ্চিত্র, ৪০টির বেশি বাংলা চলচ্চিত্র, প্রায় ২৬টি মালয়ালম চলচ্চিত্র, এবং বেশ কিছু মারাঠী, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাতি, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমনকী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও গান গেয়েছেন তাঁর কথায় ও সুরে। চলচ্চিত্র পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন - 'আমার খুব ফেভারিট মিউজিক ডিরেক্টর সলিল চৌধুরী। মুম্বইতেই আলাপ। তারপর থেকেই একটা যোগসূত্র শুরু হয় আমাদের। আমি পুজোর গান গাইতাম সেই সময়। নচিকেতা ঘোষের সুরে গেয়েছি, অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরে গেয়েছি। এমনকী এইচএমভি থেকে আমাকে সলিল চৌধুরীর সুরে গান করার কথা বলা হয়। আমি গেয়েছিলাম। চারটে গান গেয়েছিলাম ওঁর সুরে। 'যায় যায় দিন বসে বসে দিন...', 'বাজে ঝনন ঝনন...', 'ঝর ঝর মোর বক্ষের কাছে এসে থেমে গেছে...', 'তুমি আর কি বেদন মোরে হানবে...' গানগুলো খুব হিট হয়েছিল তখন। তিনি আরও বলেন, প্রায়ই গল্প আড্ডা হত আমাদের। আমার বাড়িতে পার্টি হলেও আসতেন সলিলদা। গানও গাইতেন। সুন্দর সম্পর্ক ছিল আমাদের। সলিলদা একজন জিনিয়াস। ভীষণ গুণী বললে কম বলা হবে। হেমন্তদার সঙ্গে সলিল চৌধুরীর গানগুলি অমর হয়ে আছে। 'রানার...', 'পালকি চলে', 'অবাক পৃথিবী'- গানগুলি চির অমর। তাঁর সব গানই অমর। অভিনেতা আরও বলেন- 'আমারও গানের 'যায় যায় দিন বসে বসে দিন'- গানটার রিমিক্স হয়ে গিয়েছে শুনলাম। ওই গানটায় ওঁর স্ত্রী সবিতা চৌধুরীও গলা দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। এরপরেই বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভাগ করে নেন রাহুল দেব বর্মন এবং সলিল চৌধুরীকে ঘিরে একটি স্মৃতি। তিনি বলেন, আর ডি বর্মন আমার হিন্দি ছবির গানে সুর করেছিলেন। উনি প্রায়ই রেকর্ডিং-এ সলিল দা'কে নিয়ে আসতেন। আর ডি আমাকে বলেছিলেন, সলিল'দা হলেন সুরের খাজানা। উনি সুরের জাদুকর, অনেক গাইডেন্স পাই সলিল দা'র কাছ থেকে। উনি পাশে বসে থাকলে ভরসা পাই। বিশ্বজিতের কথায়, বম্বের মিউজিশিয়ানরা সলিল চৌধুরীকে যমের মতো ভয় পেতেন। কোনও নোটেশন না দেখেই বাজিয়ে দিতে পারতেন পিয়ানো। ওঁর গানের একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। শুনলেই বোঝা যেত ওটা সলিল চৌধুরীর গান। লতা মঙ্গেশকর থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়- যাঁকে দিয়েই গান গাইয়েছেন সবই হিট হয়। প্রথম আধুনিক এবং জীবনমুখী গান উনিই তৈরি করেন। বাংলা র‍্যাপেরও স্রষ্টা উনিই। তিনি বলেন, খুব মনে পড়ে সলিল দা'কে। আমি কেন কোনও সঙ্গীত প্রেমীই ভুলবেন না তাঁকে। সঙ্গীতের অন্য দিশা দেখিয়ে দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। ফিল্ম ডিরেকশনও করেন সলিল দা। সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। সলিলদা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আইপিটিএ-তে Indian Peoples Theater Association যোগ দেন। সেই সময় তিনি গণসঙ্গীত লিখতেন এবং সুর করা শুরু করেন। এমন সব গান উনি রচনা করেছেন সেই সময়, যেগুলি চিরকাল মানুষ গাইবে। সঙ্গীতের দুনিয়ায় উনি নীল ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলজ্বল করবেন চিরকাল।

গবেষণায় স্বর্ণপদক লাভ

শিশুকাল থেকেই দুটো বিষয়ে নীলস বোর সকলের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। একটি গণিত, অপরটি মারামারি! গণিতে অসামান্য দক্ষতার জন্যই হয়তোবা ধীরে ধীরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠেন। আর পদার্থবিজ্ঞানেও তিনি দ্রুতই 'মাস্টার' হয়ে ওঠেন। কেমন মাস্টার? মাধ্যমিক স্কুলে পড়াকালীনই তিনি মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের ভুল শুধরে দিয়েছিলেন, একটি দুটি নয়, অনেকগুলো! আর গণিতের প্রতিভার মতোই তার স্বাস্থ্যও ছিল অস্বাভাবিকভাবে ভালো। গায়ে যেন ছিল অসুরের শক্তি! বইয়ের ভুল ঠিক করবার পাশাপাশি তিনি স্কুলের বখাটে ছেলেপেলেদেরও মেরে মেরে 'ঠিক' করতেন! ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। নীলস বোর তখন ২০ বছর বয়সী এক টগবগে যুবক। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি এই যুবকের আকর্ষণ তখন, জুলিয়েটের প্রতি রোমিওর আকর্ষণকেও হার মানাতো। এমন সময় 'দ্য রয়্যাল ড্যানিশ একাডেমি অব সায়েন্স' থেকে, তরলের পৃষ্ঠচাপ নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত সেরা গবেষণাপত্রের জন্য স্বর্ণপদক ঘোষণা করা হলো। এই প্রতিযোগিতাটি ছিল কেবল অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং উচ্চতর (পি.এইচডি) ডিগ্রির জন্য গবেষণারতদের জন্য। সেখানে স্নাতক পড়ুয়া বোর সিদ্ধান্ত নিলেন এই প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করবেন! নিজের প্রফেসর বাবার দ্বারা তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করালেন। ছেলের উদ্দীপনা দেখে চমৎকৃত হন বাবা ক্রিশ্চিয়ান বোর। তিনি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারটি বোরের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। বোর সেখানে পাগলের মতো দিন-রাত কাজ করতে শুরু করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলের এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমে চিন্তিত হয়ে পড়েন ক্রিশ্চিয়ান বোর। তিনি ছেলের প্রচেষ্টা এবং আগ্রহের প্রশংসা করেন, তবে গবেষণা থামিয়ে দিতে বলেন। তিনি তার গবেষণার অবশিষ্ট কাজটা সেরে ফেলতে চলে যান আত্মীয় বাড়ি। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে বোর তার গবেষণাপত্র জমা দিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

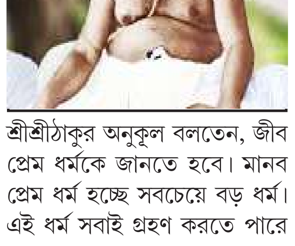

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করে। সেই কারণে শারীরিক শক্তির দরকার

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু ধর্ম করলেই হবে না। কর্ম করতে হবে। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ?

সলিল চৌধুরী সুরের আধুনিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেল বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীতপ্রেমীরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। সলিল চৌধুরীর 'কোনও এক গাঁয়ের বঁধু' গানটি শুনলেই কবিগুর রীবন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি জসিমুদ্দিন কথা মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং কবি জসিমুদ্দিন বাংলার প্রকৃতি প্রেমিক কবি ছিলেন। সলিল চৌধুরীর গানের মধ্যে যে স্টাইল ব্যবহার করতেন তা

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ওপরে ভিত্তি করে। তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের থেকে কোনও কোনও মসয়ে স্টাইল গ্রহণ করে একেবারে ভারতীয় ঘরানায় সুর দিতেন। তাতে মনে হত না সেই গানটি বিদেশি সুর থেকে নেওয়া হয়েছে। সলিল চৌধুরীর সুরে অধিকাংশ গানও গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সলিল চৌধুরী 'পথেই এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা ' কবিতাকে সুর দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের জীবন আন্দোলনকে সমর্থন করে এই কবিতাটির সুর দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ' সঙ্গীত মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রচনা করেছিলেন যা বাংলা সঙ্গীত জগতে একটি অন্যতম মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গায়কই তাঁর গান গেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখার্জি, সুবীর সেন এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। আবার এঁদের সঙ্গে তিনি আড্ডাও দিতেন এবং সফরও করতেন। সফর করতে করতে বহু গান তিনি রচনা করেছিলেন রাস্তায় বসে বসে। ১৯৫৩ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে মুম্বইতে আগমনকে 'ভাগ্যের স্ট্রোক' বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। 'দুই বিঘা জমি' ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী। এই গল্পটি সলিল চৌধুরী নিজেই রচনা করেছিলেন। বিমল রায় পরিচালিত এই ছবিটি পুরস্কার লাভ করে। তার ফলে সলিল চৌধুরীর নাম দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কান চলচ্চিত্রেও পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময়ে তিনি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' কর্মসূচিতে অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি অ্যালবাম তৈরি করেন। ২০১২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে মরনোত্তর মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রিয়ী সম্মান ভূষিত করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে তিনি নিজের গল্প এবং চিত্রনাট্য রচনা করে মীনা কুমারী, বলরাজ সাহানি এবং মেহমুদদের নিয়ে 'পিঞ্জরকে কে পাঁচি' ছবি নির্মাণ করেছিলেন। সলিল চৌধুরী মুম্বইতে ইয়ুথ কোয়ার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সবিতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর দুই ছেলে সুকান্ত এবং সঞ্জয় আর দুই মেয়ে অন্তরা এবং সঞ্চারী। সঞ্জয় চৌধুরী একজন সফল সঙ্গীত রচয়িতা। সবিতা চৌধুরী ছিলেন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী। তাদের মেয়ে অন্তরা পিতার পথকে অনুসরণ করে চলেছেন। সবিতা চৌধুরী ২৯ জুন ২০১৭ সালে পরলোকগমন করেন। সলিলের সঙ্গীত ছিল প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। তিনি বারবার একটি কথাই বলতেন যে তিনি এমন সঙ্গীত রচনা এবং সুর দেবেন তা সীমানাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। তার গান যেন আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করতে পারে। সেই দিকে তিনি বেশি করে নজর দিতেন। পশ্চিমা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষন ছিল। আবার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তিনি একেবারে গুণমুগ্ধ সমর্থকও ছিলেন। তিনি যখন মোজার্ট, বিথোবেন, চাইকোভস্কি, চোপিন মতো পশ্চিমা সেরা শিল্পীদের সঙ্গীত শুনতে শুরু করে দিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার বাংলার বনের শব্দ, কিচিরমিচির শব্দ, বাঁশির শব্দ বা আসামের চা বাগানের শব্দকে একেবারে অবহেলা করেননি। তিনি দক্ষ বাঁশি বাদক ছিলেন। সেই কারণে তিনি পশ্চিমা সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষন থাকলে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের ধারাকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গীতের মধ্যে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের সুর শুনতে পাওয়া যায়। বিশ্ব ভারতীর রেডিও অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরী নিজেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তিনিই যেন স্বয়ং মোজার্টের পুনর্জন্ম। এ আর রহমানের বাবা আর কে শেখর দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে সঙ্গীতে সলিল চৌধুরীর আয়োজন করতেন। রহমান একবার বলেছিলেন তিনি সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি পরলোকগমন করেন ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে। সুরকার সলিল চেধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, লেখক এবং কবি হয়ে। সফল কবি না হতে পারলে তিনি সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন না। সলিল চৌধুরী কবিতা অত্যন্ত উচ্চ মার্গের কবি ছিলেন বলেই তাঁর কবিতা সুরের আকার ধারন করতে পেরেছে। বাংলা, হিন্দি এবং মালায়ালাম চলচ্চিত্রে জন্যই গান রচনা করে সুর দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি প্রায় ১৩টি ভাষায় চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়। এতে ৭৫টি বেশি হিন্দি ছবি, ৪১টি বাংলা চলচ্চিত্র এবং ২৭টি মালায়ালাম চলচ্চিত্রসহ ভারতীয়সব ভাষার চলচ্চিত্রে জন্য সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি করার ক্ষমতা ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। তিনি শুধু সঙ্গীত রচনা করতেন তা নয়, তিনি ছিলেন দক্ষ পিয়ানো বাঁশি এবং এসরাজ বাদক। তাঁর বাজনা শুনে যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী ভি বালসারা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ভি বালসারা বলতেন, সলিল তুমি যদি সুর না দিয়ে যন্ত্র ধরতে তাহলে কিন্তু আমাদের পেটের ভাত একেবারে মারা যাবে। সলিল চেধুরী বলতেন, আপনিও যদি সুর দিতেন তাহলে আমাদেরও পেটের ভাত জুটতো না। যন্ত্র শিল্পী হয়ে আপনি যেভাবে বিশ্বের সঙ্গীত প্রিয় মানুষদের মনকে একেবারে কেড়ে নিয়েছেন তাদের আমাদের ভয় হয় আগামি দিনে আমরা খেতে পড়তে পারবো কিনা। এই রকম ধরনের রঙ্গ রসিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সলিল চৌধুরী এবং ভি বালবাসার মধ্যে। উভয় শিল্পী মনে করতেন শিল্পের কোনও জাত নেই। তারা একেবারে জাত, বর্ণ হীন ব্যক্তি। তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু সুর এবং সঙ্গীত যা দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা সম্ভব। আসলে সঙ্গীত পারে ঐশ্বরিক শক্তি অর্জন করতে। সেই কারণে চৈতন্যদেব সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করার কথা বলেছেন। তাঁর সহচররা প্রত্যেকেই পদাবলী রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। চৈতন্যদেবকে ঘিরে তাঁর শিষ্যরা সবাই সংকীর্তন করতেন। সংকীর্তন সঙ্গীত রূপে স্বীকৃত। এই সংকীর্তন আজকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে''। ঈশ্বর সাধনার একমাত্র মন্ত্র উচ্চারিত করে গিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি নবদ্বীপ থেকে শুরু করে একেবারে নীলাচল পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিলেন এই মন্ত্র জপ করে। সলিল চৌধুরী ভালো কবিতা রচনা করতে পারতেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি কবিই ছিলেন। তারপরে তিনি গান লিখতে শুরু করলেন। সলিল চৌধুরী প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেই ছবির নাম ছিল 'পরিবর্তন'। এই ছবিটা মুক্তি লাভ করেছিল ১৯৪৯ সালে। পরিবর্তন সত্যিই তাঁর জীবনে এসে গিয়েছিল। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ভালো গান লিখতে পারলে বাংলা সঙ্গীত জগতে নাম করা যেতে পারে। কবিতা রচনা করা তাঁর এক সময়ে নেশা হলেও পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম তিনি কবিতার জগত থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে সঙ্গীত রচনা করে তাকে সুর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি যে দক্ষ সুরকার হতে পারবেন এটা তিনি স্বয়ং অনুভব করতে পারেননি। তিনি যখন 'পরিবর্তন' ছবিতে সুর রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখনই তাঁর মনের মধ্যে প্রবল ঢেউ এসে উথাল পাতাল করতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন নিছক কবি হয়ে তিনি সারা জীবন থাকবেন কিনা। নাকি তিনি গানের জগতে প্রবেশ করবেন। বারবার তিনি পিয়ানো, এসরাজ এবং বাঁশিতে সুর তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কবিতার জগত ছেড়ে দিয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা করার দিকে মনকে একেবারে ঠিক করে ফেললেন। 'মহাভারতী' ১৯৯৪ সালে মুক্তি লাভ করে। ৪১টি বাংলা ছবির মধ্যে এই চলচ্চিত্রই ছিল তাঁর শেষ সুর দেওয়া। সঙ্গীত জগতের ভক্তরা তাঁকে 'সলিলদা' বলে ডাকতেন। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে থেকে শুরু করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সবার কাছে তিনি সলিলদা বলে পরিচিত।

মহাবিদ্রোহে লক্ষ্মী বাঈ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ক্ষ্মজাতীয় বীরাঙ্গনা। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ জন্মদিবস। প্রারম্ভিক জীবন ঃ জন্মকালীন সময়ে তার প্রকৃত নাম ছিল মণিকর্ণিকা তামবে এবং ডাক নাম মনু। তিনি মহারাষ্ট্রের মারাঠী করাড়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ নভেম্বর, ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কাশী (বারানসী) এলাকায় তার জন্ম। তার বাবার নাম 'মরুপান্ত তাম্বে' এবং মা 'ভাগীরথী বাঈ তাম্বে'। চার বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। পারিবারিক পরিবেশে বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন লক্ষ্মী বাঈ। বিথুরের পেশোয়া আদালতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তার পিতা। সেখানে পরবর্তীতে নিজ কন্যাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে থাকেন মরুপান্ত তাম্বে। লক্ষ্মী বাঈকে ছাবিলি নামে ডাকতেন পেশোয়া, যার অর্থ ক্রীড়াপ্রেমি সুন্দরী কন্যা।

বাবা কোর্টের কাজ-কর্মে জড়িত থাকায় রাণী লক্ষ্মী বাঈ ঐ সময়ের অধিকাংশ নারীদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন। আত্মরক্ষামূলক শিক্ষালাভের পাশাপাশি ঘোড়া চালনা, আর্চারী শিক্ষাগ্রহণ করে ছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে নিজস্ব একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৪২ সালে ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও নিওয়াকরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন লক্ষ্মী বাঈ। এভাবেই তিনি ঝাঁসীর রাণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বিয়ের পরই তার নতুন নামকরণ হয় লক্ষ্মী বাঈ হিসেবে। ১৮৫১ সালে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় দামোদর রাও। চার মাস পর সন্তানটি মারা যায়। পুত্র শোক ভুলতে রাজা এবং রাণী উভয়েই আনন্দ রাওকে দত্তক নেন। আনন্দ রাও ছিলেন গঙ্গাধর রাওয়ের জ্যেঠাতো ভাইয়ের ছেলে। জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাঁসীর রাজা তার পুত্রের মৃত্যু রহস্য কখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও ২১ নভেম্বর, ১৮৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আনন্দ রাওকে দত্তক নেওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী'র দখল স্বত্ব বিলোপ নীতির কারণে তার সিংহাসন আরোহণে প্রতিবন্ধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডালহৌসী জানান যে, ঝাঁসীর সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই এবং ঝাঁসীকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নেওয়া হবে। মার্চ, ১৮৫৪ সালে ঝাঁসীর রাণীর নামে বার্ষিক ৬০,০০০ ভারতীয় রূপী ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করা হয় এবং ঝাঁসীর কেল্লা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম জারী হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ঃ ১০ মে ১৮৫৭ সাল। ঐদিন মিরাটে ভারতীয় বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ইনফিল্ড রাইফেলের আচ্ছাদনে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বি ব্যবহার করা হয়। এরপরও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী রাইফেলে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বির ব্যবহার অব্যাহত রাখে। তারা বিবৃতি দেয় যে, যারা উক্ত রাইফেল ব্যবহারে অসম্মতি জানাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও শুরু করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। এই বিদ্রোহে সিপাহীরা অনেক ব্রিটিশ সৈন্যসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করে।

ঐ সময়ে লক্ষ্মী বাঈ তার বাহিনীকে নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় ঝাঁসী ত্যাগ করাতে পেরেছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী প্রবল গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই চরম মুহূর্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অন্যত্র মনোযোগের চেষ্টা চালায়। লক্ষ্মী বাঈ একাকী ঝাঁসী ত্যাগ করেন। তার নেতৃত্বে ঝাঁসী শান্ত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রয়েছিল। হলদী-কুমকুম অনুষ্ঠানে ঝাঁসীর রমণীরা শপথ গ্রহণ করেছিল যে, যে-কোন আক্রমণকেই তারা মোকাবেলা করবে এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণকে তারা ভয় পায় না।

এ প্রেক্ষাপটে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ৮ জুন, ১৮৫৭ সালে জোখন বাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তাসহ স্ত্রী-সন্তানদের উপর গণহত্যার বিষয়ে তার ভূমিকা নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। অবশেষে তার দ্বিধাগ্রস্থতা কেটে যায় যখন ব্রিটিশ সৈন্যরা স্যার হিউজ রোজের (লর্ড স্ট্রাথনায়র্ন) নেতৃত্বে ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং ২৩ মার্চ, ১৮৫৮ তারিখে ঝাঁসী অবরোধ করে। লক্ষ্মী বাঈ তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন এবং এ অবরোধের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। ঝাঁসী এবং লক্ষ্মী বাঈকে মুক্ত করতে বিশ হাজার সৈনিকের নিজস্ব একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্যতম বিদ্রোহী নেতা তাতিয়া তোপে। তবে, ব্রিটিশ সৈন্যদলে সৈনিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫৪০জন। স্বল্প সৈনিক থাকা স্বত্ত্বেও তাতিয়া তোপে ব্রিটিশ সৈন্যদের অবরোধ ভাঙ্গতে পারেননি। ব্রিটিশ সৈনিকেরা ছিল প্রশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ যা প্রতিপক্ষের আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ সৈনিকেরা তাদের ৩১ মার্চের আক্রমণে টিকতে পারেনি। লক্ষ্মী বাঈয়ের নিজস্ব বাহিনী এ আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। আক্রমণের তিন দিন পর ব্রিটিশ সৈন্যদল দুর্গের দেয়ালে ফাটল ধরায় এবং ঝাঁসী শহরটি করায়ত্ব করে নেয়।

সন্ধ্যা বেলায় কলকাতা কাবাব নগরীতে পরিণত

রানা দাশগুপ্ত

কলকাতায় কাবাবের প্রচুর ঠেক। মুসলিম অঞ্চলের অখ্যাত সব দোকান কিন্তু লোকমুখে সেইসব দোকানের সুখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এইসব দোকানগুলোতে সকালে পুরী,নেহারি, মাংসের টিকিয়া বিক্রি হয়। দুপুরবেলায় হয় বিরিয়ানি, চাঁপ,গোশত ভুনা। আর সন্ধ্যেবেলা বসে কাবাবের আসর। জাইকা,আদিল,বিসমিল্লাহ, আশরাফ ,নাফিস, নাফিল,আলিয়া,

শামা, আসমা, সুফিয়া,সাহিল, সাইমা.... এই সমস্ত নামের ছোটখাটো রেস্টুরেন্টগুলোতে ভর সন্ধ্যেবেলায় কাবাব মেলে। মাগরিবের আজানের পরে এই সমস্ত দোকানের আশপাশ পোড়া মাংসের গন্ধে আকুলিবিকুলি করে। কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা রাস্তার সারমেয়গুলো ঝিমুনি কাটিয়ে উঠে বসে বা কাবাবের দোকানের অভিমুখে রওনা দেয়। কাবাবে গোপন মশলার সঙ্গে কায়দা করে চর্বি মিশিয়ে দেওয়া থাকে। নতুন খদ্দের সে তথ্য না জানলেও সরমেয়গুলো জানে। সেই চর্বিটুকুর লোভেই তাদের এতটা পথ হেঁটে আসা। গোপন মশলা বলতে মনে পড়লো...সব দোকানেই প্রধান বাবুর্চি এই গোপন মশলার রক্ষাকর্তা। দোকানের মালিকও অনেক সময় সেই মশলা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন না। তবে দোকানের মালিক যদি বাবুর্চির আপন ফুফাতো ভাইয়ের বড় শালার মেজ খালু হন সে কথা আলাদা। এইসব দোকান গুলোতে লম্বাটে টাইপের কাঠ কয়লার বিশেষ উনুনটা দোকানের বাইরে একপাশে সেট করা থাকে। সকালের দিকে ওস্তাদ কারিগর বিশাল গামলায় যাবতীয় মশলা মাখিয়ে মাংস রেডি করে রাখেন। মাংসে মশলা মাখানো ব্যাপারটা কাবাবের ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং ধৈর্য্যের কাজ। প্রতিটা মাংসের গায়ে এবং খাঁজে সব মশলা ঢোকা চাই- ই। এক পিস কিমা বা বোটির গায়ে গরমমশলার গুঁড়োর প্রলেপ পড়লো,আরেকটা বোটি বা কিমার গায়ে গরমমশলা লাগলো না এমনটা চলবে না। সব মশলা সমানভাবে প্রতিটা মাংসের টুকরোয় লেপে দিতে হবে পরম মমতায়। ধৈর্য হারালে চলবে না। এই মাংস আর কয়েক ঘণ্টা পর ধিকি ধিকি আগুনে পুড়বে। তাই কয়েক ঘন্টা আগের প্রস্তুতি পর্বে তার প্রতি মমত্ব না দেখালে মাংসের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া মুশকিল। কাবাবের মনের খবর কেবল কাবাব কারিগররাই রাখেন। কাস্টমারদের কাজ চেখে নম্বর দেওয়া। মাগরিবের পরে ছোকরা হেল্পার মাংস শিকে গেঁথে আঁচে ঝলসায়। পাশে বসে দোকানের মালিক বিষয়টার ওপর নজরদারি করেন। আপনি যতই দোস্তির হাত বাড়ান না কেন কাবাবে মেশানো গোপন মশলার হদিশ কিছুতেই বের করতে পারবেন না। চাচা, ঘর মে কাবাব বনতা ,দহি কাচ্চা পাপিতা সব মিলানেকি বাদ ভি ইতনা নরম কিঁউ নেহি হোতা? আপ্লোগ নরম করনে কে লিয়ে ঔর ক্যায়া দেতে হো? ভিনিগার?কোনো উত্তর পাবেন না। এই একই প্রশ্ন পরপর ছ বার করলেও ওই নিরুত্তরই মিলবে।

বিরিয়ানি, চাঁপ,কাবাব ....এইসব খাবার দাবার বিক্রি হওয়া রেস্টুরেন্টের নামকরণে একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। দোকানের মালিক হিন্দু অথচ দোকানের নাম রাখেন কাবাব খান, চেঙ্গিস খান, নূর এ কাবাব, হোটেল তাজ। কিছু মুসলিম দোকানের মালিক আবার নিউট্রাল নাম রাখেন। আশীর্বাদ, কাবাব -ঘর , বিরিয়ানি হাউস, বিরিয়ানি উৎসব, কাবাব ফ্যাক্টরি, সন্ধ্যা কেবিন, তৃপ্তি হোটেল , খানা পিনা, আপ্যায়ন ইত্যাদি।

সব কাবাবের দোকান বড় রাস্তার ওপরে অবস্থান করে না। 'গল্লি'র ভেতরেও আছে কাবাবের প্রসিদ্ধ দোকান। তোপসিয়ার মেইন রাস্তা ছেড়ে একটা গলি ধরে খানিকটা এগোলেই সবুজ রঙের দোতলা মসজিদ। সেই মসজিদ লাগোয়া হাস্নুহানার ঝাঁকালো ঝোঁপ পেরিয়ে গেলেই সাহিল রেষ্টুরেন্ট। নামেই রেষ্টুরেন্ট! পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। দেওয়ালের আয়নায় তেল ময়লার পুরু কলঙ্ক। টেবিল চেয়ারের তেমনি করুণ দশা। কিন্তু রোজ সন্ধ্যেবেলায় একটা চেয়ারও খালি থাকে না। বর্ষাকালে হাস্নুহানার গন্ধকে গিলে নেয় শিক কাবাব।

রফি আহমেদ কিদয়াই রোডের চলতি পথে আরাফাত আর আফরিন।প্রায় পাশাপাশি। সেখানে সন্ধ্যেবেলা কাবাবের মাস্তানি চলে। কলেজস্ট্রিটের মোড়ে মেইন রাস্তার ওপরে বর্ণপরিচয়ের পাশে ফারহান রোল সেন্টার।এখানে বিকেল থেকেই সুস্বাদু কাবাব পাওয়া যায়। বাগবাজারের আগের স্টপেজ, রাজবল্লভ পাড়ায় একটা পার্কের সামনে একজন অস্থায়ী কাঠের ঠেক- এ বিকেলবেলা থেকে রাত পর্যন্ত কাবাব বিক্রি করেন।

কুমোরটুলিতে পটলার কচুরির দোকানের সামনে একজন মারুতি ভ্যান লাগান রোজ সন্ধ্যেয়। চিকেনের প্রায় সব রকম কাবাব পাওয়া যায় সেই ভ্যানে। কাঠ কয়লার আঁচে ঝলসানো কাবাব খাইয়ে আশেপাশের সবার হৃদয় জয় করেছেন তিনি। কসবা, বেহালা, গড়িয়া,সোনারপুর....কোথায় নেই কাবাবের হাতছানি!

বাঙালির রান্নাঘরে এখন চপ পেঁয়াজি রোল চাউমিন, মোমোর সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই কাবাবের। এখন শিক কাবাব,রেশমি কাবাব, শামি কাবাব খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায়। কোনো অসুবিধে হলে ইউটিউব তো আছেই! বাড়ির গৃহিনীরা গড়িয়া হাটের ফুটপাত থেকে তিনটাকা পিস দামে বাঁশের শিক এনে মশলায় ম্যারিনেট করা মাংস সহজেই ঝলসে নিচ্ছেন গ্যাসওভেনে।

বাচ্চার বার্থ ডে পার্টিতে কাবাব থাকছেই। শুকনো টাইপের খাবার বলে ড্রেস খারাপ হওয়ার ভয় নেই। রান্নার ঝামেলাও কম। এবেলা ম্যারিনেট করে ফেলে রাখো ফ্রিজে, ওবেলা সেঁকা হবে আর গরমাগরম খাওয়া হবে। বাঙালি খাদ্য রসিক। কাঁচকলা,লাউ, সয়াবিনকে কাবাবের ফর্মূলায় ফেলে টিকিয়া স্টাইলের কাবাব বানিয়ে বাহবা কুড়োচ্ছে। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না পাকা কাঁঠালের ভুতি দিয়েও কাবাব বানিয়ে জনগণকে থ বানিয়ে দিচ্ছে বাঙালি রমণীরা। অবশ্য বাঙালি গিন্নিদের দোষ দিই কী করে! আওরঙ্গজেবের সময়ে খাদ্য সামগ্রী ব্রছিল কাবাব।

পাঠকদের দরবার

শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

শঙ্করলাল কর্মকার

ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে তাঁর কণ্ঠে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' সবাইকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস যখন মধ্যগগনে তার মাঝে নিজের স্বকীয় স্থান করে নেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল, তা মোটেই নয়। কঠিন সেই কাজটি করে দেখাতে পেরেছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরে সম্ভবত তিনি সেই বিরল গোত্রের শিল্পী যিনি দশকের পর দশক সাবলীল দক্ষতায় স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি অন্যান্য বাংলা গান গেয়েছেন! একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না 'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা',এই ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না'য়! যে কণ্ঠকে শ্রোতাদের অনেকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলে ভুল করেছেন। সেই কণ্ঠের আসল মালিক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত লাগবে হয়ত শুনতে এক সময় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভাবতেন গান আদপে মেয়েদের জন্য। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান । সেই দ্বিজেনও শেষ পর্যন্ত গানের প্রেমে পড়লেন। শ্রোতা হয়ে একবার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরাট এক বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হল। ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতের শিল্পী গরহাজির।সংগঠকদের মাথায় হাত ।নিজেদের বাঁচাতে সংগঠকরা ঢাল বানালেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে, একপ্রকার তাঁকে জোর করে মঞ্চে তুলে দেওয়া হয় । ভাঁড়ারে স্বল্প পুঁজি নিয়ে দ্বিজেন সেদিন অসাধারণ গাইলেন । শ্রোতারা মুগ্ধ, গানের শেষে মিষ্টির বাক্সের সঙ্গে মুখ বন্ধ খামে মিলল নগদ পাঁচটি টাকাও! গান গেয়ে টাকা পাওয়া যায়! সংগীত নিয়ে সেদিন তাঁর ভাবনা চিরকালের মত বদলে যায়। মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে একক গান গাওয়া। সেই সুযোগ চলে আসে ১৯৫২ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বই চলে যাওয়ার সুবাদে। সেই থেকে 'জাগো, তুমি জাগো' দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়েই গাইয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক। যা সর্ব অর্থে ইতিহাস গড়েছে। তত দিনে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসংগীতের সুযোগও পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রথাগত ভাবে শান্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্রনাথ গান না শিখলেও রবীন্দ্রসংগীতের 'শুদ্ধতা' রক্ষার জন্য তৈরি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন প্রথম অ-আশ্রমিক সদস্য। পরে বোর্ডের প্রধানও হন। ২০১০ সালে তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ২০১১ সালে তাঁকে দেওয়া হয় বঙ্গবিভূষণ সম্মান। আজ প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'রেখো মা দাসেরে মনে' 'আশার ছলনে ভুলি'- সলিল চৌধুরীর সুর,কণ্ঠ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের। বাংলা গানের ইতিহাসে সলিল-দ্বিজেনের এই কীর্তি সাহসী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় খুবই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পিজিতে ভর্তি ছিলেন। তাঁকে দেখভাল করতে তার কয়েকজন আত্মীয়। তিনি রোগশয্যায় বসে বসে সকলের সঙ্গে কথা বললেন। গল্প করতে খুবই ভালো বাসতেন। তবে সময়ে সময়ে তিনি আবার বেশ গম্ভীর হয়ে যেতেন। তার একটি মাত্র কারণ তিনি তখন আগামী দিনের সঙ্গীত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছেন। প্রতিটি গান তিনি মন দিয়ে শুনতেন । কারোর গানকে তিনি অবহেলা করতেন না।

পুনর্বিকশিত কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন পরিদর্শন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার-এর

মালিগাঁও, ২০ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ১৯

নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কামাখ্যাগুড়ি এবং নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দেবেন্দ্র সিং এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কামাখ্যাগুড়িতে জেনারেল ম্যানেজার তিনটি পুনর্বিকশিত প্ল্যাটফর্ম, ১২ মিটার চওড়া নতুন ফুট- ওভার ব্রিজ, লিফট, উভয় পাশের সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিং হল, লাউঞ্জ, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, পার্কিং এরিয়া, স্টেশন মাস্টারের রুম এবং টিকিট কাউন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, যাত্রীদের সুরক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সামগ্রিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং জনস্বার্থ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়, তারপরে জেনারেল ম্যানেজার মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় করেন। নিউ কোচবিহার স্টেশনে জেনারেল ম্যানেজার স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এবং স্টেশন মাস্টারের প্যানেল, সম্মিলিত ক্রু লবি, ক্রু রানিং রুম, ওয়েটিং হল, রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরি সহ স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়া সহ গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল এবং যাত্রী সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধাগুলি পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনটিতে সুযোগ-সুবিধার মান মূল্যায়ন এবং যাত্রী কেন্দ্রিক পরিকাঠামো দক্ষতার সাথে এবং পরিচালনাগত প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। উভয় স্টেশনে পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল যাত্রী পরিষেবা মজবুত করা, পরিচালন দক্ষতা উন্নত করা এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করা। অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের পুনর্বিকাশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক পরিকাঠামোগত সুবিধার প্রতি ভারতীয় রেলের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

OFFICE OF THE CHANGUAL GRAM PANCHAYAT
Changual : Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE

e-NIT No. PMZP/KGP-II/Changual-573/1GP-25 Date:- 12/11/2025

The Pradhan, Changual Gram Panchayat invites e- Tender for the **14 No. of different works** under KGP-II Dev. Block under APAS fund within G.P Area. Intending Bidders may access detailed information and respond form e-procurement portal of Govt. of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **12/11/2025 at 06.35 hrs. to 06/12/2025 upto 14.00 hrs..**

Sd/- Pradhan,
Changual Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-১০বি-২৫, তারিখ ১৭.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি -১০বি-২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ২×২৫ কেভি সিস্টেম-এর জন্য টিটিসি মাস্ট-এ ডবল পোল আইসোলেটর-এর ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত দফার অনুমিত তালিকা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,০২,৬৫,৫৬০.৫০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,০১,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-408/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী প্রবীর মাহাতো, পিতা-স্বর্গীয় নৃপেন মাহাতো, সাকিন-পশ্চিম রায়নগর, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-১৪২, মৌজা-পশ্চিম রায়নগর, দলিল নং-২৩০৩/২০২৪, তারিখঃ-১৩.০৫.২০২৪ মূলে Dakshin Dinajpur DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৯৩০, দাগ নং-এল আর ৪৩১ মোট ০৩ শতক পরিমাণ ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ Balurghat ADSR Office এ ৩৩৬৪/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রীমতি সংযুক্তা চৌধুরী, পিতা-মৃত সুবীর কুমার চৌধুরী ওরফে সুবীর চৌধুরী, সাং-হোসেনপুর, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) (আমমোক্তার দাতার নাম ১) শ্রীমতি জয়া উপধ্যায় সর্ব্বাধিকারী, স্বামী-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, ২) শ্রী আবীর সর্ব্বাধিকারী, পিতা-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, উভয়ের সাং-ডাকরা, পোঃ-চক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নিরঞ্জন শীল (অ্যাডভোকেট)
বালুরঘাট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি জুঁহী শীল, স্বামী-শ্রী রাহুল দাস, পিতা-প্রেমজয় শীল, আদি সাকিন-নেপালীপাড়া খুদিরাম সরণী, পোঃ ও থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, হাল সাকিন-বাসুদেবপুর, পোঃ ও থানা-হিলি, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-১৪২, মৌজা-পশ্চিম রায়নগর, দলিল নং-১৭০২০০৫০২/২০২৫, তারিখঃ-৩০.০১.২০২৫ মূলে Balurghat ADSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৯৩০, দাগ নং-এল আর ৪৩১ মোট ০৩ শতক পরিমাণ ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ Balurghat ADSR Office এ ৩৩৬৪/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রীমতি সংযুক্তা চৌধুরী, পিতা-মৃত সুবীর কুমার চৌধুরী ওরফে সুবীর চৌধুরী, সাং-হোসেনপুর, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) (আমমোক্তার দাতার নাম ১) শ্রীমতি জয়া উপধ্যায় সর্ব্বাধিকারী, স্বামী-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, ২) শ্রী আবীর সর্ব্বাধিকারী, পিতা-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, উভয়ের সাং-ডাকরা, পোঃ-চকভৃগু, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নিরঞ্জন শীল (অ্যাডভোকেট)
বালুরঘাট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট

Press Notice

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 23/BDO/BZR of 2025-26/SI no.01 to SI no.84** dated. **18.11.2025** for execution of **84 nos** scheme under **APAS-2025** fund as per schedule below:-

Schedule of Tender

Date of publication of NIT	: 18-11-2025
Last Date & Time of application for purchasing tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last Date & Time of issue of tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last date & Time of dropping of tender bid	: 27-11-2025 upto 03:00 PM
Date & Time of Tender opening	: 27-11-2025 at 04:00 PM

For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 24/BDO/BZR of 2025-26/SI no.01 to SI no.80 dated. 18.11.2025** for execution of **80 nos** scheme under **APAS-2025** fund as per schedule below:-

Schedule of Tender

Date of publication of NIT	:18-11-2025
Last Date & Time of application for purchasing tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last Date & Time of issue of tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last date & Time of dropping of tender bid	: 27-11-2025 upto 03:00 PM
Date & Time of Tender opening	: 27-11-2025 at 04:00 PM

For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sd/-
Block Development Officer
Barabazar Dev. block
Purulia

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য শিয়ালদা- লালগোলা যাত্রীবাহী ট্রেনের সময়সূচী বদল

কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ শিয়ালদা ডিভিশনের পলাশী - রেজিনগর স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ২০২১.১১.২০২৫ এবং ২২ /২৩.১১.২০২৫ তারিখে ২৩.৪৫ ঘঃটা থেকে ০৩.৪৫ ঘন্টা পর্যন্ত ২.৪০ মিনিট ট্র্যাফিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে, ৫৩১৮১ শিয়ালদা-লালগোলা যাত্রীবাহী ট্রেনটির সূচী ৬০ মিনিট বদলাবে। ২১.১১.২০২৫ এবং ২৩.১১.২০২৫ তারিখে ৩.০০ ঘন্টায় শিয়ালদা থেকে ছেড়ে সংক্ষিপ্ত পথে যাবে কৃষ্ণপুর পর্যন্ত।

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.: 2571/WS/SD **Dated-20/11/2025**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT15/11e/25 and Tender Id No-2025_MAD_954588_1** for Supply & fitting fixing for renovation of pipeline & etc. works at different ward under 15th F.C. Tied within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **20/12/2025 at 12:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ডিএল_এয়ার_কমপ্রেশার_এইচডব্লুএইচ_১৬৪, তাং. ১৭.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নংঃ ডিএল_ এয়ার_ কমপ্রেশার_এইচডব্লুএইচ _১৬৪** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিজেল শেড-এ ০২ (দুই) বছরের জন্য ১৭৫০ এলপিএম এয়ার কমপ্রেশার এবং মোটরসমূহ, নির্মাতা ইএলজিআই, মডেল নং. আরআর ২০১০০সিজিএমওবি-র মেরামতি/আনুপূর্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ। পরিমাণ - ৬০টি (৩০টি লোকো)। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৭৩,০৮,৪৬৩.৩১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৬,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টা ১৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৫.১১.২০২৫। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে। যে ওয়েবসাইটে বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

HWH-407/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এমসি_ডব্লুসি_বায়োল্যাব_২০২৫, তারিখ ১১.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং. ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ''সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে'' সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** ''কোচিং ডিপো, শিয়ালদহতে ০১ বছরের জন্য সম্পূর্ণভাবে কার্যক্ষম বায়ো-টয়লেট ল্যাব তৎসহ ল্যাব যন্ত্রাংশ, পরীক্ষা সম্পাদন (পিএইচ, সিওডি এবং এফসিসি) উপযোগী বস্তু ও রাসায়নিকসমূহর ডিজাইন, নির্মাণ, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনা এবং ল্যাব বা বিজ্ঞানাগারটির সামগ্রিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।'' **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৯৩,২৩৭.১২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯৯,৯০০.০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ১৫ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১৯.১১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা। টেন্ডার নথি তৎসহ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও কাজের যোগ্যতা শর্তাবলি **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

SDAH-266/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী

২০.১১.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত ইওআই -এর পরিপ্রেক্ষিতে, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ২৪.১১.২০২৫ তারিখে ১১.০০ টায় মেট্রো রেল ভবন, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ -এর **৩য় তলা, সভা কক্ষে (১১ তলা, সভা কক্ষের পরিবর্তে)** একটি প্রি-বিড সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol
/metrorailkolkata

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

1. N.I.Q No- 17/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-358(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 19/11/2025. 2. Last date of Dropping tender Quotation paper: **25.11.2025 up to 3.00 pm**. 3. Date of opening tender Quotation paper **26.11.2025 up to 3.30 pm.**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

বিপন্ন মানুষের পাশে সহযোদ্ধাঃ উদ্বৃত্ত খাবার সংগ্রহ করে বিতরণ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার বর্ধমানের অনুষ্ঠান বাড়ির

উদ্বৃত্ত খাবার থেকে যাওয়ার খবর পেয়ে তা সংগ্রহ করে দু ঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করল বর্ধমানের সহযোদ্ধা নামের একটি সমাজসেবী সংগঠন। জানা গেছে বর্ধমানের একটি জনপ্রীয় ক্যাটারার-এর কর্ণধার সত্যজি সাহা খবর দেন যে, শহরের রানীসায়র ঘাটকালী এলাকার একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে প্রায় ৩০ জনের মতো খাবার উদ্বৃত্ত রয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ সন্টু ও প্রিতম সাহা ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাবার সংগ্রহ করেন। এরপর সেই খাবার বাবুরবাগের দুস্থ মানুষের মাঝে পৌঁছে দেন তারা। সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সহযোদ্ধার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃস্থ-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। গত কয়েক বছরে এই ধরনের কর্মসূচি কিছুটা কম হলেও আগামী দিনে জনহিতকর কাজের ওপর আবার বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সংগঠন সরাসরি মানুষের পাশে দাঁড়াতে নতুন সিদ্ধান্তও নেওয়া হবে শীঘ্রই। দুঃস্থ মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে সহযোদ্ধার-এর এই দ্রুত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

OFFICE OF THE CHANGUAL GRAM PANCHAYAT
Changual : Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE

e-NIT No. PMZP/KGP-II/Changual-569/1GP-25 Date:- 11/11/2025

The Pradhan, Changual Gram Panchayat invites e- Tender for the **11 nos.Construction of Concrete road work**, &Repair of road work under KGP-II Dev. Block under TD and APAS fund within G.P Area. Intending Bidders may access detailed information and respond form e-procurement portal of Govt. of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **11/11/2025 at 06.35 hrs. to 05/12/2025 upto 14.00 hrs..**

Sd/- Pradhan,
Changual Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No.1995/BDO/P-I **Dated: 11/11/2025**

Notice

Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.- **WBPUR/EO/Niet-13/25-26** dt.10.11.2025, for **16no.** schemes **(Tender ID 2025_DM_948780_1 to 2025_DM_948780_16)** under APAS within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. Last Date of tender submission is **09.12.2025 up to 1:55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

GRETEX INDUSTRIES LIMITED
90, Phears Lane, 5th Floor, Kolkata-700012
Phone: 033 2236 0083
Website: www.gretexindustries.com
Email Id: neeti@gretexindustries.com CIN: L17296WB2009PLC136911

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং নিয়ম ২২ এর সাথে পঠিত, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে, যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলব পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ (নিয়ম), সচিবালয় মান-২ (এসএস-২), এরপর, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪ / ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের নং ১৭/ ২০২০, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের নং ০৯/ ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখের নং ০৯/ ২০২৪, ২০২৪, নং ০৩/ ২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' নামে পরিচিত) (আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা পুনপ্রণয়ন সহ) দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধান এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুসারে, দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া (''দূরবর্তী ই-ভোটিং'') দ্বারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে গ্রেটেক্স কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে-

ক্রম নং	রেজোলিউশনের বর্ণনা	রেজোলিউশনের ধরণ
১	অগ্রাধিকারমূলক ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের ব্যবহারের পরিবর্তনের অনুমোদন	বিশেষ রেজোলিউশন

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য ডি. এ. কামাত অ্যান্ড কোং-এর অনুশীলনকারী মিস রচনা শানভাগকে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যেঃ
ই-ভোটিং সময়কালের বিবরণ নিম্নরূপ।

শেষ তারিখ	শুক্রবার, নভেম্বর ১৪, ২০২৫
ই-ভোটিং শুরু	শুক্রবার, নভেম্বর ২১, ২০২৫
ই-ভোটিং এর উপসংহার	শনিবার, ডিসেম্বর ২০, ২০২৫

১. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সদস্যদের ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫। শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।
২. কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন / সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যাদের নাম থাকবে কেবল তারাই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তির এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
৩. আইনগত বিধান মেনে, কোম্পানি কেবলমাত্র ই-মলের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাঁদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম কাট-অফ তারিখে সদস্য/ রেজিস্টার সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে। এছাড়াও, নোটিশের একটি বাস্তব অনুলিপি, একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সদস্যদের কাছে এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য পাঠানো হয়নি। অতএব, সদস্যদের তাদের সম্মতি/ অসম্মতি শুধুমাত্র একটি রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে জানাতে হবে।
৪. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫, সকাল ৯.০০ টা (IST) থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫, বিকাল ৫.০০ টা (IST) থেকে শেষ হবে। এরপর বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। কোনও সদস্য একবার কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তারা পরবর্তীতে পুনরায় ভোট দেওয়ার জন্য এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। ই-ভোটিংয়ের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি / নির্দেশনাগুলি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের নোটে উল্লেখ করা আছে।
৫. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এই পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ডি. এ. কামাত অ্যান্ড কোং-এর অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব মিসেস রচনা শানভাগকে একজন যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৬. উপরোক্ত নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://gretexindustries.com/, ই-ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইট https://ivote.bigshareonline.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('NSE') এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে। যে সকল সদস্যের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত নয়, তাদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৭. ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ই-মেইল আইডি সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (R&TA) অর্থাৎ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে ই-মেইল আইডি sujit@bigshareonline.com-& neeti@oretexindustries.com চিহ্নিত একটি অনুলিপি সহ একটি অনুরোধ পাঠাতে হবে।
৮. কোনও প্রশ্নঅভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ivote@bigshareonline.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০২২৫৪২২ / ০২২-৬২৬৩৮৩৩৮-এ কল করতে পারেন। সদস্যরা কোম্পানির কাছে ই-মল আইডিঃ neeti@gretexindustries.com-এও লিখতে পারেন।
৯. পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ, কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://gretexindustries.com এবং ই-ভোটিং এজেন্সিতে অর্থাৎ https://ivote.bigshareonline.com-এ পোস্ট করে বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে ঘোষণা করা হবে। এছাড়াও ফলাফল একই সাথে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকেও জানানো হবে।

গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-মিসেস নীতি দুবে
কোম্পানির সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম.নং M.No. A71190

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২১ নভেম্বর, ২০২৫

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-৮৬-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** ঠিকাদারদের নিজস্ব পিকিউআরএস পোর্টাল (২টি) এবং গ্যান্ট্রি দ্বারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বনগাঁও-এর আওতাধীনে ট্র্যাক সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বারাসাত-বনগাঁও শাখার কিমি ৬৬.৫১০ থেকে ৭৬.৮০ (ডাউন), ৫০.০০ থেকে ৫৩.৭৯৬ (আপ), ৫৭.৭৪৭ থেকে ৫৯ (আপ), ৬৫.০০ থেকে ৬৬.১০ (আপ), ৭৬.৩৮২ থেকে ৭৬.৯০৬ (আপ) (মোট =১৬.৯৬৩ টিকেএম) এবং ২৩/০ - ৩০.২ (এসএল) বনগাঁও-রানাঘাট শাখায় ৭.৮০ টিকেএম (সর্বমোট =১৬.৯৬৩ + ৭.৮০ = ২৪.৭৬৩ টিকেএম)-এর সিটিআর(পি)-র কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৫৯,১৪,৪৬৬.৬৭ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,৭৯,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৪-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** বিরাটি-তে ঃ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাত -এর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য প্ল্যাটফর্ম শেড-এর তলায় প্ল্যাটফর্ম বেঞ্চ সমেত প্ল্যাটফর্ম-১ (৪টি) এবং প্ল্যাটফর্ম ২/৩ (৩টি) অতিরিক্ত আইআরএস ধরনের শেড-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৯,৯৮,০৬৯.৯৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৫,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৫- ২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** বারুইপুরে ঃ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত এইএন, এইই/জি, এইই/ টিআরডি এবং এএসটিই-র বাসস্থান-এর জন্য দ্বিতল ভবনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৯,৬৫,৮৭৮.৭৯, টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৪,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৪৩-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** মাটনিয়া অনন্তপুরে ঃ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ বারাসাত -এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য প্ল্যাটফর্ম শেড-এর তলায় প্ল্যাটফর্ম বেঞ্চ সমেত প্ল্যাটফর্ম-১ (৭টি) -এ অতিরিক্ত আইআরএস ক্যান্টিলিভার শেড (১৬.০০ মি x ৪.০০ মি)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪২,১১,৯০০.৭৫, টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২১,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ১২.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ১২.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয় । টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের প্রামাণ্য সাধারণ শর্তাবলী চুক্তি ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-264/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৩_২০২৫-২৬ অ্যান্ড ১৮৪_২০২৫-২৬ , তারিখ ১৯.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনি. ডিইএন/সি/হাওড়া**-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি /এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৩_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে এলসি গেট নং. ৫/২-এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (ii) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে এলসি গেট নং. ৫/৩-এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (iii) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে এলসি গেট নং. ৫/৪-এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (iv) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে এলসি গেট নং. ৬/৩-এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (v) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে এলসি গেট নং. ৭/১-এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩২,৪০,১৮,৯০৫.১০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৭,৭০,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৪_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এডিইএন/ আজিমগঞ্জ-এর অধীনে কাটোয়া - আজিমগঞ্জ শাখায় লালবাগ কোর্ট রোড - ডাহাপাড়া ধাম-এর মধ্যে কিমি ১৭৩/২৪-২৬ -এ গেট নং. ২৭/বি- তে লেভেল ক্রশিংয়ের পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (ii) এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে এলসি গেট নং. ২৪এ/৪ (ই) -এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (iii) এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে এলসি গেট নং. ২৪এ/(টি) -এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (iv) এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে এলসি গেট নং. ২৪এ/১২ (ই) -এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (v) এইএন/ আজিমগঞ্জ -এর অধীনে এলসি গেট নং. ২৬/১/১(ই) -এর পরিবর্তে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩০,৮৮,১৯,৪১৮.৬৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৬,৯৪,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-406/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/ Borough-X, KMC invites online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: EEC/ 081/102/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Mending of IPS Footpath near 59B, 58C, 58, 54/A Block-D New Alipore, etc. in Ward No. 81, BR-X. (Scheme ID - APAS/01/160/3/0002);** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,99,014.21;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No.: EEC/ 081/106/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Mending of Road Surface including Footpath near 400, 401/1, 398, Jnan Goswami Sarani, Block-G, New Alipore, etc. in Ward No. 81, BR-X. (Scheme ID - APAS/01/160/7/0002).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,09,725.08;** Earnest Money: **Rs. 4,200.00;** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No.: EEC/ 081/105/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Mending of Road Surface including Footpath near 393A, 389, 385B, 394 Jnan Goswami Sarani, Block-G, New Alipore, etc. in Ward No. 81, BR-X. (Scheme ID - APAS/01/160/10/0002).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,92,776.47;** Earnest Money: **Rs. 5,900.00;** Period of Completion: **45 days.**

(4) NIT No.: EEC/ 081/104/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Mending of Road Surface including Footpath near 473, 474, Block-K, 52, 54, T C Road, New Alipore, etc. in Ward No. 81, BR-X (Scheme ID APAS/01/160/8/0001.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,20,097.11;** Earnest Money: **Rs. 8,500.00;** Period of Completion: **45days.** Last Date and Time of submission of bid: **12.12.2025 - 12 Noon. [For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No.: EEC/ 093/213/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of Uttaran Passage near Prem. No. 27B, 24, 8J, 20, 27 etc. Rahim Ostagar Road in Ward No. 93, BR-X (Scheme ID - APAS/01/160/213/0001).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,43,947.48;** Earnest Money: **Rs. 8,900.00;** Period of Completion: **45 days.**

(6) NIT No.: EEC/ 093/211/SL/25-26/APAS
Name of the Work: **Mending of Uttaran Sanitary Latrine near Prem. No. 8/F, Z/1/4, T/8C, 2, 1 Rahim Ostagar Road etc. in Ward No. 93, BR-X (Scheme ID - APAS/01/160/211/0001).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,88,983.17;** Earnest Money: **Rs. 3,800.00;** Period of Completion: **45 days.**

(7) NIT No.: EEC/ 093/211/25-26/APAS
Name of the Work: **Improvement of Uttaran Passage near Prem. No. Z/1/14, T/8C, 15/6 etc. Rahim Ostagar Road in Ward No. 93, BR-X, APAS ID - APAS/01/160/211/0003.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,42,707.41;** Earnest Money: **Rs. 4,900.00;** Period of Completion: **45 days.**

(8) NIT No.: EEC/ 093/212/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of Uttaran Passage near Prem. No. 8, 8/1A, 8H, 27J etc. Rahim Ostagar Road in Ward No. 93, BR-X, (Scheme ID-APAS/01/160/212/0003.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,97,129.16;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of bid: **13.12.2025 - 12 Noon [For Sl. No. 5 to 8],** Date and Time of submission of bid: **15.12.2025 - 12 Noon [For Sl. No. 1 to 8].**

(9) NIT No.: X/089/061/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of Asphaltum Road & IPS & Chequer Tile near 33, 73/1, 71 I.T. Lane etc. in Part No. 200, Ward No. 89, BR-X, (APAS ID-200/0001).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,40,177.39;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(10) NIT No.: X/089/068/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of Passsages & Asphaltum Road near Premises Nos.14/2, G.B. Lane, 81 K.P. Roy Lane etc. in Ward No. 89, Part No. 197, BR-X, (APAS ID-197/0002).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,28,050.93;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **90 days.** Last Date and Time of submission of bid: **15.12.2025 - 5 p.m. [For Sl. No. 9 & 10];** Date and Time of submission of bid: **17.12.2025 - 5 p.m. [For Sl. No. 9 & 10]**

(11) NIT No.: EEC/BX/093/041/25-26/UTTARAN
Name of the Work: **Maintenance of Drainage Adjunct along with Replacement of Covers near 53, 8/E Rahim Ostagar Road, 11/9, 29, 11/2 Gobindapur Road etc. in Ward No. 93, BR-X.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,95,433.64;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **60 days.**

(12) NIT No.: X/095/042/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near 117, 112 Regent Place etc. in Ward No. 95, BR-X (Scheme ID- APAS/01/152/65/0002).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,92,756.37;** Earnest Money: **Rs. 5,860.00;** Period of Completion: **45 days.**

(13) NIT No.: X/097/107/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near 26/B, 21, 27B, 26E K.M. Naskar in Ward No. 97, BR-X (APAS/01/152/97/0002).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,41,041.51;** Earnest Money: **Rs. 6,830.00;** Period of Completion: **45 days.**

(14) NIT No.: X/095/043/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near 68/1, 54, 44 Regent Place etc. in Ward No. 95, BR-X (Scheme ID- APAS/01/152/64/0002).** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,43,538.14;** Earnest Money: **Rs. 4,871.00;** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of bid **- 16.12.2025 - 12 Noon. [For Sl. No. 11 to 14],** Date and Time of opening of bid **18.12.2025 - 12 Noon. [For Sl. No. 11 to 14]** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (5:00 p.m.).** From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 14]**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/XIII/119/39/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Raising & replacement of C.P., M.H. & Maintenance of sewer at 123/A, 123/10, Barik Para Road, 22/2, 46 Shapur Road & 120, 21, 44 J. K. Pal Road Bye Lane etc. in Ward No. 119 under BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 4,81,450.47;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **40 days.**

(2) NIT No.: KMC/XIII/119/49/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Development of under ground sewer at Barik Para Road Bye Lane near Premises No. 11/1 in Ward No. 119, BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,52,590.08;** Earnest Money: **Rs. 5,100.00;** Period of Completion : **20 days.**

(3) NIT No.: KMC/XIII/119/52/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of existing C.C. Pavement of passage/Road at differents Places at Barick Para Road, James Long Sarani Road, S. N. Chatterjee Road, Brojen Mukherjee Road, S. N. Roy Road Bye Lanes etc. in Ward No. 119 under BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,95,233.73;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **25 days.**

(4) NIT No.: KMC/XIII/119/53/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of U/G Sewer at different places at S. N. Chatterjee Road, Brojen Mukherjee Road, Shapur Main Road, S. N. Roy Road Bye Lanes etc. in Ward No. 119 under BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,10,304.33;** Earnest Money: **Rs. 4,300.00;** Period of Completion : **25 days.**

(5) NIT No.: KMC/XIII/119/51/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Development of CC Road due to laying of U/G Sewer at Barik Para Road Bye Lane near Premises No. 11/1 in Ward No. 119, BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 1,41,558.72;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **25 days.**

(6) NIT No.: KMC/XIII/119/55/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Pavement different places of Mandal Para, 21, Shil Thakur Bari Road, Tanti Para Uttaran area etc. in Ward No. 119 under BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,630.67;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **25 days.**

(7) NIT No.: KMC/XIII/119/56/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of U/G Sewer at different places Mandal Para, 21 Shil Thakur Road, Tanti Para Uttaran area etc. in Ward No. 119, BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,456.92;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **25 days.**

(8) NIT No.: KMC/XIII/119/57/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of sanitary latrines at different places of Mandal Para, 21 Shil Thakur Road, Uttaran area etc. in Ward No. 119 under BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,92,780.52;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 days;** Last date and time of submission of bid: **13.12.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 8];** Tender will be opened on: **15.12.2025 (11 a.m.) [For Sl. No. 1 to 8].**

(9) NIT No.: KMC/XIII/115/63/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing of benches at Muchipara Road near H/O Ruma Chowdhury and Pally Sankrakkhan Club in Ward No. 115, BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,331.14;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 days.**

(10) NIT No.: KMC/XIII/115/66/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of U/G sewer line and allied works near 11/2, 15/7, 130, T. M. G. Road and supply, fitting and fixing benches near 10/N, T.M.G. Road in Ward No. 115, BR-XIII;** Estimated Amount: **Rs. 4,96,447.68;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 days.**

(11) NIT No.: KMC/XIII/115/67/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of U/G sewer line near Premises No. 116, 26/A, 120, T. M. G. RoadinWardNo.115,BR-XIII;**EstimatedAmount: **Rs. 2,75,009.21;** Earnest Money: **Rs. 5,600.00;** Period of Completion : **30 days.**

(12) NIT No.: KMC/XIII/115/75/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road surface near Pally Unnayani Club and surrounding area in Ward No. 115, Booth- 121;** Estimated Amount: **Rs. 4,95,658.97;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **40 days.**

(13) NIT No.: KMC/XIII/115/76/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Cleaning and desilting of Pond of Dhopa Pukur in Ward No. 115, Booth-121;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,511.73;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **40 days.**

(14) NIT No.: KMC/XIII/115/82/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Road surface near 5 No. Colony Pond, 3/142, 283 Paschim Putiary Colony and Guard Railing of 5 No. Colony Pukur in Ward No. 115, Booth No. - 106;** Estimated Amount: **Rs. 4,96,508.21;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **45 days.** Last date and time of submission of bid: **15.12.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 9 to 14];** Tender will be opened on: **17.12.2025 (11 a.m.) [For Sl. No. 9 to 14].**

(15) NIT No.: KMC/XIII/116/01/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Cleaning and fencing works at Saradapally Pond (Chanditala Main Road Bye Lane) in Ward No. 116;** Estimated Amount: **Rs. 2,94,351.49;** Earnest Money: **Rs. 5,900.00;** Period of Completion : **30 days.**

(16) NIT No.: KMC/XIII/116/08/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Restoration and cleaning of Pond/Doba at 294/B, R. B. Road Bye Lane in Ward No. 116;** Estimated Amount: **Rs. 3,51,463.52;** Earnest Money: **Rs. 7,100.00;** Period of Completion : **30 days.**

(17) NIT No.: KMC/XIII/116/09/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Restoration and cleaning of Pond/Water Body at 328 R.B. Road Bye Lane in Ward No. 116;** Estimated Amount: **Rs. 4,44,241.00;** Earnest Money: **Rs. 8,900.00;** Period of Completion : **30 days.**

(18) NIT No.: KMC/XIII/116/11/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Restoration and cleaning of Pond/Water Body and its surrounding area at Senhati Jheel (Senhati Colony area) in Ward No. 116;** Estimated Amount: **Rs. 4,98,800.28;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 days.**

(19) NIT No.: KMC/XIII/116/36/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of existing ghat with ancillary civil works at Dhopar Math Pond (P.N. Mitra Brick field Road) in Ward No. 116;** Estimated Amount: **Rs. 4,66,522.48;** Earnest Money: **Rs. 9,400.00;** Period of Completion : **30 days;** Last date and time of submission of bid: **16.12.2025** up to **11 a.m. [For Sl. No. 15 to 19];** Tender will be opened on: **18.12.2025 (11 a.m.) [For Sl. No. 15 to 19];** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 19].**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/EEC/1/006/125/2025-2026, (2) NIT No. : KMC/EEC/1/006/121/2025-2026, (3) NIT No. : KMC/EEC/1/006/123/2025-2026, (4) NIT No. : KMC/EEC/1/003/198/2025-2026 published in this newspaper on 17.10.2025 (Key No. 1225/25-26) of Engineering (Civil)/ BR-I Department (Sl. No. 3, 4, 5, 45). Last date and time of submission of bid will be read as **04.12.2025 at 1 p.m.** instead of 03.11.2025 at 1 p.m. **[For Sl. No. 1 to 4]** and The tender will be opened on **06.12.2025** at **1 p.m.** instead of 06.11.2025 at 1 p.m. **[For Sl. No. 1 to 4].**

1452/25-26

অফবিট

বাংলাদেশি ক্রেতা নেই, ব্যবসা অর্ধেক! হাসিনার মৃত্যুদণ্ডে দিশেহারা নিউ মার্কেট-হগ মার্কেট

জি. দাস

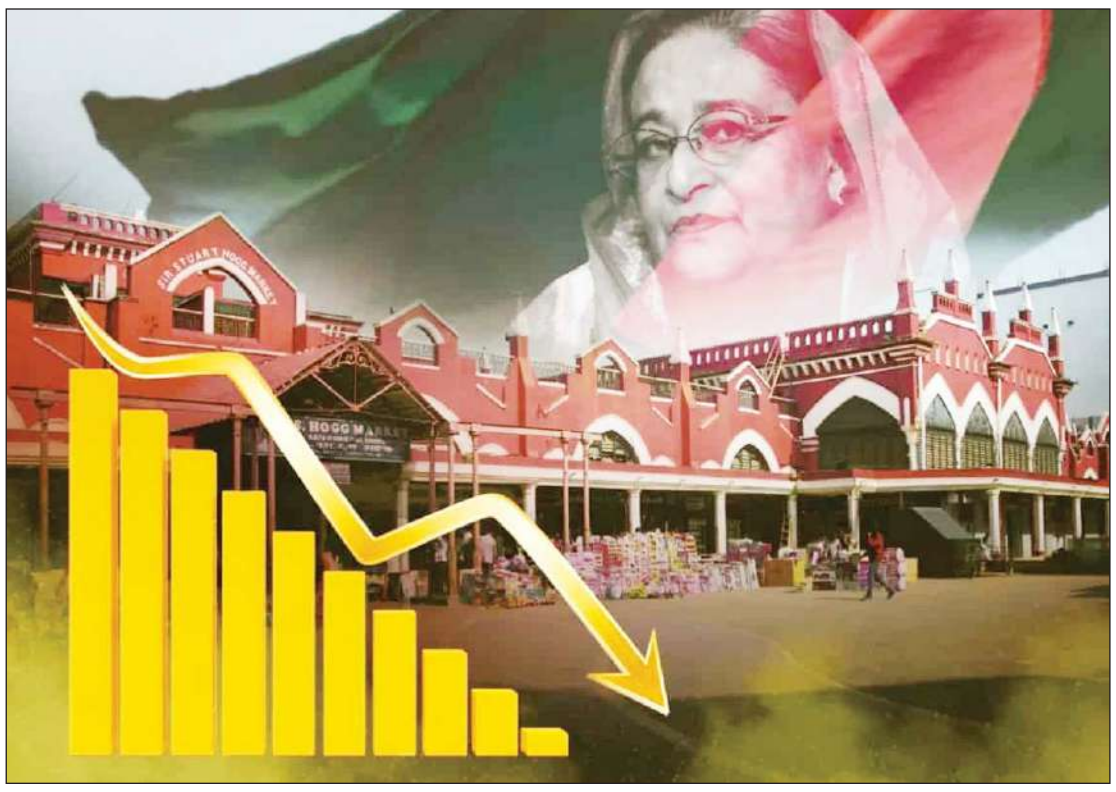

বাংলাদেশে সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন গত বছর ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়। বদলে যায় বাংলাদেশের খোলনলচে। অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হয় এবং দায়িত্বে আসেন মহম্মদ ইউনুস। তারপর থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। পরে জানা যায়, শেখ হাসিনা প্রতিবেশী দেশ ভারতেই রয়েছেন। সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। ওপর ওপর ইলিশ পাঠিয়ে শাক দিয়ে মাঠ ঢাকার চেষ্টা হলেও কূটনাতিক চাপানউতর যে রয়েছে, তা কারও অজানা নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মানুষজনের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। বাংলাদেশীরা আসতে পারছেন না। ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। মাস খানেক ধরে পরিস্থিতি সামান্য স্বাভাবিক হলেও মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি ছাড়া ভারতে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের লোকজন আসছেন না ফলে আগে যেমন শ্রীলেদার্স থেকে হগ মার্কেট, পার্কস্ট্রিটের বেশিরভাগ হস্টেল-হোটেল বাংলাদেশী কাস্টমারে ভরা ছিল, এখন সেসব অতীত। কলকাতার এই চত্বর অর্থা নিউমার্কেট এলাকার কাস্টমার বেশিরভাগই বাংলাদেশী। বাঙালিরা সাধারণত পছন্দ করে গড়িয়াহাট, হাতিবাগান বা দক্ষিণাপন। বাংলাদেশী আসা কমে যাওয়ায় ব্যবসা মার খাচ্ছে নিউ মার্কেট, হগ মার্কেটের প্রায় সব দোকানের। তাঁদের অনেকেই গড়িয়াহাট বা হাতিবাগান চত্বরে দোকান বসাচ্ছেন। কেউ কেউ ইতিমধ্যে জায়গা বদল করেও ফেলেছেন। এমন একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি সম্প্রতি জানান, তিনি বাধ্য হয়ে এক বছর পরিস্থিতি দেখার পর গড়িয়াহাটে দোকান ভাড়া নিয়ে চলে এসেছেন। উপায় নেই, পেট চালাতে হবে। আরেকজন আবার জানান, তাঁর পাইকারি ক্রেতা ছিল সব বাংলাদেশের, তাঁরা আর না আসায় পরিস্থিতি খুবই জটিল। অনলাইনে এত জিনিস পাঠানোও চাপের, সমস্যা রয়েছে লজিস্টিকেও, ফলে সম্ভব হচ্ছে না। তাঁদের একটাই কথা, হাসিনার সময়কালে সবকিছু খুব মসৃণ ছিল কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল! বেশিরভাগ লোকজনই দোকান অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। একই অবস্থা বিধান মার্কেটের। খেলার জার্সি থেকে ফুটবল, চকচকে শাড়ি থেকে সিন্থেটিক কাপড়, সব স্টকই প্রায় বাংলাদেশী খরিদ্দারের পছন্দের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু এক বছর ধরে বিক্রি বাট্টায় একটু হলেও ভাটা পড়েছে। নতুন স্টক এনেও ব্যবসায় বিরাট কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। সকলেই শেষ ১২-১৩ মাস ধরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশায় ছিলেন। কিন্তু কোথায় কী, স্বাভাবিক হওয়ার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সোমবার একাধিক মামলায় হাসিনার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। একই সাজা হয়েছে সেখানকার সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের। সাজা ঘোষণার পর হাসিনাকে অবিলম্বে ফেরত চেয়েছে ঢাকা। কোনওরকম দেরি না করে তার জবাব দিয়েছে দিল্লি। সোমবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানায়, ঢাকার রায়ের বিষয়টি দিল্লি সরকারিভাবে নথিভুক্ত করেছে। মনে রাখতে হবে ভারত সবসময়ে বাংলাদেশের মানুষের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার পক্ষেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে, ভারত ফেরাবে কি না সেবিষয়ে কিছু স্পষ্ট হয়নি। এক বছর ধরে হাসিনা ফেরার, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দিকে তাকিয়ে এই দোকানদারা বুঝতে পারছেন না এখন কী করবেন। আদৌ কি কোনওদিন আর বাংলাদেশী খরিদ্দাররা এদেশে আসবেন আর আগের মতো? উত্তর নেই কারও কাছে। আপাতত ব্যবসা বাঁচাতে বিকল্প পথ ভাবা ছাড়া কোনও উপায় নেই, বলছেন তাঁরা। শুধু খুচরো বিক্রেতারা সমস্যায় পড়েছেন, এমন নয়। ব্যবসা কমেছে পাইকারি ক্রেতাদেরও অর্থা যাঁরা বাংলাদেশের মালপত্র আমদানি করতেন এবং এদেশে বেচতেন। এদেশে আমদানি সেভাবে না হওয়ায় আসছে না শাড়ি, চকোলেট-সহ বহু জিনিস। এছাড়াও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো শপিং-ট্রিপে আসতেন, তাঁরা এখন ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ঢাকা-খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রামের ট্যুর অপারেটরদের মতে, গত এক বছরে কলকাতা ট্যুর বুকিং কমেছে ৬৫ শতাংশ। শুধু পর্যটন নয়, মেডিক্যাল ট্যুরিজম, প্যাকেজ ট্রেড, পাইকারি পোশাক কেনা- সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। এদিকে দু'দেশে কূটনৈতিক টানাপড়েন পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। কূটনীতিকদের মতে, ঢাকার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে হাসিনাকে ফেরত চাওয়া মানে সম্পর্কের নতুনভাবে 'দ্বন্দ্ব' তৈরি করা। ভারত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি, প্রত্যর্পণ নীতি এবং নিজেদের কৌশলাগত স্বার্থ, সব বিবেচনা করে এখনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। হাসিনাকে দিল্লি ফেরাবে কি না তা সময় বলবে। কলকাতার পরিস্থিতি যে শুধু এমন তা নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিও টালমাটাল। জামা কাপড় রফতানি কমেছে প্রায় ৯ শতাংশ, যার ফলে দেশটির ডলার-রিজার্ভ চাপে। এর প্রভাবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্যে, পেট্রাপোল-বেনাপোল ট্রেডে ট্রাক চলাচল কমেছে ২০-২৫ শতাংশ। ওয়াকিবহল মহলের দাবি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহ যত সময় নেবে স্থির হতে, তত সময় লাগবে 'ক্রস-বর্ডার শপিং'-ইকোনমি স্বাভাবিক হতে। ফলে নিউমার্কেটের এখন একটাই পথ, বিকল্প কেনাকাটার জনসংযোগ বাড়ানো, স্থানীয় ট্রেন্ড ফিরিয়ে আনা বা গড়িয়াহাট-হাতিবাগানের মতো বাজারে নতুন করে শিকড় গাড়া।

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন

জ্ঞানভবন গ্রুপ অফ স্কুল-এর তরফ থেকে সাবর্ণ সিংহকে এক্সেলেন্স এন এক্সট্রা-কারিকুরাল অ্যাক্টিভিটিজ-এর জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে, স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী অমিত ব্যানার্জি মহাশয় বিশেষ গুরুত্ব স্পেশাল বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন। অটিজম আছে যখন ২ বছর বয়সে ধরা পরে তখন আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চাদের থেকে জীবন অনেকটাই আলাদা হয়ে যায়। অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি ইত্যাদি থেরাপির মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে আসার এক অদম্য লড়াই বাচ্চাটির এবং তার অভিভাবকদের চলতে থাকে এক সুদীর্ঘ সময় ধরে। অদম্য জেদ ও লড়াইয়ের সংমিশ্রণে একজন অটিজম আক্রান্ত শিশু আস্তে আস্তে করুনার পাত্র থেকে নিজ কৃতিত্বে সমাজে নিজের পরিচয় স্থাপন করে। এই রকমই একটি লড়াইয়ের কাহিনী সাবর্ণ সিংহকে এবং তার বন্ধুদের নিয়ে বলা যায়। সাবর্ণ সিংহকে ছোট বেলা থেকে বিভিন্ন খেলায়, গানে, তবলায়, নাচে, আঁকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও দীর্ঘ সময় ধরে লড়াইয়ের পরেও তার

আগ্রহ তৈরি হয় না, এরপর জলে যদি কোন কারণে পড়ে যায় তখনকার বিপদের কথা ভেবে অভিভাবকরা সাবর্ণকে সাঁতার প্রশিক্ষণের কথা ভাবেন, সেখানেও প্রচুর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় কারণ একজন অটিজম আক্রান্ত শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ধৈর্য এবং সাহস আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রায়শই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে অভিযোগ সাবর্ণ সিংহ সাঁতার কাটতে পারবে না, অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁরা মনোসংযোগ করতে পারছেন ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যার কথা বলেন। স্বভাবতই ঐ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিন কয়েকের মধ্যেই ছাড়তে হয় সাবর্ণকে, এই সময়ে হাওড়ার জগাছায় পুস্পেন সামন্তের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে সাবর্ণ প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হয়। অদ্ভুত ব্যাপার সাবর্ণ এক সপ্তাহের মধ্যেই কারও সাহায্য ছাড়াই সাঁতার কাটতে শুরু করে এবং অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে সাতাঁর কাটায়। পুস্পেন সামন্ত স্যার সাবর্ণ সিংহর এই আগ্রহ লক্ষ্য করেন এবং তিনি সাবর্ণ এর অভিভাবকদের বলেন যে সাবর্ণ লং ডিসটেন্স সাঁতার কাটতে পারবে এবং সেভাবেই তিনি সাবর্ণ সিংহ কে প্রশিক্ষণ দেবেন। জলে পরে গেলে সাবর্ণ এর বিপদের কথা ভেবে সাবর্ণ সিংহ অভিভাবকরা সাঁতারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা যে সাবর্ণ সিংহ এর সাঁতারে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করবে ভাবতে পারেননি, উদাহরণ স্বরূপ গতবছরে সাবর্ণ ৫৮ গেটের কাছে দামোদর নদে ৩.৫কিমি. এবং বলাগড়ে গঙ্গা নদীতে ৫কিমি. সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ও দক্ষতার সঙ্গে স্থান অর্জন করে। ৫০০ মিটার এবং ১০০ মিটারে স্থান অর্জন করে। বর্তমান বছরে (প্রসাদপুর হতে বোয়ালিয়া) দামোদর নদে ১০কিমি. সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং স্থান অর্জন করে এবং ৫০০ মিটার ও ১০০ মিটার এ স্থান অর্জন করে।এই সব প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সাধারণ বাচ্চাদের সঙ্গে অটিজম আক্রান্ত বাচ্চাদের অর্থাৎ সাবর্ণ সিংহ, ঐশ্নিক মণ্ডল, শিবম, অনিন্দ্য, সারহানস এরাও আজ নিজ গুনে নিজের যোগ্যতায় নিজের পরিচয় তৈরি করছে। দুরন্ত বার্তার তরফ থেকে সাবর্ণ সিংহকে ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্যর জন্য শুভ কামনা রইল।।

দিল্লির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে পাকিস্তানই! স্বীকার প্রাক্তন পিওকে প্রধানমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বরঃ লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণকাণ্ডে প্রতিদিন উঠে আসছে নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য। একদিকে যেখানে তদন্তে উঠে এসেছিল হোয়াইট কলার মডিউলের নাম, দেখা গিয়েছে কীভাবে চিকিসকরাই জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। এবার দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের দায় নিল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রাক্তন 'প্রধানমন্ত্রী' আনোয়ারুল হক। যেখানে দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ড নিয়ে গোটা বিশ্ব নিন্দায় সরব হয়েছে, সেখানেই পাকিস্তানের নেতা নিজের মুখেই স্বীকার করে নিলেন যে দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের পিছনে তাদেরই হাত রয়েছে। চৌধুরী আনোয়ারুল হক। কট্টর ভারতবিরোধী হিসেবে পরিচিত রয়েছেন এই নেতা। দুই দিন আগেও তিনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বুধবার ওই নেতা রীতিমতো জোরালো দাবি করে বলেন, ''আমি আগেই বলেছিলাম, তোমরা যদি বালুচিস্তানে রক্ত ঝরাতে থাকো, তা হলে আমরা ভারতের কাশ্মীরের জঙ্গল থেকে শুরু করে লালকেল্লা পর্যন্ত প্রত্যাঘাত করব। আল্লাহর আশীর্বাদে আমরা সেটা করে দেখিয়েছি। ওরা এখনও মৃতদেহ গুনে চলেছে!'' পাকিস্তান এই বিষয় নিয়ে এখনও মুখ গোলেনি, তবে পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ ফের একবার ক্ষমতার আস্ফালন দেখানোর চেষ্টা

করেছেন। তিনি বলেছেন যে ইসলামাবাদ কখনওই ভারতের সঙ্গে পুরোদমে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারে না, তাই পাকিস্তান সর্বদা সতর্ক রয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে সামা টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আসিফ বলেছেন, ''আমরা ভারতকে এড়িয়ে যাচ্ছি না আবার বিশ্বাসও করছি না। আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতের সঙ্গে পুরদমে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না, তাই সতর্ক থাকতে হবে।'' প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের অন্দরে জন্মলগ্ন থেকেই পৃথক বালোচিস্তানের দাবি উঠে আসছে। সম্প্রতি বালুচ লিবারেশন আর্মি কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাক সেনার উপরে হামলা চালাচ্ছে। বালোচিস্তানের এই অশান্তির জন্য পাকিস্তান আবার ভারতকে দোষারোপ করছে। যদিও নয়া দিল্লি জানিয়েছে, এটা পাকিস্তান নিজের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে সকলের নজর ঘোরানোর চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। বালোচিস্তানের অশান্তিতে ভারতের কোনও ভূমিকা নেই।

মাদক চালাবে না দেশ, গর্জে উঠল জেন-জেড-রা, উৎখাত হবে আরও একটা সরকার?

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো সিটি, ২০ নভেম্বরঃ একটা গোটা দেশ চলছে মাদকের টাকায়। জনগণকে দেখাতে একটা সরকার আছে বটে, তবে সরকার চালায় দুস্কৃতী-অপরাধীরাই। রাজনৈতিক দলগুলো কম-বেশি নিজেদের স্বার্থে অপরাধীদের কাজে লাগায়, ব্যবহার করে। এ জিনিস সকলের জানা। কিন্তু এমন দেশের কথা শুনেছেন যেখানে অপরাধীরাই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? নামেই একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো আছে বটে, ভোটও হয়। তবে, আড়াল থেকে ক্রিমিনালরাই দেশ চালায়। মাদক ব্যবসার টাকায় চলে দেশের অর্থনীতি। দেশটার নাম মেক্সিকো। সেখানেই এবার বিদ্রোহের আগুন। শুরুটা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আমেরিকায় গাঁজা ও আফিমের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই চাহিদা মেটাতেই মেক্সিকোয় ব্যাপক আকারে শুরু হয় পোস্ত ও গাঁজা চাষ। কৃষকদের হাত থেকে যা পরে সংগঠিত অপরাধীদের হাতে চলে যায়। গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে বাজারে আসতে শুরু করে ফেন্টানিল, মেথামফেটামিনের মতো ল্যাবে তৈরি নানারকম সিন্থেটিক ড্রাগ। শুরুতে এগুলো কলম্বিয়ায় তৈরি হয়ে, মেক্সিকো দিয়ে আমেরিকায় ঢুকতো। পরে মেক্সিকোতেই এই মাদক তৈরি শুরু হয়। জন্ম হয় একাধিক ড্রাগ কার্টেলের। এই মুহূর্তে মেক্সিকোয় অন্তত আটটা বড় ড্রাগ কার্টেল বা মাদক পাচার চক্র দেশজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল, সিনালোয়া কার্টেল আর জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেল। সেনা, পুলিশ-কারও সাধ্য নেই তাদের ছোঁয়ার। মাদক ছাড়াও এরা তোলাবাজি, অস্ত্রের ব্যবসা, হিউম্যান ট্র্যাফিকিংয়ের মতো নানা বেআইনি কাজ করে। এলাকা দখল নিয়ে কার্টেলগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে। এরাই মেক্সিকোর রাজনীতি, অর্থনীতি-সব নিয়ন্ত্রণ করে। ২০০৬ সালে দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিলিপ কালদেরন প্রথম কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে সেনা আর পুলিশকে নামান। তাতে রক্তপাত আরও বেড়ে যায়। গত ২০ বছরে মাদককে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক লড়াইয়ে মেক্সিকোয় প্রায় ৩ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে এবার মেক্সিকোয় অন্য হাওয়া বইছে। মাদকের নেশা ছেড়ে মেক্সিকোর তরুণ প্রজন্ম মাদকের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে। তারা সরকারের সঙ্গে ড্রাগ মাফিয়াদের আঁতাতের অভিযোগ তুলছে। বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে সেনা-পুলিশ। এর আগে জেন জি-র বিক্ষোভের জেরে নেপাল, মাদাগাসকারে সরকারের পতন হয়েছে। ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, পেরু, মরক্কোর মতো দেশে সরকার না পড়লেও শাসকের মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছে। সেই জিনিসই এবার শুরু হল মেক্সিকোয়।

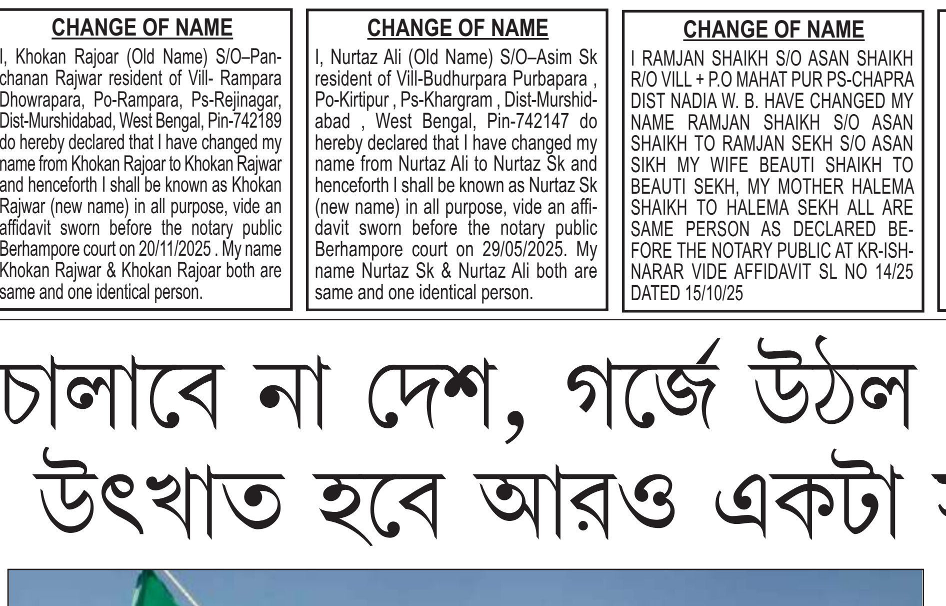

CHANGE OF NAME

I,SABBAL ISLAM (old name) S/O- MUNIRUDDIN , residing at VILL-EKDALIA PO-SAMBALPUR TAL PS-RATUA DIST-MALDA PIN-732102 do hereby declare that, I have changed my name from SABBAL ISLAM(OLD NAME) to SABBUL ISLAM (new name) and henceforth I shall be known as SABBUL ISLAM (NEW NAME) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court 20/11/2025. SABBUL ISLAM (NEW NAME) and SABBAL ISLAM (OLD NAME) both name are same and one identical person .

CHANGE OF NAME

I, Ranjit Sen (old name) son of Gopal Sen, residing at Vill & P.O – Sanekpur, P.S – Gopalnagar, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743701, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Kumar Sen (new name) as declared before the Ld. 1st Class A.C.J.M at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 13064 dated 17/10/2025. Ranjit Sen (old name) and Ranjit Kumar Sen (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MOSAMMAT RAHENA KHATUN W/O JAHIRUL ISLAM MONDAL residing at Vill-Sarapul, P.S.-Swarupnagar, North 24 Parganas -743286, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAHENA KHATUN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 19/11/2025. MOSAMMAT RAHENA KHATUN and RAHENA KHATUN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I SNEHASIS KARAN S/O SURENDRANATH KARAN residing at Vill-Ghersai, P.O.-Alankarpur, East Medinipur-721441, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SNEHASHISH KARAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 20/11/2025. SNEHASIS KARAN and SNEHASHISH KARAN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I MOSAMMAT ANISA KHATUN D/O ANCHAR ALI residing at Vill-Tentulia, P.O.-Chhoto Jagulia, P.S.-Swarupnagar, North 24 Parganas -743294, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANISA KHATUN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 20/11/2025. MOSAMMAT ANISA KHATUN and ANISA KHATUN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, BAKUNATH BISHAL (OLD NAME) S/O LATE DHARANI BISHAL ,RESIDING AT, VILL - KALIKAKUNDU , P. O - BARAGERIA , P. S - PINGLA PASCHIM MEDINIPUR, PIN NO -721140 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANKIM BISHAL DAS(NEW NAME) , AS DECLARED 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE PASCHIM MEDINIPUR SL NO - 19345 DATE 15/09/25 , BANKIM BISHAL DAS (NEW NAME) AND BAKUNATH BISHAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

CHANGE OF NAME

I, Binoy Dey (old name) son of Late Bimal Chandra Dey, residing at 5, Sahanagar Road, Kolkata – 700026, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Binoy Kumar Dey (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 10/2025 dated 20/11/2025. Binoy Dey (old name) and Binoy Kumar Dey (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rumi Sultan (Old Name) S/O–Md Umar Ali resident of Vill & Po-Pulinda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Rumi Sultan to Md Rumi Sultan and henceforth I shall be known as Md Rumi Sultan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 23/09/2025. My name Md Rumi Sultan & Rumi Sultan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hisabur Sk (Old Name) S/O–Mahit Sekh resident of Vill- Raipur , Po-Paglachandi , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741181 do hereby declared that I have changed my name from Hisabur Sk to Hichhabur Sekh and henceforth I shall be known as Hichhabur Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025. My name Hichhabur Sekh & Hisabur Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Moniruddin Sk (Old Name) S/O–Bahar Sk residing at Vill-Alampur , PO-Chhatai , PS-Ranitala , Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Moniruddin Sk to Maniruddin Sk and henceforth I shall be known as Maniruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025. My name Maniruddin Sk & Moniruddin Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Piarul Islam (Old Name) S/O–Sahedulla Mandal resident of Vill-Chandibati , Po-Mridadpur , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Piarul Islam to Piyarul Islam and henceforth I shall be known as Piyarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025. My name Piyarul Islam & Piarul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Baharun Nisha (Old Name) W/O–Rijaul Karim resident of Vill-Kazipara , Po-Kamnagar , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Baharun Nisha to Baharun Bibi and henceforth I shall be known as Baharun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 02/09/2025. My name Baharun Bibi & Baharun Nisha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Ailm (Old Name) S/O–Afajuddin Sk resident of Vill-Narikelbagan , Po-Bhattabati , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Ailm to Abdul Alim and henceforth I shall be known as Abdul Alim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025. My name Abdul Alim & Abdul Ailm both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Khokan Rajoar (Old Name) S/O–Panchanan Rajwar resident of Vill- Rampara Dhowrapara, Po-Rampara, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Khokan Rajoar to Khokan Rajwar and henceforth I shall be known as Khokan Rajwar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025 . My name Khokan Rajwar & Khokan Rajoar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nurtaz Ali (Old Name) S/O–Asim Sk resident of Vill-Budhurpara Purbapara , Po-Kirtipur , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Nurtaz Ali to Nurtaz Sk and henceforth I shall be known as Nurtaz Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/05/2025. My name Nurtaz Sk & Nurtaz Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I RAMJAN SHAIKH S/O ASAN SHAIKH R/O VILL + P.O MAHAT PUR PS-CHAPRA DIST NADIA W. B. HAVE CHANGED MY NAME RAMJAN SHAIKH S/O ASAN SHAIKH TO RAMJAN SEKH S/O ASAN SIKH MY WIFE BEAUTI SHAIKH TO BEAUTI SEKH, MY MOTHER HALEMA SHAIKH TO HALEMA SEKH ALL ARE SAME PERSON AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNARAR VIDE AFFIDAVIT SL NO 14/25 DATED 15/10/25

CHANGE OF NAME

I SURAJ KUMAR SAHA Old Name S/o, late Gour Chandra Saha, resident of 35/1/A, R.N.Tagore Road, opp. A.V.High School, P.O.Krishnanagar, P.S. Kotwali, Dist. Nadia, W.B. do hereby declare that I have changed my name from SURAJ KUMAR SAHA (Old Name) to SURAJ SAHA | New Name) and henceforth I shall be Known as SURAJ SAHA (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 73 sworn before in the court of the Ld. Judicial Magistrate (1" class), Nadia at Krishnanagar on 15/11/2025 (New Name) SURAJ SAHA and (Old Name) SURAJ KUMAR SAHA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,BIBI JAHANNARA (old name) W/O- MUNIRUDDIN , residing at VILL-EKDALIA PO-SAMBALPUR TAL PS-RATUA DIST-MALDA PIN-732102 do hereby declare that, I have changed my name from BIBI JAHANNARA (OLD NAME) to JAHANNARA (new name) and henceforth I shall be known as JAHANNARA (NEW NAME) in all purpose ,vide affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court 20/11/2025. JAHANNARA (NEW NAME) and BIBI JAHANNARA (OLD NAME) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,MD RAKESH SK (old name) S/O- ABDUL BARI , residing at VILL-CHAKPARA PO-LASKARPUR PS-LALGOLA DIST-MURSHIDABAD PIN-742148 do hereby declare that, I have changed my name from MD RAKESH SK(OLD NAME) to MOHAMMAD RAKESH SEKH (new name) and henceforth I shall be known as MOHAMMAD RAKESH SEKH (NEW NAME) in all purpose ,vide affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court 20/11/2025.MOHAMMAD RAKESH SEKH(NEW NAME) and MD RAKESH SK (OLD NAME) both name are same and one identical person .

Change of Name

I, Md Habibur Rahaman, D/o- Farhana Parvin, Resident at, Vill & Po-Rameswarpur, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, 742134, West Bengal, do hereby declare that I have changed my daughter name Mst Farhana Parvin to Farhana Parvin (New name) I shall be known as Farhana Parvin vied affidavit no. 15AC 079242 before the Executive magistrate at S.D.E.M (S) Court on 04/11/2025 Mst Farhana Parvin & Farhana Parvin same and one identical person.

Change of Name

I, Jalauddin Sk (Old name) S/o-Rabban Sk, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist-Murshidabad, 742302, West Bengal, I have changed my name Jalauddin Sk to Jalaluddin Sk (New name) I shall be known as Jalaluddin Sk Vied affidavit before the Notry at Berhampore on 20/11/2025 Jalaluddin Sk & Jalauddin Sk same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমিরুল ইসলাম চৌধুরী (পুরোনো নাম) পিতা- জিকরিয়া চৌধুরী গ্রাম- কেতুগ্রাম, ডাকঘর- কেতুগ্রাম, থানা- কেতুগ্রাম জেলা - বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের বাসিন্দা, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে জালালউদ্দিন চৌধুরী (নতুন নাম) হিসাবে পরিচিত হল যা ১৯-১১-২০২৫ তারিখের হলফ নামা দ্বারা কাটোয়া ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট জুডিসিয়াল কোর্ট এভি -ডেভিড পাবলিকের সামনে ঘোষিত হয়েছে। আমিরুল ইসলাম চৌধুরী (পুরোনো নাম) এবং জালালউদ্দিন চৌধুরী (নতুন নাম) উভয়েই একই অভিন্ন ব্যাক্ত।

Change of Name

I, Baby Shaikh (Old name) W/o-Noor Selim Sk, Resident at, Vill & Po- Gudhia, Ps & Dist-Murshidabad, 742302, West Bengal, I have changed my name Baby Shaikh to Baby Bibi (New name) I shall be known as Baby Bibi Vied affidavit before the Notry at Berhampore on 20/11/2025 Baby Shaikh & Baby Bibi same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মনসুরা বিবি আমার স্বামী-আমিরুল ইসলাম চৌধুরী(পুরোনো নাম) গ্রাম- কেতুগ্রাম, ডাকঘর- কেতুগ্রাম, থানা- কেতুগ্রাম জেলা - বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের বাসিন্দা, আমার স্বামীর নাম পরিবর্তন করেছি এবং উনি এখন থেকে জালালউদ্দিন চৌধুরী (নতুন নাম) হিসাবে পরিচিত হবেন যা ১৯-১১-২০২৫ তারিখের হলফ নামা দ্বারা কাটোয়া ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট জুডিসিয়াল কোর্ট এভি -ডেভিড পাবলিকের সামনে ঘোষিত হয়েছে। আমিরুল ইসলাম চৌধুরী (পুরোনো নাম) এবং জালালউদ্দিন চৌধুরী(নতুন নাম) উভয় একই ব্যক্তি।

Change of Name

I, Md Mainul Islam (Old name) S/o- Harejulla sk, Resident at, Vill & Po- Swaruppur, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, 742166, West Bengal, I have changed my name Md Mainul Islam to Mainul Islam (New name) I shall be known as Mainul Islam vied affidavit before the Notry at Berhampore on 20/11/2025 Md Mainul Islam & Mainul Islam same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Subhajit Hazra পিতা Sanjoy Hazra ঠিকানা- বোলপুর,বীরভূম,আমার মায়ের আসল নাম Toni Hazra,ভুলবশত আমার জন্ম সার্টিফিকেটে তার নাম Tanima Hazra হয়ে গেছে। ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর Affidavit (No.Sl-J281) Dated 14.11.25.Toni Hazra ও Tanima Hazra একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি

CHANGE OF NAME

I, SHIPRA ROY, D/o SUSHANTA KUMAR ROY, residing at Itna Banipur, P.O. Banipur, P.S. Habra Dist North 24 Pgs shall henceforth be known as SHIPRA RAY, D/o SUSHANTA RAY, as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No 587/25 dt 6/11/2025. SHIPRA ROY, D/o SUSHANTA KUMAR ROY and SHIPRA RAY, D/o SUSHANTA RAY both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarmistha Bhattacharjee (Old Name) D/o Pintu Chakraborty Residing at 166 N, Parnasree Pally, Vtc+P.o - Parnasree Pally, District - Kolkata, Pin - 700060, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sarmistha Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 39/2025 Dated 20-11-2025. Sarmistha Bhattacharjee (Old Name) and Sarmistha Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Sarfraz Alam (Old Name) S/o Late Abdul Sattar Residing at 201, 23 Bipradas Chatterjee Lane, P.o - Shibpur, P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md. Sarfaraj Alam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-11-2025. Mohammad Sarfraz Alam (Old Name) and Md. Sarfaraj Alam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bharti Bhowmick (Old Name) W/o Malay Kumar Bhowmik Residing at Narayanpur Tentultala, Near Rabindra Sangha Club, Rajarhat, Rajarhat Gopalpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Bharati Bhowmick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 38/2025 Dated 20-11-2025. Bharti Bhowmick (Old Name) and Bharati Bhowmick (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Debisha De , পিতা- দেবাশীষ দে, মাতা- শ্রীমতী মানসী হাজরা, বর্তমান বাসস্থান, ৩৩, ফকিরপাড়া রোড, পোঃ- বেহালা, থানা- পর্ণশ্রী, কোলকাতা-৭০০০৩৪, এইমর্মে সকলকে জানাতে চাই যে ক্যালকাতা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে ২০.০৪.২০২৩ তারিখে হলফনামা নংঃ ২১৯১ মোতাবেক আমার নামটি বদল করে Debisha Dey নাম গ্রহন করেছি। Debisha De ও Debisha Dey এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে মাংস কাটায় বাড়ছে দৃশ্য দূষণ, শিশুদের মনে পড়ছে প্রভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে যত্রতত্র প্রকাশ্যে মাংস কাটা চলছে আর তার যার জেরে বাড়ছে দৃশ্য দূষণ, সাথে

সেই সব দৃশ্য দেখে শিশুদের মনে পড়ছে প্রভাব। জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছর আগের দেশের সর্বোচ্চ আদালত একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও মাংসের দোকান জনসমক্ষে কাটা মাংস ঝুলিয়ে রাখতে পারবে না এবং দোকানটিকে আচ্ছাদিত করে রাখতে হবে যাতে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ পশুর কাটা দেহ দেখতে না পান। তার জন্য রাস্তার ধারে যত্রতত্র মাংস কাটা বা জীবজন্তুর পাখির মাংস হোক না কেন সব কাঁচ দিয়ে ঢেকে বিক্রি করতে হবে। প্রতিটি পুরো বা পঞ্চায়েত এলাকার এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির করার কথা যেখানে মাংস কাটা হবে এবং মাংস কাটার পরে বর্জ্য বস্তু বিষয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর সাথেই সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশনামা একতা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তবে সব স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয় কার্যকরী করার জন্য সাময়িকভাবে বিভিন্ন দোকানে কাজে লাগিয়ে কাটা মাংস আরো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে তা এখন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পরেছে। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তাছাড়া এবিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারে পরিবেশ নিয়ে বা শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলির ও কর্তব্য এই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রশাসনকে সতর্ক করা জেলাজুড়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট মহকুমা শহর গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি হরিরামপুর, তপন, কুমারগঞ্জ, হিলি সহ সমগ্র জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় হাট, বাজার, রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে মাংস কাটার দৃশ্য দূষণ এবং মানুষের মধ্যে নানান সমস্যা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন জায়গায় মাংস কেটে যেভাবে দোকানে দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয় তা অত্যন্ত দৃশ্য দূষণ এর সৃষ্টি করে বিশেষ করে শিশুদের মনে হিংসা নামক মনো ভাবনার উদ্রেক ঘটায় কেবলমাত্র প্রকাশ্যে মাংস কাটা নয় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয় কাটা পশুপাখির বর্জ্য যার ফলে জল দূষণ জনিত তৈরি হলো আমরা সেই সব কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এইবিষয়ে জেলার কিছু পরিবেশবিদ ও মনোবিশেষজ্ঞরা জানান, প্রকাশ্যে এভাবে মাংস কাটাতে শিশু ও বড়দের মনে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে তৈরি হয় হিংসা এই দৃশ্য দেখে অনেকে নানান অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয় শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই সেই কারণে প্রশাসনের অতিসত্বর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

দিন দিন দূষিত হচ্ছে তারাপীঠের দ্বারকা নদী

রামপুরহাট, বীরভূম, ২০ নভেম্বর ঃ বীরভূমের মধ্যে অবস্থিত তারাপীঠের দ্বারকা নদী। তারাপীঠ মন্দিরে আগত পর্যটকদের বিশ্বাস এই দ্বারকা নদীর জল মাথায় নিয়ে মা তারার মন্দিরে পুজো দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে দীর্ঘদিন থেকে দ্বারকা নদীর অবস্থা বেহাল। দ্বারকা নদীর দুই ধারে থাকা হোটেল ও লজগুলি থেকে দিনের পর দিন নোংরা জল নদীতে মিশছে। একাংশের বিরুদ্ধে ওই নদীতে দূষণ ঘটানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার দূষণ ঠেকাতে লজ মালিকদের সতর্ক করল প্রশাসন। নদীর দুই পাড়ে থাকা হোটেল ও লজ মালিকদের সতর্ক করেছে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। অভিযোগ, ওই সমস্ত লজ তাদের ব্যবহার করা জল দ্বারকা নদীতে ফেলছে। এর পাশাপাশি আশেপাশের লজে থেকেও নোংরা আবর্জনা রাতের অন্ধকারে নদীতে ফেলা হচ্ছে। এই নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের তরফ থেকে লজ মালিকদের সতর্ক করলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ অফিসে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয় লজ মালিক সমিতির সদস্যদের। বৈঠকে ছিলেন রামপুরহাট মহকুমাশাসক অশ্বিন বি রাঠৌর, তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা এলাকারা বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকেরা।

আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তারাপীঠে দ্বারকা নদীর দূষণ রোধে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে প্রশাসন সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। হোটেল বা লজের ব্যবহার করা জল যাতে দ্বারকা নদে না পড়ে, তার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর থেকে তারাপীঠে জন পরিশোধন প্রকল্প করেছে। তিনি আরও জানান, ওই প্ল্যান্টে তারাপীঠের সমস্ত লজ-হোটেল- রেস্তরাঁর ব্যবহার করা জল পরিশ্রুত করা হবে। তবে, এই বিষয়ে সমস্ত লজ মালিকদের সচেতন করা হলেও বেশ কয়েকটি লজ সেই সতর্কতার তোয়াক্কা করে না বলে অভিযোগ। ওই সমস্ত হোটেল মালিকদের সরকারি নির্দেশ মেনে সাত দিনের মধ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং দ্বারকা নদীতে নিজেদের ব্যবহার করা জল না ফেলার বিষয়ে বৈঠকে সতর্ক করে দিয়েছেন রামপুরহাট মহকুমা শাসক। সাত দিনের মধ্যে লজ মালিকেরা উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিধায়ক।

পুরানো পরিকাঠামো এখনো হাপু খেলা দেখাচ্ছে পাঁচারুল সাবরেজিস্ট্রেশন অফিস

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২০ নভেম্বর ঃ ষাট বছর ধরে জমি - জায়গা রেজিস্ট্রেশন করতে করতে বুড়ো হয়েছে উদয়নারায়ণপুরের পাঁচারুল সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস। অফিসটি দু ' তলা। বার্ধক্যের ভারে বেসামাল হয়ে পড়েছে অফিসটির পরিকাঠামো। অফিসটির ভিতর

ও বাইরের দেওয়াল এবং ছাদ থেকে খসে খসে পড়ছে পলেস্তারা। ছাদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল। বর্ষায় অফিসে কোনো কাজ করাই যায় না। অফিস ঘরটিতে কাজ করার পরিসর সীমিত। অফিস কর্মী থেকে দলিল লেখকদের কাজ করার ঠিকমতো পরিবেশ ও নেই। প্রকৃত জমি - জায়গা রেজিস্ট্রেশনকারীদের বসার জায়গা সঙ্কুলান না হওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে হয় তাদের। সামগ্রিক পরিবেশ নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কোলাহলপূর্ণ। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা এর মতো চলছে দালালচক্রের রমরমা। বাৎসরিক প্রায় তিন কোটির বেশি টাকা রেভিনিউ সরকারকে কালেকশন দেওঠা অফিসটির এহেন পরিস্থিতি দেখে সবাই হতবাক। জমি - জায়গা রেজিস্ট্রেশনকারীগণ এহেন পরিস্থিতি থেকে অফিসটিকে নতুন রুপে দেখার জন্য দিন গুনছেন এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। এই সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসটি গড়ে উঠেছিল ১৯৬৪ সালে। জমি দান করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গত অজিত সামন্ত। মোট ৫ শতক জায়গার ৩ শতক জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে অফিসটি। আগে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসটি ছিল আমতায়। সপ্তাহে দু ' দিন আমতা এবং দু ' দিন পাঁচারুলের জমি - জায়গা রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলতো আমতার অফিসে। পরবর্তী সময়ে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে পাঁচারুলের এই অফিসটি অনুমোদন পায়। বর্তমানে এই সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে উদয়নারায়ণপুরের ৭৫ টি মৌজার জমি - জায়গা রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয়। দু ' অফিসের বর্তমানে উপর তলার ঘরটি পরিত্যক্ত। অফিসঘর এবং দালানের মাথার উপর থেকে পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে প্রায় ৬০ টি জায়গা থেকে। সেই জায়গা গুলিতে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে করে কিছু সুফল মেলেনি। অফিসের অনুমোদন প্রাপ্ত দলিল লেখকদের তালিকায় নাম আছে ১৫ জনের। বাস্তবে আছেন ৫ জন। কপিরাইটারগণের তালিকায় আছে ৬ জনের নাম। দোরে বসে দলিল লেখার কাজ হয়। রোদ - জল, ঝড় আটকানোর কোনো শেড নেই। দোরে বসার বেঞ্চ আছে গুটিকযেক। দলিল লেখকদের কাছ থেকে জানা গেল তাঁদের সাথে জমি- জায়গা রেজিস্ট্রেশন করতে আসা মানুষজন মিলেমিশে একাকার। দলিল লেখায় মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে। দলিল লেখকদের প্রতি অফিস কর্তৃপক্ষ একেবারেই উদাসীন। দলিল লেখক সমিতির সম্পাদক বিমল ধাড়া অভিযোগের সুরে বলেন, এখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দালালচক্র। বেশিরভাগ সময় বসার বেঞ্চ ও দোরের দখল নেয় দালালরা। বঞ্চিত হচ্ছেন দলিল লেখকেরা। তেমন কাজ ও পাচ্ছেন না দলিল লেখকেরা। দালালদের কাজই এখানে বেশি হচ্ছে । বিমল ধাড়া আরও অভিযোগ করে বলেন , অফিসে যে দু ' জন কম্পিউটার ম্যান আছেন তাঁরা নিয়োগ হয়েছেন ২০০৭ সালে। ওয়েবেল কোম্পানি এদের নিয়োগ করেছে। রেজিস্ট্রীকৃত দলিল লেখকদের এরা পাত্তাই দেয় না। দালালদের কাজ আগে করে দিচ্ছে এঁরা। জমি - জায়গার ভ্যালুয়েশন এরাই কষছে। এই দালালদের সঙ্গে কম্পিউটার ম্যান দু ' জন এবং অন্য অফিস কর্মীদের সঙ্গে বাঁহাতের কাজ চলে। অফিসে গিয়ে দেখা গেল অফিসের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নোংরা ও জঞ্জাল পূর্ণ। বাথরুম দু ' টি। মহিলা ও পুরুষ বাথরুম পাশাপাশি। ছাদহীন, নাকে আসছে প্রসাবের দুর্গন্ধ। দু ' টি টয়লেটের একটি পরিত্যক্ত। সাইকেল, বাইক, চারচাকা রাখার ঠিকমতো জায়গা নেই। অফিসের পিছন দিয়ে হাওড়া - পাঁচারুল পিচ রাস্তা।ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে পাঁচারুল শ্রীহরি বিদ্যামন্দির এবং আশা মলিনা বালিকা বিদ্যালয়। বহু ছাত্র -ছাত্রী , শিক্ষক - শিক্ষিকা, অভিভাবক - অভিভাবিকারা, সাধারণ মানুষ অফিসের পাশ দিয়েই যাতায়াত করেন। এই রাস্তাটিতে কোনো বাম্পার না থাকার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট জোনে পরিণত হযেছে এলাকাটি। জানা গেল, পুরানো এই অফিসটি ভেঙে নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য আশা মলিনা বালিকা বিদ্যালয়ের দু ' টি ঘর ভ্রাম্যমাণ অফিস হিসাবে ভাড়া নেওয়ার কথা ও আগিয়েছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। কিন্তু কি কারণে এই প্রক্রিয়া থেমে গেল সেই প্রশ্নের উত্তর এখন বিশবাঁও জলে।

ভুতনিতে শুরু ডি.ওয়াই.এফ.আই সংগঠনের বিনামূল্যে পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ নভেম্বর ঃ গঙ্গায় তলিয়েছে বাড়িঘর ভিটে মাটি, বাদ পড়েনি স্কুল। বাড়ি ঘরের সঙ্গে বিলীন হয়েছে বাড়ির আসবাবপত্র-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শুধু তাই নয়, টানা চার মাস ব্যাপী জলমগ্ন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন মালদহের ভুতনি দ্বীপের বাসিন্দারা। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এখনও খোলা আকাশের নিচেই দিন কাটছে বাড়িঘর ভিটেমাটি হারানো পরিবার। নেই কোনরকম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। হয়নি শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ। তাই এবার এলাকায় শিক্ষার আলোকে ফুটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হল বামফ্রন্টের ডি.ওয়াই.এফ.আই সংগঠন। মালদার ভুতনি দ্বীপে শুরু হল বিনামূল্যে স্থায়ী পাঠশালা। বামফ্রন্টের ডি.ওয়াই.এফ.আই সংগঠনের উদ্যোগে চালু করা হল সুবোধ চৌধুরী নামক পাঠশালা। যেখানে পড়ানো হবে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শতাধিক পড়ুয়াদের। এদিন মালদার ভুতনির কার্তিকটোলা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের এই পাঠশালার। সূচনার দিনেই প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া অংশ নেয় এই পাঠশালায়। আগামীতে আরও শতাধিক পড়ুয়া এই পাঠশালায় আসবে বলে দাবি ডি.ওয়াই.এফ.আই নেতৃত্বের।

শনিবার থেকে আরও বেশি মেট্রো

কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ একই সঙ্গে হাওড়া ময়দান সেক্টর ফাইভ গ্রীন করিডরেও শনিবার থেকে আরও বেশি ট্রেন চালানোর কথা জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ওইদিন থেকে এই করিডরে ১৮৬টির পরিবর্তে আপ ও ডাউন মিলিয়ে দিনে মোট ২০২টি ট্রেন চালানো হবে।

ITC LIMITED
Regd. Office: Virginia House, 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata, West Bengal, 700071

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities/ applicant [s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s]. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Name[s] of Holder[s]	Folio No.	Certificate No.(s)	Distinctive Nos.	No. of Shares	Kind of Securities and Face Value
KULWANT SINGH RANDHAWA (Deceased)	18/02272	203449 254387	3898082758 To 3898095642 8098055137 To 8098061578	12885 6442 (Total 19327 Shares)	Equity and F.V. Rs. 1/-

Place: Ludhiana, Punjab
Date: 20/11/2025
Name of the Claimant(s)
GURMINDER SINGH

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি অনিতা বর্মন, স্বামী-শ্রী আনন্দ বর্মন, সাকিন-পশ্চিম রায়নগর, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-১৪২, মৌজা-পশ্চিম রায়নগর, দলিল নং-১৭২১/২০২৫, তারিখঃ-০৪.০৪.২০২৫ মূলে Balurghat ADSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৯৩৫ ও ৯৩০, দাগ নং-এল আর ৪৩২ ও ৪৫৭, (২.০+১.৫) সর্বমোট ৩.৫ শতক পরিমাণ ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ Balurghat ADSR Office এ ৩৩৬৪/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রীমতি সংযুক্তা চৌধুরী, পিতা-মৃত সুবীর কুমার চৌধুরী ওরফে সুবীর চৌধুরী, সাং-হোসেনপুর, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) (আমমোক্তার দাতার নাম ১) শ্রীমতি জয়া উপধ্যায় সর্ব্বাধিকারী, স্বামী-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, ২) শ্রী আবীর সর্ব্বাধিকারী, পিতা-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, উভয়ের সাং-ডাকরা, পোঃ-চকভৃগু, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারকোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নিরঞ্জন শীল (অ্যাডভোকেট)
বালুরঘাট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি সঙ্গীতা মহন্ত, স্বামী-অমিত অধিকারী, সাকিন-মঙ্গলপুর, পোঃ ও থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-১৪২, মৌজা-পশ্চিম রায়নগর, দলিল নং-৭৯১/২০২৪, তারিখঃ-০৮.০২.২০২৪ মূলে Dakshin Dinajpur DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৯৩০, দাগ নং-এল আর ৪৩১ ও ৪২৯ মোট (০৩+০.৪৫)= সর্ব মোট ৩.৪৫ শতক পরিমাণ ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ Balurghat ADSR Office এ ৩৩৬৪/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রীমতি সংযুক্তা চৌধুরী, পিতা-মৃত সুবীর কুমার চৌধুরী ওরফে সুবীর চৌধুরী, সাং-হোসেনপুর, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) (আমমোক্তার দাতার নাম ১) শ্রীমতি জয়া উপধ্যায় সর্ব্বাধিকারী, স্বামী-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, ২) স্ত্রী আবীর সর্ব্বাধিকারী, পিতা-স্বর্গীয় উজ্জ্বল সর্ব্বাধিকারী, উভয়ের সাং-ডাকরা, পোঃ-চকভৃগু, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নিরঞ্জন শীল (অ্যাডভোকেট)
বালুরঘাট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট

Press Notice

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 28/BDO/ BZR of 2025-26/Sl no.01 to Sl no.47** dated. **18.11.2025** for execution of **47 nos** scheme under **APAS-2025** fund as per schedule below:-

Schedule of Tender

Date of publication of NIT	: 18-11-2025
Last Date & Time of application for purchasing tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last Date & Time of issue of tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last date & Time of dropping of tender bid	: 27-11-2025 upto 03:00 PM
Date & Time of Tender opening	: 27-11-2025 at 04:00 PM

For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 29/BDO/ BZR of 2025-26/Sl no.01 to Sl no.30 dated. 18.11.2025** for execution of **30 nos** scheme under **APAS-2025** fund as per schedule below:-

Schedule of Tender

Date of publication of NIT	:18-11-2025
Last Date & Time of application for purchasing tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last Date & Time of issue of tender form	: 27-11-2025 upto 02:00 PM
Last date & Time of dropping of tender bid	: 27-11-2025 upto 03:00 PM
Date & Time of Tender opening	: 27-11-2025 at 04:00 PM

For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sd/-
Block Development Officer
Barabazar Dev. block
Purulia

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-75/2025-26 (SL No-02, 07, 08, 09 & 10) Tender Id is- 2025_MAD_934273_2, 2025_MAD_934273_7, 2025_MAD_934273 8, 2025_MAD_934273_9 & 2025_MAD_934273_10** Bid Submission closing date (Online)-17/12/2025 instated of 18/11/2025 and Bid Submission opening date (Online)- **19/12/2025** instated of **20/11/2025.** Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- **Chairperson, Dankuni Municipality**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO.: UKM/011/WW/2025-2026, DATED: 21.11.2025.

1. Lifting & Lowering seven numbers pump motor set from different pump house under U.K.M. 2. Rewinding & Repairing of seven numbers pump motor set from different pump house under U.K.M. 3. Supplying Electrical Materials. Bid Submission closing Date- **01.12.2025. before 1.00 p.m.** For More Details- Visit **www.uttarparamunicipality.in**

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block , South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com

Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 18,19,20,21,22,23,24/APAS/SGP-1/202526 dt: 20/11/2025** (Fund-APAS) Last Date of Bid Submission: **17/12/2025, 14:00 Hrs.** Date of Opening: **19/12/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/ ৪২এন্ড৪৩, তারিখ ঃ ১৮-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং -১; টেন্ডার নং ঃ** এপি-এসটি-৪২-২০২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন নিউ বানেশ্বর-নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যে কিমি-১৩৬/৫-৬ -এ বিআর নং ১৪৩ এবং ৩১ (হিউম পাইপ) আরসিসি বাক্স ৩.০ মি × ৩.০ মি -এর প্রতিস্থাপন (এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১১,৬৮,০২২/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২৩,৪০০/- টাকা; **ক্রম নং -২; টেন্ডার নং ঃ** এপি-এসটি-৪৩-২০২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে ১৫টি স্টেশনে ২১টি এটিভিএম-এর স্থাপন এবং এলএএন সংযোগের খরচ (এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,২০,৯৪৩.৫২/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **টেন্ডার খোলা ১৫-১২-২০২৫** তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Notice inviting E-Tender
Keoradanga Gram Panchayat

Keoradanga GP inviting e-Tender for eNIT 1126/KGP/Bish-1/2025 dated 14/11/2025 (Ghat-4, Bench-2, Road-30, Pond cleaning-2, Ministage-3, Solar light-3, shed-2, Culvert-1) and NIT No - 1132/KGP/Bish-I/2025 dated 18/11/25 (Waste bin-4, Road-2, Urinal-1, Drain-02, Shed-1, Pond-1, before Platform-1) for APAS Fund, Date of Bid Submission on or for **e-Tender. 11/12/2025**, and **NIT 28/11/2025. upto 2.00 pm** For more details visit Website **www.wbtenders. gov. in** and G.P. office.

Sd/- Prodhan
Keoradanga GP
Bishnupur-1 Block, 24pgs (S)

আমি, দিব্য পিঞ্চা মুকিম, শ্রী বিকাশ মুকিমের স্ত্রী, হংসরাজ পিঞ্চার কন্যা, ৩০১, গোলাঘাটা রোড, ভিআইপি টেরেস, ব্লক-ডি, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৫এ, লেক টাউন, বিধাননগর পুলিশ স্টেশনের অধীনে, কলকাতা - ৭০০০৪৮-এ বসবাস করি এবং এখন থেকে দিব্য মুকিম নামে পরিচিত থাকব, যেমনটি হাওড়ার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতে ১৯.১১.২০২৫ তারিখের হলফনামা নং ৯৯০৪ অনুসারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দিব্য পিঞ্চা মুকিম এবং দিব্য মুকিম উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Notice Inviting e-Tender

Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. are- **07/A-II GP/25-26 (Sl. No 01 & 02), Dt-17/11/25** for SINKING OF TUBEWELL under 15th FC Fund & 08/ A-II GP/25-26 (Sl.No 01 to 06), Dt-17/11/25 for INSTALLATION OF WATER PURIFIER under 15th FC Fund, Bid Submission last dt-**13/12/25 & 16/12/25, up to 11.00 AM.** The N.I.eT. Documents and others details is available in the website **wbtenders.gov.in.**

Sd/-Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

Abridged Tender Notice
GOVT. of WEST BENGAL

Notice Inviting Tender No: 07 of 2025-26 of E.E (A-I), Malda (A-I) Division, Malda. Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. DISMANTLING OF LIME CONCRETE AND REMOVAL OF RUBBISH FROM THE ROOF OF JAL SAMPAD BHAVAN, MADHABNAGAR, MALDA, Last Date of Application : **27.11.2025 upto 16:00 Hrs.** Details may be obtained from the office.

Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Malda (A-I) Division, Malda.

NOTICE OF INVITING e-TENDER

Applications are invited from bonafied contractors/agencies vide e-Tender bearing no. 583, 584, 585, 586, 588/ AGP/TN/2025 on dated 19.11.2025 & NIT bearing no. 578,579,580,581,582, 589, 590, 591, 593/ AGP/TN/2025 on dated 19.11.2025 under APAS & PLC. The Last date for submission of Bids for e-Tender is 17.12.2025 (upto specified time in portal) and NIT is 28.11.2025 respectively. The opening schedule for e-tender and NIT has been fixed on **19.12.2025 and 01.12.2025** respectively. For more details visit :- **https://wbtenders.gov.in.**

Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah

NOTICE INVITING TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-90/25-26 to HOW/SANK/SGP/eNIT- 93/25-26, (2) HOW/SANK/SGP/eNIT-29/2 nd Call/25-26, (3) HOW/SANK/SGP/eNIT-30/2 ND CALL/25-26, Dated: 19.11.2025 For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for different works. Document download starting from **20/11/2025 from 12.00 PM up to 29/11/2025 up to 12.00 PM**. Last date of submission of Bid **29/11/2025 at 12.00 PM.** Bid Opening Date on **01/12/2025 at 12.00 PM.** For details visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সঞ্জয় গুপ্তা, পিতা-মৃত রামাশ্রে গুপ্তা, আমার পিতা গত ইং-২০১৪ সালে (A.D.S.R) হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত- ৩১৮৫ / ১৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ও চেন মারফৎ ৬৬০ /১২ ও আমোক্তার দলিল নং ১৩ / ২ (অদ্বৈত মণ্ডল, তনুজা মণ্ডল, সবিত্রী খাঁ দিগ উহাদের পক্ষে আমোক্তার শ্রী পিন্টু বাগ, পিতা- সুগেন চন্দ্র বাগ দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা- কোনা, জে এল নং-৭, হালদাগ-১১৩৫, হাল খতিয়ান - ৫০৪ উক্ত দাগে ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি আমি নামপতনের জন্য আবেদন করিয়াছি, উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে, বালী জগাছা B.L & L.RO অফিসে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites eNIT/Offline tenders/ Quotation vide Notice No. & Dated - NIT No:
908/JGP/APAS/B163/2025
Date: 20/11/2025
909/JGP/APAS/B162/2025
Date: 20/11/2025
910/JGP/APAS/B166/2025
Date: 20/11/2025
911/JGP/APAS/B175/2025
Date: 20/11/2025
912/JGP/APAS/B169/2025
Date: 20/11/2025
913/JGP/APAS/B172/2025
Date: 20/11/2025
914/JGP/APAS/B168/2025
Date: 20/11/2025
Last date of bidding **06/12/2025**

Prodhan
Jamna Gram Panchayat

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-17/EO/25-26 Dt-18/11/2025 for 71 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2025_ZPHD_952637_1 to 2025_ZPHD_952637_71 & One(1) no. Corrigendum Notice. Dt-20/11/2025. **Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of the Paschim Bishnupur Gram Panchayat
Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas

E TENDER NOTICE

E-Tender No - PASGP/947/2025, PASGP/948/2025, PASGP/949/2025, PASGP/ 950/2025, PASGP/951/2025 Date:- 18/11/2025 E Tender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur-I for civil work. For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date **-18/11/2025 at 2.30** and Bid Closing Date **-15/12/2025 at 17.00**

Offline Tender Notice

PASGP/952/2025, PASGP/953/2025, PASGP/954/2025, PASGP/955/2025, PASGP/ 956/2025, PASGP/951/2025 Date:- 18/11/2025 Bid Start Date-**18/11/2025 at 2.30** and Bid Closing Date- **26/11/2025 at 17.00**

Sd/-Prodhan
Paschim Bishnupur Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
প্রকৌশল বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ২৬৩৮ ৩২১১-১৩ ফ্যাক্স ঃ ২৬৪১ ২২১৪ /৫৮৪৬ / ৫২১৮

No:CN/ED/S&D/30/2025-2026 Date: 14.11.2025

সংশোধনী

Ref No. WB-HMC/TN/ED/S&D/19/2025-2026 Dated: 18.10.2025
সময়সূচীটি নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়েছেঃ

ক্রম নং	বিবরণ	বিজ্ঞপ্তিকৃত তারিখ ও সময়	সংশোধিত তারিখ ও সময়
৭	দর জমা দেওয়ার সমাপ্তি (অনলাইন)	১৪.১১.২০২৫, বিকাল ৪ টা পর্যন্ত	১২.১২.২০২৫ বিকাল ৫ টা পর্যন্ত
৮	প্রথম পর্বের প্রস্তাবনা খোলার তারিখ (অনলাইন)	১৭.১১.২০২৫, বেলা ১ টা পর্যন্ত	১৫.১২.২০২৫ বেলা ২ টা পর্যন্ত
৯	টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের তালিকা আপলোডের তারিখ (অনলাইন)	পরে জানানো হবে	কোন পরিবর্তন নেই
১০	আর্থিক প্রস্তাব খোলার তারিখ (অনলাইন)	পরে অনুপ্রাণিত হতে হবে	কোন পরিবর্তন নেই

উপরোক্ত দরপত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

198(1)/25-26
20.11.25
নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌর নিগম

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজিস্টার্ড অফিসঃ স্যর আরএনএম হাউজ (৪র্থ তল), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ার হস্তান্তরের জন্য পুনঃস্থাপনের জন্য অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এককালীন বিশেষ সময়সূচী প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিশেষ সময়সূচীটি ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে মূল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ফেরত/অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজ করা শেয়ারগুলি এই সময়কালে কেবলমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তর অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ

চিঠিপত্রের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট স্যর আরএনএম হাউস (৪র্থ তল), কলকাতা-৭০০০০১ ফোন (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০৯৩ ইমেলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড ৫ম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ইমেলঃ mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইটঃ https://www.mdpl.in/

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নম্রতা সরফ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং. এ৪০৮২৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ নভেম্বর ২১, ২০২৫

বৈংক অফ় ইংডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা-সুরাত
৫ম তলা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ভবন, কানপীঠ, লালগেট, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩
মোবাইল- ৯৯২৪৮ ৬৯৭৬৮

ই- নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সারফেসি আইন, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সরফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য স্টার মেগা ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু ব্যাংক তার অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI) এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যাংকের পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির ই-নিলামের জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নিলামের তারিখঃ ২৪.১২.২০২৫ । সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে দরপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্ধিতকরণের ধারা সহ)

ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / মালিক / অংশীদারের নাম সম্পত্তির বন্ধকদাতার নাম	বিক্রি করা সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ	SARFAESI নোটিশ অনুসারে ব্যাংকের পাওনার বিবরণ	দখল	ন্যূনতম রিজার্ভ মূল্য (টাকা)	রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি (টাকা পূর্ণসংখ্যায়)	ই-নিলামের তারিখ সময়
আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইডিয়াল রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেডের একীভূত সত্তা) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) শ্রী নকুল শ্রাবণ হিমসিংকা (পরিচালক গ্যারান্টার) মিঃ তীর্থরাজ হিমসিংকা (পরিচালক গ্যারান্টার) মিঃ রাঘব হিমসিংকা (পরিচালক গ্যারান্টার) আইডিয়াল ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশন লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) ডেনজং ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকের মাধ্যমে) প্রয়াত শ্রী শ্রাবণের সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে হিমসিংকা (পরিচালক গ্যারান্টার) মিসেস কনক হিমসিংকা মিসেস একতা সন্ধানী মিঃ নকুল হিমসিংকা	স্থাবর সম্পত্তি ১৯-বি, ''রাজীব অ্যাপার্টমেন্ট'', ১১ নং ফ্ল্যাট, ৫ম তলা, ম্যান্ডেভিল গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০০১৯ - এ অবস্থিত, যার আয়তন ২০৯৩ বর্গফুট। (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কোম্পানি - মেসার্স ডেনজং ট্রেডিং কোং প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। টেনারঃ ফ্রিহোল্ড	বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ধারা ১৩(২) এর অধীনে ১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০ টাকা (একশ তেইশ কোটি টাকা উনত্রিশ লক্ষ টাকা আটত্রিশ হাজার সাতাশ টাকা একশ বাইশ আঠাশ পয়সা মাত্র পঞ্চাশ টাকা) প্লাস আরও সুদ এবং খরচ আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি	প্রতীকী দখল	টাকা ২,৫২,০০,০০০ (দুই কোটি বাহান্ন লক্ষ মাত্র)	২৫,২০,০০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)	২৪.১২.২০২৫

তবে নিলামে অংশগ্রহণের আগে উপরোক্ত সম্পত্তির পরিমাপ সাইটে দরদাতাদের দ্বারা এবং রাজস্ব রেকর্ড থেকে যাচাই করতে হবে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ ১. ই-নিলাম ''যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে'', ''যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে'' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং 'অনলাইন' পরিচালিত হবে, দর জমা দেওয়ার আগে, বিকাল ৪.০০ টায় বা তার আগে NEFT / তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে। ২. ১১.১১.২০২৫ তারিখের আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন- a. https://www.bankofindia.bank.in, b. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট ঠিকানা - a. https://baanknet.com দরদাতা https://baanknet.com পরিদর্শন করতে পারেন যেখানে দরদাতাদের জন্য 'নির্দেশিকা' শিক্ষামূলক ভিডিও সহ উপলব্ধ। দরদাতাদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবেঃ ধাপ ১. দরদাতা / ক্রেতা নিবন্ধনঃ দরদাতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে, ধাপ ২. কেওয়াইসি যাচাইকরণঃ দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে)। ধাপ ৩. বিডার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ স্থানান্তর- ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে NEFT / স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/ অফ-লাইন তহবিল স্থানান্তর, ধাপ ৪. বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফলঃ আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পরে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ধাপ ১ থেকে ধাপ ২ ই-নিলামের তারিখের অনেক আগে দরদাতাদের দ্বারা সম্পন্ন করা উচিত। ৩. অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি /গুলি সম্পর্কে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, নিলামে রাখা সম্পত্তিগুলির মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন দাবি/ অধিকার/ পাওনা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি কোনও প্রতিশ্রুতি বা ব্যাংকের কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি হিসাবে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সকল বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ সুরক্ষিত পাওনাদার কোনওভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ পাওনার জন্য দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/ অংশ সম্পর্কিত অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পরে যে কোনও ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ৪. পরিদর্শনের তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, পূর্বের অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ১৯.১২.২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার বিপরীতে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে যোগাযোগ করুন। ৫. কেবলমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র জমা দিতে হবে। ৬. দরদাতারা বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন। ৭. জমা দেওয়া দরপত্রের মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হবে এবং দরদাতারা তাদের পরবর্তী প্রস্তাবগুলি ১,০০,০০০- (এক লক্ষ টাকা মাত্র) এর গুণিতকে উন্নত করবেন। ৮. আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা। ৯. সফল দরদাতার আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য জমাকৃত অর্থ (ইএমডি) রাখা হবে এবং অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ১০. আধা-ব্যয়িত অর্থ জমার উপর কোনও সুদ প্রযোজ্য হবে না। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের পরপরই সফল দরদাতাকে বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত ইএমডি এবং বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ (৭৫ শতাংশ) বিক্রয়ের ১৫ তম দিনে বা তার আগে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থে ব্যর্থতার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তি পুনঃনিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তিপরিমাণের উপর কোনও দাবি / অধিকার থাকবে না। ১১. ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা বিদ্যুৎ বিকলতা / অন্য কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংক বা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ব্যাক-আপ ইত্যাদি প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত। ১২. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক / নিবন্ধন ফি/ অন্যান্য চার্জ, ইত্যাদি এবং যেকোনো সংস্থার কাছে সমস্ত বিধিবদ্ধ/ অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করবে। ১৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা স্থগিত/ স্থগিত/ বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রাখে। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে নিলাম প্রক্রিয়া থেকে কোনও সম্পত্তি বা তার অংশ ই-নিলামে তোলা বা প্রত্যাহার করা। ১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি কেবল ক্রেতা / আবেদনকারীর নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনও নামে জারি করা হবে না। ১৫. বিক্রয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত / জিজ্ঞাসা থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে পাওয়া যাবে। ১৬. SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে এটি ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদের উপরোক্ত তারিখে বিক্রয়/ নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করার জন্য ৩০ দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশ। ১৭. ক্রেতা অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া, নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক ইত্যাদি সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিডিএস বহন করবে।

স্থানঃ কলকাতা, তারিখঃ ১৯।১১।২০১৫
অথোরাইজড অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাওয়ারলিফটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে দেশের মুখ কলকাতার অদিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ কলকাতার পাওয়ারলিফটার অদিতি নন্দী আগামী বছর ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে। থাইল্যান্ডের পাতায়ায় ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা, যেখানে আদিতি নামবেন প্রো পাওয়ারলিফটিং ক্যাটেগরির স্কোয়াট, ডেডলিফ্‌ট এবং বেঞ্চ প্রেস-তিনটি মূল ইভেন্টেই। ভারতীয় পাওয়ারলিফটিংয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। সেই প্রেক্ষিতে অদিতির নির্বাচন বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। কঠোর প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিকতা এবং কর্মজীবনের চাপ সামলে আন্তর্জাতিক স্তরে জায়গা করে নেওয়াই তাঁর আসল লক্ষ্য। গত বছর জাতীয় মঞ্চে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই নজর কাড়েন অদিতি। সুরতের দীনদয়াল ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৪৮-৫২ কেজি বডিওয়েটে অনিকুইপড ডেডলিফ্‌টে ৮০ কেজি তুলেই রুপো জয়। প্রায় ৩০০ প্রতিযোগীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি! জানিয়েছেন, কোচ না থাকায় শুরুতে সবকিছুই করতে হয়েছে একা। পরিবার থেকেও পর্যাপ্ত সমর্থন মেলেনি। ভারোত্তোলনের কারণে মেয়েদের 'পেশি গজানো' নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা থেকে শুরু করে শারীরিক ঝুঁকি-সব নিয়ে উদ্বেগ ছিল আত্মীয়স্বজনদের। কিন্তু অদিতির কাছে পাওয়ারলিফটিং একমাত্র লক্ষ্য। পাখির চোখ-নতুন কিছু করার তাগিদ।

দুবাইয়ে ছুটির মাঝেও শরীরচর্চায় মজে শুভাশিস

দুবাই, ২০ নভেম্বরঃ এবারের শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও পরবর্তীতে সাফল্য এসেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও সেই হতাশা ভুলে পরবর্তীতে আইএফএ শিল্ডে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ছিল ময়দানের এই প্রধানের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে এই ঐতিহ্যবাহী খেতাব ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছে সবুজ-মেরুন। সেই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশির আমেজ দেখা দিয়েছিল বাগান শিবিরে। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি সুপার কাপে। দাপুটে পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে এই সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট শুরু করলেও গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে আটকে যেতে হয়েছিল দুর্বল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। অমীমাংসিত ফলাফলে শেষ হয়েছিল সেই ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত গোল পার্থক্যের দরুন সেমিফাইনালে চলে যায় ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, গ্রুপ পর্বের পরেই ছিটকে যায় মোহনবাগান। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় ধাক্কা সমর্থকদের কাছে। পরবর্তী টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্স করাই এখন প্রধান লক্ষ্য সকলের। কিন্তু কবে শুরু হবে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ? সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। যারফলে এই মুহূর্তে নিজেদের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন দলের সমস্ত ফুটবলাররা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর কেড়েছেন জেসন কামিন্স থেকে শুরু করে জেমি ম্যাকলারেনরা। নিজেদের পরিবারের সঙ্গে বেশকিছু ছবি আপলোড করতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। এবার নজর কাড়লেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। গত কয়েকদিন আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে পরিবার সহ দুবাই যাত্রার বেশকিছু ছবি আপলোড করেছিলেন

সবুজ-মেরুন অধিনায়ক। এবার ছুটির মেজাজের মধ্যেই শরীর চর্চায় মজে থাকতে দেখা গেল মোহনবাগানের ইতিহাসের অন্যতম এই সফল অধিনায়ককে। নিজের সোশ্যাল সাইটে একটি এক্সারসাইজ বাইক চালানোর ভিডিও আপলোড করেন এই বাঙালি ফুটবলার। দুবাইয়ের পাম জুমেইরার ম্যারিয়ট রিসোর্টে তাঁর এই এক্সারসাইজ করার ভিডিও যথেষ্ট নজর কেড়েছে বাগান সমর্থকদের। এছাড়াও সেই ভিডিওর আশেপাশে লক্ষ্য করা যায়. আরও বেশকিছু জিম ইকুইপমেন্টস।

লাঞ্চ ১টা ২০-তে, টি ১১টায়!

গুয়াহাটিতে ভারতের আসল প্রতিপক্ষ কি 'সময়ের উলটপুরাণ'?

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বরঃ ইডেনের বিপর্যয় ভুলতে না ভুলতেই ভারতকে নামতে হচ্ছে নতুন লড়াইয়ে। কাগজে কলমে লাল বলের যুদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে যেন এক অচেনা ভূগোল, অদ্ভুত সময়সূচি আর ভয় ধরানো আবহাওয়ার বিরুদ্ধে দ্বৈরথ! প্রথমবার উত্তর-পূর্ব ভারতে টেস্ট ম্যাচ। ভেন্যু-গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম। যা টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের ঘুম কেড়েছে! ইতিমধ্যে বদলেছে ডায়েট, শরীরের ঘড়িতে থাপ্পড় মেরে সব রুটিন ওলটপালট করে দিতে হয়েছে! টেস্ট ম্যাচের প্রথম বল গড়াবে সকাল ৯টা ০১ মিনিটে। দেশে আর কোথাও এত সকালে লাল বল হাতে নিতে দেখা যায় না। কিন্তু গুয়াহাটিতে সূর্য ওঠে অনেক আগেই। সাড়ে পাঁচটায় ফুটফুটে আলো। ফলে খেলোয়াড়দের অ্যালার্মে যা কিছু সেভ করা ছিল, সব ভুলে যেতে হচ্ছে। এমনিতেই স্টেডিয়ামে পৌঁছতে হবে দিনের প্রথম ওয়ার্মআপ শুরুর অনেক আগেই। তার উপর, চায়ের বিরতি ১১টায়-লাঞ্চ দেড়টায়। মানে ক্রিকেটের ছকবদ্ধ রুটিন ঘুলিয়ে চৌপাট! যারা শরীরের ছন্দ ধরে রাখতে অভ্যস্ত, তাঁদের জন্য এটা বাড়তি চাপ। তার উপর ঠান্ডা হাওয়া আর সকালের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব-আরও ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ। এলাকার আবহাওয়া ভারতের অন্য টেস্ট সেন্টারগুলোর মতো নয়। সকালের বাতাসে ঠান্ডার কাম। আর মাটিতে থেকে যাওয়া ভেজা ভাব-এই দুটো মিলে এমন সুযোগ তৈরি করতে পারে, যা ব্যাটারদের কাঁপিয়ে দিতে যথেষ্ট! প্রথম এক ঘণ্টায় বল নড়বে হাওয়ায়, পিচেও। পুরনো অভ্যাসে ব্যাট করতে নামলে বিপদ নিশ্চিত। ইডেনে যা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি হলে ফল মারাত্মক! একটা ভুল কম্বিনেশন, ভুল বিচার ভারতকে লড়াই থেকে আগেই সরিয়ে দিতে পারে। যে কারণে প্রাক্তন অসম কোচ

আরএক্স মুরালি যথার্থ বলেছেন-''এখানে সকালের ঠান্ডা আবহাওয়া বলকে আরও বেশি নড়াবে। দিনে পরে পিচ সমান হয় ঠিকই, কিন্তু শুরুটা বেজায় কঠিন।'' পাশাপাশি দিনের শেষদিকে আবার ফিরে আসবে সকালের মতো পরিস্থিতি। সূর্য নামতে শুরু করলেই আলো কমে, বাতাস ঠান্ডা হয় আর হঠা হাওয়ার দাপটে বল নড়তে শুরু করে। মানে ব্যাটারদের দিনের শুরুতে সমস্যা, শেষেও বিপাক! সব মিলিয়ে বডি ক্লক ভেঙে পাবে। ফলে খেলোয়াড়দের মানিয়ে নেওয়াই আসল পরীক্ষা। ভারতীয় দলের অধিকাংশ ক্রিকেটার দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতের সময়, গরম, দেরিতে রোদ ওঠা আর লম্বা সন্ধ্যার সঙ্গে অভ্যস্ত। কিন্তু উত্তর-পূর্বের রুটিন একেবারে আলাদা। এখানে 'সকাল' শুরু পাঁচটা নাগাদ। সিকিমের ব্যাটার অঙ্কুর মালিক যেমন বলছেন, ''ম্যাচের দিন রুটিন একদম ওলটপালট হয়ে যায়। ব্রেকফাস্ট করতে হয় ভোর ছ'টায়। নইলে মাঠে নেমে শরীর দেয় না!'' তাঁর অধিনায়ক লি ইয়ং লেপচা আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন-''সকালে বল ভয়ানক নড়ে। আর বিকেল তিনটে নাগাদ আবার হাওয়া ঠান্ডা হয়-তখনও ঘুরতে থাকে। মধ্যের সময়টুকুই ব্যাটিংয়ের জন্য সুবিধাজনক!'' এতটাই অদ্ভুত এই সময়সূচি, যে লাঞ্চ-টি বদলে গেছে। খেলোয়াড়দের তাই একেবারে ভোরে ফল, পোহা, কফি-এগুলো খেয়ে মাঠে নামতে হবে। দুপুরে পাবেন একমাত্র 'হেভি মিল'। বাকি সময়ে শুধু ইলেক্ট্রল আর জলই ভরসা। ভারতের কাছে আরও দুশ্চিন্তা-সিরিজে পিছিয়ে, ব্যাটিং বিপর্যস্ত। ইডেনে লাইন আপ ভেঙে পড়েছে। ১২৪ তাড়া করে ৯৩-তে গুটিয়ে যাওয়া দলের আত্মবিশ্বাস কোথায় দাঁড়িয়ে, তা সবাই দেখেছেন। ব্যাটাররা স্পিন সামলাতে ব্যর্থ, পেসেও বিপদে পড়েছেন। তার উপর গুয়াহাটির এই সকালের সুইং, লেট-ইভনিং মুভমেন্ট-ব্যাটারদের নিখুঁতভাবে ফোকাসে থাকতেই হবে। গৌতম গম্ভীরের জন্যও বাড়তি চাপ এই ম্যাচ। ভুল সমীকরণ মানে সিরিজ হাতছাড়া। আর সেই সঙ্গে উঠবে আরও অস্বস্তিকর প্রশ্ন-ইডেনের মতো 'পিচ-প্র্যাকটিস' কি আবার ব্যুমেরাং হতে চলেছে? পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকাও এই পরিস্থিতির সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নয়। যদিও ওদের পেসারদের জন্য সুবিধাই বেশি-আর্লি মর্নিং সুইং, দেরিতে মুভমেন্ট-এই দুটোই হাতে তুলে দেবে বাড়তি অস্ত্র। স্পটলাইটে আবহাওয়া। আলো মিলিয়ে গেলে খেলা থেমে যেতে পারে-ভারতের জন্য আরও ঝুঁকি! এই সিজনে গুয়াহাটিতে সন্ধে নেমে আসে খুব দ্রুত। চারটা সাড়ে চারটাতেই অন্ধকার গাড় হয়ে যায়। যার অর্থ, তৃতীয় সেশন পুরোটা পাওয়া খুব কঠিন। এক দিনে ৯০ ওভার-হয়তো সম্ভব নয়! আর ভারত যদি জিততেই চায় (যা করতে হবেই), তবে এই কম আলো, কম সময়ই হতে পারে বড় শত্রু। টেস্ট ক্রিকেটকে বলা হয় অচেনা পরীক্ষার খেলা। কিন্তু গুয়াহাটি সেই পরীক্ষাকেই আরও কয়েক ধাপ ওপরে নিয়ে যাচ্ছে। ইডেনের ক্ষত শুকোয়নি। আফ্রিকা আত্মবিশ্বাসে টগবগে। আর ভারত নামছে এমন এক ম্যাচে, যেখানে প্রতিপক্ষ শুধু ১১ জন খেলোয়াড় নয়-এক নতুন সময়, নতুন আবহাওয়া, নতুন আলো, আর নতুন চ্যালেঞ্জ।

মিলিতাওকে ২ সপ্তাহের জন্য হারাল রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২০ নভেম্বরঃ লিলে মঙ্গলবার তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের ১-১ ড্র প্রীতি ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মিলিতাও। তার ক্লাব রিয়াল পরদিন এক বিবৃতিতে জানায়, পরীক্ষায় ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ডান পায়ের পেশিতে চোট ধরা পড়েছে। তার সেরে উঠতে কতদিন লাগতে পারে, এ ব্যাপারে ক্লাবের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অন্তত দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। রিয়ালের পরের চার ম্যাচে এলচে, অলিম্পিয়াকোস, জিরোনা ও আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না মিলিতাও। আগামী ১০ ডিসেম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে তিনি সেরে উঠবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্টের (এসিএল) দুটি চোটে গত দুই বছরে লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল মিলিতাওকে। লা লিগায় আগামী রবিবার এলচের মাঠে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ। ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে শাবি আলোন্সোর দল। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে দুই নম্বরে বার্সেলোনা।

লেভানডফস্কিকে গোল করতে বারন করেছিল বার্সেলোনা!

বার্সেলোনা, ২০ নভেম্বরঃ স্বদেশের ফুটবল তারকা লেভানডফস্কিকে নিয়ে 'দি রিয়েল লেভানডফস্কি' নামে একটি বই লিখেছেন পোলিশ লেখক সেবাস্তিয়ান স্তাসেভস্কি। সেখানে তিনি কাতালান ক্লাবটিতে লেভানডফস্কির প্রথম মরসুমের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ওই দাবি করেছেন। বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে ২০২২ সালের জুলাইয়ে বার্সেলোনায় যোগ দেন লেভানডফস্কি। অল্প সময়েই নতুন ঠিকানায় মানিয়ে নিয়ে একের পর এক গোল করতে থাকেন তিনি। ওই মরসুমে বেশ দাপটের সঙ্গেই আগেভাগে লিগ শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলে বার্সেলোনা। স্তাসেভস্কির লেখা বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, লিগের শেষ দুই রাউন্ডের আগে বার্সেলোনার একজন বোর্ড সদস্য লেভানডফস্কিকে বলেন, রবের্ত, ''আমরা চাই শেষ দুই ম্যাচে তুমি

গোল না করো।'' অদ্ভুত এই অনুরোধের পেছনের কারণ?-শেষ দুই ম্যাচের আগে ২৩ গোল করেছিলেন লেভানডফস্কি। লিগে তার ২৫ গোল হয়ে গেলে বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাদেরকে আরও ২৫ লাখ ইউরো দিতে হতো বার্সেলোনার। শেষ দুই ম্যাচে গোল না করার পরও অবশ্য ওই আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছিলেন লেভানডফস্কি। ফুটবল সাংবাদিক গিইয়েম বালাগও সামাজিক মাধ্যমে বিস্ময় নিয়ে খবরটি জানিয়েছেন, সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন কারণটাও। সেই সময় খুব আর্থিক সমস্যায় ছিল বার্সেলোনা। যে কারণেই তার আগের বছর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার্সেলোনা ছেড়ে যেতে হয়েছিল ক্লাবটির কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে। দুই বছর আগের ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর হয়তো এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক তৈরি হবে বলেও মনে করেন গিইয়েম।

পর্তুগালের হয়ে রেকর্ড ১৭,৯২৬ মিনিট মাঠে ছিলেন রোনাল্ডো, মেসি কত

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবলের ছোট-বড় বেশির ভাগ পরিসংখ্যানেই একচ্ছত্র দাপট প্রতিষ্ঠা করেছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। কোথাও রোনাল্ডো শীর্ষে, আবার কোথাও মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি মিনিট মাঠে থাকার রেকর্ডেও শীর্ষ দুটি স্থান এই দুজনের। রোনাল্ডো শীর্ষে, মেসি দুইয়ে। পর্তুগালের হয়ে রোনাল্ডো এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২২৬ ম্যাচ, যা ম্যাচ খেলার সর্বোচ্চ রেকর্ডও বটে। এই ম্যাচগুলোয় সব মিলিয়ে রোনাল্ডো মাঠে ছিলেন ১৭ হাজার ৯২৬ মিনিট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিওনেল মেসির চেয়ে ১৭৮৭ মিনিট বেশি মাঠে ছিলেন 'সিআর সেভেন'। মেসি তাঁর ১৯৬ ম্যাচে সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৬ হাজার ১৩৯ মিনিট। মেসি-রোনাল্ডোর পর এই তালিকার তৃতীয় নামটা একটু অপ্রত্যাশিত এবং অচেনা মনে হতে পারে। নামটি মাইনুর ফিগুয়েরোয়া। হন্ডুরাসের এই ডিফেন্ডার ২০০৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৯ বছর জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। যেখানে তিনি সব মিলিয়ে খেলেছেন ১৮১ ম্যাচ, মাঠে কাটিয়েছেন ১৫ হাজার ৭৭০ মিনিট। দীর্ঘ এই ক্যারিয়ারে অবশ্য কোনা সাফল্য পাননি এই ফুটবলার। এই তালিকার পরের দুটি নাম

আবার বেশ পরিচিত। ইতালির কিংবদন্তি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফন আছেন এই তালিকার চারে। ১৭৬ ম্যাচ খেলে যিনি সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৫ হাজার ২৯৫ মিনিট। শীর্ষ দশে থাকা একমাত্র গোলরক্ষকও বুফন। বুফনের পর এই তালিকায় থাকা ৫ নম্বর নামটাও এক কিংবদন্তির। ক্রোয়েশিয়ার ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা লুকা মদরিচ। ২০১৮ বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়াকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়া মদরিচ ম্যাচ সংখ্যার দিক থেকে মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। সব মিলিয়ে ১৯৪টি ম্যাচ খেলা মদরিচ মাঠে ছিলেন ১৫ হাজার ১৭৩ মিনিট। শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রোনাল্ডো, মেসি এবং মদরিচ এখনো সক্রিয় আছেন। ফলে তাঁদের মাঠের থাকার সময় সামনে আরও বাড়বে। এই তালিকায় শীর্ষ দশে আরও যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন ক্লদিও সুয়ারেজ (১৫,০৭২ মিনিট), দিয়েগো গডিন (১৩,৮৭৩ মিনিট), সের্হিও রামোস (১৩,৭৩৯ মিনিট), অ্যালেক্সিস সানচেজ (১৩,৭৩৩ মিনিট) এবং ভিতালিয়স আস্তাফিয়েভস (১৩,৬৫১ মিনিট)।

ফুটবলে এই বছরটা কেমন কাটল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের ক্ষণ গুনতে গুনতে ২০২৫ সালকে বিদায় জানাল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। সামনের ২০২৬ দুই দেশের জন্যই মহাগুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের বছর বলে কথা! চার বছর ধরে ফুটবলের পরাশক্তি দেশগুলো অপেক্ষায় থাকে এই সময়টির। বিশ্বকাপ শিরোপা জিতে চার বছরের জন্য নিজেদের সিংহাসন ও মর্যাদাকে সমুন্নত করার এটিই একমাত্র উপলক্ষ। আর বিশ্বকাপ মানেই উত্তাপের বড় একটি অংশজুড়ে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার নাম। বিশ্বব্যাপী দক্ষিণ আমেরিকার এই দুই দেশের কোটি সমর্থক নিজ দলের হাতে ট্রফি দেখার অপেক্ষায় থাকেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে এই অপেক্ষাটা ঘুচেছিল আর্জেন্টিনা সমর্থকদের, লিওনেল মেসিরা ট্রফি হাতে তুলেছেন ৩৬ বছর পর। ব্রাজিলের এখনকার অপেক্ষাটা ২০০২ সালের পর থেকে। এমন পরিস্থিতিতে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগের বছরে দুই দেশ কেমন খেলল, দেখে নেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই দশকটাকে কেউ চাইলে আর্জেন্টিনা ও লিওনেল মেসির দশক হিসেবেও মনে রাখতে পারে। ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে ফুটবলে নিজেদের হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেছে 'আলবিসেলেস্তা'রা এর আগে ২০২১ সালে কোপা আমেরিকা জিতে আর্জেন্টিনার উত্থানের গল্পটা শুরু হয়েছিল। সেবার ফাইনালে ব্রাজিলকে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের জানান দেয় মেসির আর্জেন্টিনা। এরপর ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ফিনালিসিমাও জিতে নেয় তারা। আর বিশ্বকাপের পর গত বছর আর্জেন্টিনা জিতেছে টানা দ্বিতীয় কোপা আমেরিকা শিরোপা। মেসিকে ঘিরে আর্জেন্টিনায় এখন নতুন একটি ফুটবল-প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্যাটনটা থাকবে তাঁদের হাতেই। ২০২৫ সালে আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্স ছিল মূলত আগের চার বছরের ধারাবাহিকতা। লিওনেল স্কালোনির অধীনে আর্জেন্টিনার অবিশ্বাস্য ছন্দ অব্যাহত ছিল এই বছরও। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আঞ্চলিক লড়াইয়ে পয়েন্ট তালিকায় সবার ওপরে ছিল স্কালোনির দল। এ বছর সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনা ম্যাচ খেলেছে ৯টি। এর মধ্যে জিতেছে ৭টিতে, ১টি করে ড্র ও হার। এই ৯ ম্যাচে আর্জেন্টিনা গোল করেছে ১৯টি, বিপরীতে হজম করেছে মাত্র ৩টি, যা আর্জেন্টিনার আক্রমণ ও রক্ষণের

শক্তিমত্তারই জানান দিচ্ছে। এ বছর আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের একমাত্র হারটা এসেছে ইকুয়েডরের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। আর ১-১ গোলে ড্র করেছে কলম্বিয়ার বিপক্ষে। আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় জয়টি এসেছে মায়ামিতে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে, ব্যবধান ছিল ৬-০। তবে ২০২৫ সাল বললে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সবার আগে মনে পাবে ব্রাজিলের বিপক্ষে বুয়েনস এইরেসের ম্যাচটির কথা। যে ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে তারা। পরিসংখ্যান সরিয়ে রাখলে এই সময়ে আর্জেন্টিনা দল হিসেবে আরও সংগঠিত ও সুদৃঢ় হয়েছে। মেসিকে ছাড়াও দল হিসেবে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেছে তারা। যেমন ব্রাজিলের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জেতা ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি মেসি। এই ম্যাচে মেসির অনুপস্থিতির প্রভাব বুঝতে দেননি বাকিরা। পাশাপাশি হুলিয়ান আলভারেজ, থিয়াগো আলমাদা, এনজো ফার্নান্দেজ এবং অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টাররা এই সময়ের মধ্যে আরও পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ফ্রাঙ্কো মাস্তাতুয়োনো, নিকো পাজ কিংবা হোয়াকিন পেনিচেলির মতো তরুণদের আবির্ভাবও দেখেছে ফুটবল দুনিয়া। সামনের বিশ্বকাপে এই তরুণদের মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে কেউ কেউ সুযোগ পাবেন। গত বিশ্বকাপে ফার্নান্দেজ-আলভারেজরা নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ করেছিলেন। সামনের আসরেও নতুনদের উঠে আসা নিয়ে আশাবাদী হতেই পারেন আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা। ব্রাজিলের অবস্থান আর্জেন্টিনার উল্টো দিকে। লম্বা সময় ধরে চলমান ব্যর্থতা ও হতাশার সময়টা অব্যাহত ছিল এ বছরও। এরপরও ব্রাজিলের জন্য বছরটা শেষ পর্যন্ত হতাশা ও যন্ত্রণা থেকে আশাবাদী হওয়ার দিকে যাত্রার বছর। বিশেষ করে কার্লো আনচেলত্তির হাত ধরে এখন দুঃসময় থেকে উত্তরণের স্বপ্ন দেখছে 'সেলেসাও'রা এ বছর ব্রাজিল সব মিলিয়ে ১০টি ম্যাচ খেলেছে। জিতেছে ৫টিতে, ড্র করেছে ২ ম্যাচে আর হেরেছে ৩টিতে। এই ম্যাচগুলোয় ব্রাজিল গোল করেছে ১৭টি, হজম করেছে ১০টি। কলম্বিয়ার বিপক্ষে মার্চে ২-১ গোলের জয় দিয়ে বছর শুরু করে ব্রাজিল। কিন্তু পরের ম্যাচেই আর্জেন্টিনার কাছে ৪-১ গোলের বিব্রতকর হার। সেই হারের জেরে চাকরি হারান কোচ দরিভাল জুনিয়র, দৃশ্যপটে আসেন কার্লো আনচেলত্তি। আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের শুরুটা অম্লমধুর। ইতালিয়ান এই কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্রাজিল আগের চেয়ে গোছানো, গতিময় ও ছান্দসিক ফুটবল খেলছে। কিন্তু জয়ের ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না। আনচেলত্তির অধীনে এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচ খেলে ব্রাজিল জিতেছে ৪টিতে, ২টি করে ড্র ও হার। সামনের দিনগুলোয় আনচেলত্তির চ্যালেঞ্জ মূলত দলকে ধারবাহিকতার মধ্যে নিয়ে আসার। সেটি করতে পারলে সুন্দর দিনের অপেক্ষা করতেই পারে ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এই বছরটাও যথারীতি নেইমারবিহীন কাটিয়েছে ব্রাজিল। ফেরার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ফেরা হয়নি তাঁর। তবে নেইমারকে নিয়ে হতাশা থাকলেও ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় আবিস্কারের নাম এস্তেভাও। ব্রাজিলের হয়ে আবির্ভাবেই আলো ছড়াচ্ছেন এই তরুণ। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই হয়ে উঠেছেন দলের ভরসা। শেষ চার ম্যাচে তাঁর কাছ থেকে এসেছে চার গোল। ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগো ও রাফিনিয়াদের সঙ্গে সামনের দিনগুলোতে এস্তেভাও হতে পারেন ব্রাজিলের অন্যতম ভরসা। এস্তেভাও ছাড়াও ব্রাজিল মোটামুটি সব পজিশনের জন্য থিতু করার মতো খেলোয়াড় পেয়েছে। ব্রুনো গিমারেস, কাসেমিরো ও অ্যালেক্স সান্দ্রোর মতো তারকারা নিজেদের ছন্দ ধরে রেখে ব্রাজিলকে সহযোগিতা করছেন। দলীয় সমন্বয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সংযোগও ক্রমেই ব্রাজিলকে আরও বেশি পরিণত করে তুলছে। এখন পরিণত হয়ে ওঠার প্রমাণটা সঠিক সময় সঠিক জায়গায় দিতে পারলেই হয়।

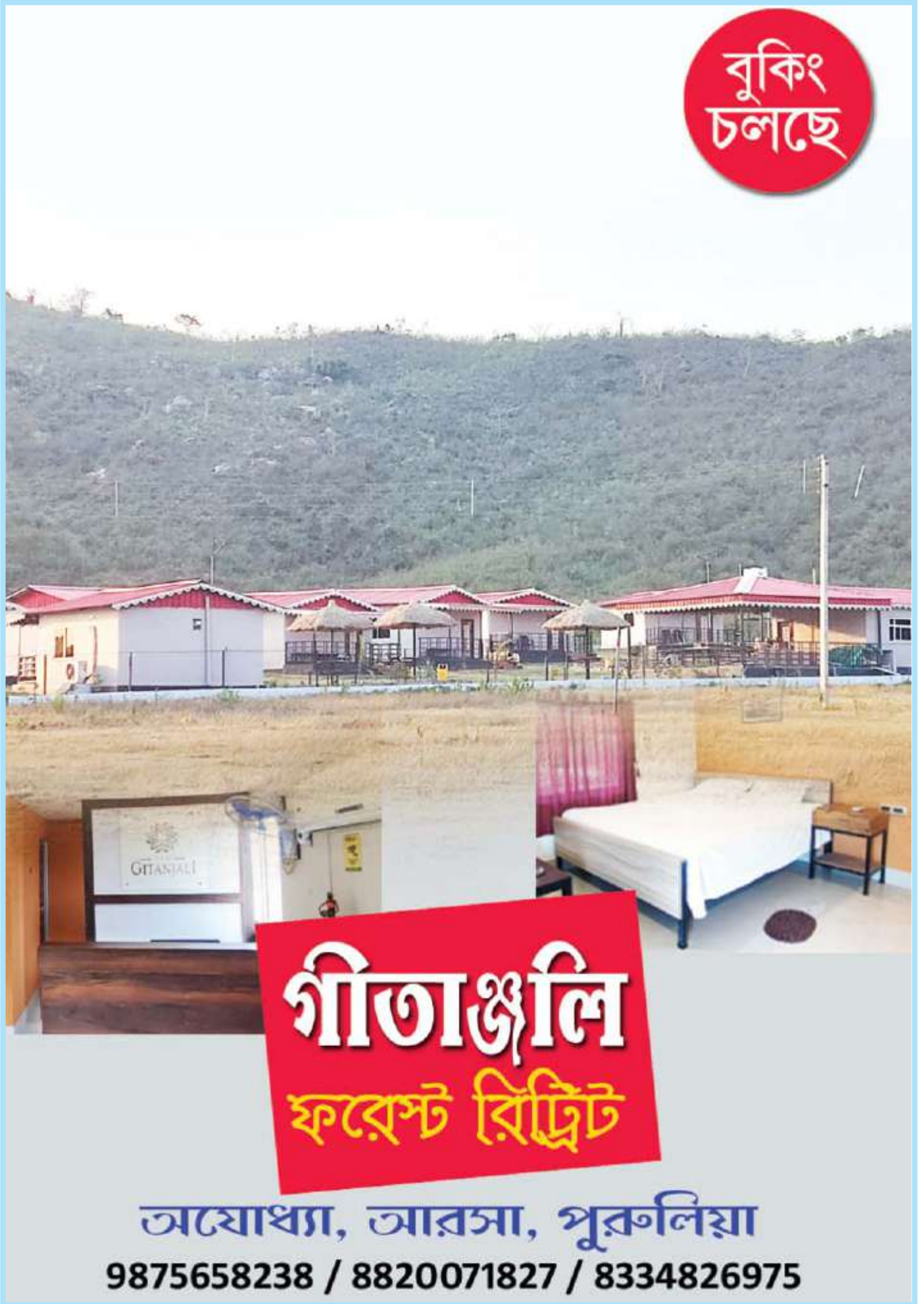

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com